চারশো বছর আগে... গভীর রাতে চিলোকোঠার প্রায় অন্ধকার রুমে বসে নিষিদ্ধ, অতিপ্রাকৃত বইয়ে চোখ বোলাতেন এক পণ্ডিত... পাশে পিতলের গামলা ভর্তি টলটলে পানি নিয়ে।

ক্রমে ধোঁয়াটে হয়ে উঠত পানি, গামলার তলা থেকে ভবিষ্যতের নানান ছবি ভেসে উঠত... নূরজাহান,ঝাঁসির রানি, জুলফিকার আলী ভুট্টো, ইন্দিরা গান্ধী, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, রাজীব গান্ধী, বাবরি মসজিদ, সালমান রুশদি... ইওরোপের নেপোলিয়ন, ফরাসী ও রুশ বিপ্লব, হিটলার, মুসোলিনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কেনেডি, ক্রুশ্চেভ, কিউবার মিসাইল সঙ্কট, মধ্যপ্রাচ্যে শাহের পতন, সাদাতের মৃত্যু, খোমেনি, সাদ্দাম, ওসামা বিন লাদেন এবং ইসরায়েলের উত্থান-পতনসহ আরও কত বিস্ময়কর ঘটনা!

ঐতিহ্য
ISBN 984-776-441-7

দ্য প্রফেসিস অব নস্ট্রাদামাস ২ এরিকা চিথাম ঐতিহ্য

দ্য প্রফেসিস অব নস্ট্রাদামাস।২

এরিকা চিথাম

অনুবাদ। ইফতেখার আমিন

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

দ্য প্রফেসিস অব

নস্ত্রাদামাস-২

১৯৮৫ অ্যান্ড বিয়ন্ড

এরিকা চিথাম

অনুবাদ

ইফতেখার আমিন

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১২
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
বি. বি. ট্রেড এন্ড কম্পিউটারস্

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা

THE PROPHECIES OF NOSTRADAMUS-2 by Erika Cheetham Translated by Iftekhar Amin. Published by Md. Arifur Nayeem. Oitijjhya. Date of publication : February 2006.

Website : www.oitijjhya.com

Price Taka : 140.00 US $ 5.00

ISBN 984-776-441-7

ভূমিকা

আমি যেভাবে নস্ত্রাদামাস ও তাঁর বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীর বই, *Les propheties de M. Michel de Nostradamus*-এর খোঁজ পেয়েছি এবং বইটির সুবাদে আমাকে যে সমস্ত জায়গায় আসা যাওয়া করতে হয়েছে, তার দুটোই আমার সমান বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

আমার বয়স তখন আঠারো। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনার দ্বিতীয় বছর চলছে। প্রিলিমিনারি দেয়ার পর আমি ঠিক করলাম আধুনিক ভাষার ওপরে আর লেখাপড়া করব না। তার বদলে Langue d'Oc, অর্থাৎ Ancien Provencal এবং সে ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণপ্রণালি ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনা করব।

তবে এই কোর্সের জনপ্রিয়তা বলতে কিছু ছিল না। তার ওপর কাজটা যেমন ছিল প্রচুর খাটুনির, তেমনি শিক্ষার্থীর ল্যাটিন ভাষার ওপর ভালো দখল এবং শব্দ-প্রকরণের ওপর গভীর আগ্রহ, দুটোই থাকার কথা। আমার মধ্যে যার দুটোরই প্রচণ্ড অভাব ছিল। কাজেই আমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে সতীর্থদের সবাই ভীষণ অবাক। অনেকে বলল আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। ভবিষ্যদ্বাণী করল, এই লাইনে আমি নাকি কোনোদিনও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারব না।

সে যাই হোক, বসন্তের এক রোদ ঝলমলে দুপুরে লন্ডনের টেইলরিয়ান (Taylorian) লাইব্রেরিতে বসে আছি আমি। অর্ডার দেয়া নির্দিষ্ট একটা টেক্সটের পৌছার অপেক্ষায়। এক সময় আমার অপেক্ষার পালা শেষ হল। বইটা এসে পৌছল। আনুমানিক ৫X৩ ইঞ্চি আকারের ছোটো একটা ভলিউম ছিল সেটা।

কিন্তু প্যাকেট খুলে দেখি আমার অর্ডার দেয়া বই নয় সেটা, বরং ভুল করে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো এক *M. Michel de Nostradamus*-এর *Les propheties* নামের একটা বই পাঠানো হয়েছে আমার নামে। ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে ১৫৬৮ সালে ছাপা হয়েছে বইটা। আমি জীবনেও নস্ত্রাদামাস বলে কারো নাম শুনিনি। কিন্তু এসেই যখন পড়েছে, তখন আসল বইয়ের অপেক্ষায় থাকার সময়টুকু অলস বসে না থেকে সেটার পাতা উল্টে যেতে লাগলাম।

Les propheties বইটা চার লাইনের অজস্র হেঁয়ালিময়, দুর্বোধ্য পদ্যে ভরা। সেসব পড়ে বিশেষ কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা বিশেষ পদ্যের ওপর আমার নজর আটকে গেল। সেটা ছিল এরকম :

Bestes farouches de faim fleuves tranner,
Plus part du champ encontre Hister sera.
En caige de fer le grand fera traisner,
Quand rien enfant de Germain observera.

2.24

Hister নামটা (সে বই যখন ছাপা হয়, তখন *s* অক্ষর ছিল প্রাচীন আমলের মতো লম্বাটে, দেখলে প্রায়ই *I* বলে ভুল হত) Germany শব্দটির কাছাকাছি রয়েছে দেখে মনে কৌতূহল জন্মাল। পদ্যটা আমি অনুবাদ করলাম এবং সেটার অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝতে পেরে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। Hister বলে একজনের নাম Germany এবং যুদ্ধের সাথে জড়িত !

যখন বুঝতে পারলাম বইটি সেই যুদ্ধের ৪০০ বছরেরও বেশি আগের লেখা, তখন আর ব্যাপারটাকে দৈবসংযোগ ভাবতে পারলাম না। পদ্যটা অনুবাদ করার পর সেটার বক্তব্য দাঁড়াল অনেকটা এরকম :

ক্ষুধায় উন্মত্ত পশুরা নদী পার হবে, অধিকাংশ সময় যুদ্ধ হবে হিটলারের বিরুদ্ধে। অনেক মহান ব্যক্তিত্বকে সে টেনে-হিঁচড়ে লোহার খাঁচায় ভরবে, জার্মানির সন্তানেরা যখন কোনো আইন মানবে না।

আমি বইটি পড়ে যেতে লাগলাম এবং রহস্যময় হিটলার সম্পর্কে আরো কিছু সূত্র পেলাম। তাতে লোকটাকে বাঁকা ক্রসের (সোয়াস্তিকা) পরিচালক, বৃহত্তর জার্মানির পরিচালক এবং থার্ড রাইখ প্রভৃতি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, হায় ! আমার অর্ডার দেয়া বইটি এসে পড়ল এবং নস্ত্রাদামাসের কথা কয়েক বছরের জন্য আমার মন থেকে হারিয়ে গেল।

সে যাই হোক, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে নস্ত্রাদামাসের ওপর জেমস ল্যাভারের সম্পাদিত চমৎকার একটি বই পড়ার মতো সময় বের করে নিলাম আমি। বইটি লেখা হয়েছিল জার্মানির শেষ যুদ্ধের শুরুর দিকে।

পরে দুঃখজনক মৃত্যু বরণ করেন জেমস ল্যাভার। তবে তার আগে তাঁর সম্পর্কে প্রায় সবই জানতে পারি আমি। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় আমি এক ছেলের প্রেমে পড়ি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রেমের সেই ব্যর্থতা আমার উপলব্ধির ক্ষমতাকে অনেক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যায়। যার ফলে ভাগ্যরেখা গণনা এবং ট্যারট কার্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমি ক্রমে ওস্তাদ হয়ে উঠি। এতটাই যে কখনো কখনো নিজেই ভয় পেয়ে যেতাম। যদিও কার্ড বা হাত আসলে কোনো ব্যাপার নয়।

ওগুলো হচ্ছে একটা উপাদান যার ওপর মনোনিবেশ করতে হয়। অনেকে যেমন করে থাকেন ক্রিস্টাল বলের ওপর। ডেলফিক ওরাকল আর নস্ত্রাদামাস গণনার কাজে তামার তেপায়ার ওপরে বসানো এক গামলা পানির ওপর মনোনিবেশ করতেন।

আমি কেমন ওস্তাদ হয়ে উঠলাম তার একটা উদাহরণ দিই। একদিন এক বন্ধুর কলেজে গিয়েছি তার সাথে দেখা করতে। সেখানে বন্ধুটি ঠাট্টা করে বলল, দুপুরের খাওয়ার খরচটা আমাকেই রোজগার করে নিতে হবে। অর্থাৎ তার একজন মিশরীয় বন্ধুর হাত দেখে দিতে হবে। খুব ধনী লোকের সন্তান সে। বয়স বিশ বছরের মতো হবে।

লোকটাকে জীবনে সেই প্রথম দেখেছি, কাজেই তার সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানি না। অথচ অবাক কাণ্ড, তার হাত ধরতেই কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হল আমার।

মনে হল গভীর বিষণ্নতা ও হতাশার একটা অদৃশ্য বলয় যেন সদ্য পরিচিত যুবককে ঘিরে রেখেছে। আমি এতো অবাক হলাম যে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতেই পারলাম না। ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম। জানালাম, আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অনুভূতিটা রয়েই গেল। দুদিন পর জানতে পারলাম, সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে রোমে গিয়েছিল সেই মিশরীয় যুবক। সেখানে তার এক রক্ষিতার স্বামী খেপে গিয়ে এয়ারপোর্টে গুলি করে মেরে ফেলেছে তাকে।

তারপর থেকে আমি এমন কিছু কিছু স্বপ্নও দেখতে লাগলাম যা প্রায়ই ফলে যেত। এ ব্যাপারে আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকের সাথে আলোচনাও করেছি। এরকম একটা ঘটনা হল, লন্ডনে আসার পথে আমার এক বন্ধুর গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়া। স্বপ্নটা আমি দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে দেখেছি। তবে আশ্চর্যের কথা হল, আমার সেই বন্ধুটির গাড়ি ছিল না। একদিনের জন্য অন্যের গাড়ি ধার করে চালাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছিল সে।

আরেকটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্বপ্ন আমি দেখেছি বিয়ের কিছুদিন পর। আমার স্বামী তখন তার রেজিমেন্ট নিয়ে ক্যামেরুনে ছিল। আমি ছিলাম আমার বন্ধুদের সাথে কেন্টে। সে সময় এক রাতে দেখলাম, আমার স্বামী একটা ট্রাকে বসা এবং সেটা খাড়া এক পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে।

ও প্রায়ই জঙ্গলে টহলে যেত। অন্তত এক সপ্তাহ পার না করে কখনো ক্যাম্পে ফিরত না, ফলে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হত কদাচিৎ। তাই স্বপ্ন দেখার পরপরই ওকে চিঠি লিখে ঘটনাটা জানালাম আমি, পথ চলার সময় সতর্ক থাকতে বলে দিলাম। দশদিন পর স্বামীর একটা চিঠি পেলাম, সে তখনো আমারটা পায়নি। চিঠিতে ও লিখেছে, কয়েকদিন আগে কিছু প্ল্যানটারের সাথে বাইরে ডিনার খেতে গিয়েছিল ও। পরে ক্যাম্পে ফেরার পথে ওদের গাড়ি পাহাড় থেকে প্রায় পড়েই

যাচ্ছিল। ড্রাইভার লোকটা বেশি মদ গিলে এই কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে ওরা।

এরকম প্রিকগনিটিভ (অগ্রজ্ঞান) স্বপ্ন আমি আরো কিছু কিছু বিষয়ের ওপর দেখেছি। সেগুলোকে সহজবোধ্য, সাধারণ স্বপ্ন বলে মনে হলেও যে দেখে, ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তার মনে হয় সেসবের আরো কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ নিশ্চয়ই আছে। যা হোক, সেসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আগে এরকম আরেকটা স্বপ্নের কথা বলি।

এই স্বপ্নটা আমি নস্ত্রাদামাস ও তাঁর কাজের সাথে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ার পর, ১৯৮১ সালের জুন মাসে ৪ তারিখ রাতে দেখেছি। সে সময় আমি চেলসিতে থাকতাম। সে রাতে স্বপ্নে দেখলাম এক লোককে প্রকাশ্যে তিনটা গুলি করা হয়েছে মাথায়। যে জায়গায় গুলি করা হয়েছে, মনে হল সেটা সম্ভবত লন্ডনের পার্ক লেন অথবা মেফেয়ারের আশপাশে কোথাও হবে।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। দৃশ্যটা এত বেশি বাস্তব মনে হল যে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তখনই এক বন্ধুকে ফোন করে ঘটনাটা জানালাম আমি। বন্ধুটি ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী। সে আমাকে না জানিয়ে আমার ফোন করার সময়টা টুকে রাখল।

তার হিসেবে আমি ফোনটা করেছিলাম রাত ১২-৪৫ মিনিটে, অর্থাৎ গ্রিনিচ মান সময় ১১-৪৫-এ। পরদিন সংবাদ সংস্থা রয়টারের সাথে যোগাযোগ করতে জানা গেল, আগের রাতে মেফেয়ারে আসলেই একটা গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে–ব্রিটেনের ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। সে ঘটনার কথা প্রথমবার ঘোষণা করা হয় গ্রিনিচমান সময় রাত ১২-২২ মিনিটে, দ্বিতীয়বার ১২-২৯ মিনিটে এবং শেষবার রাত ১২-৪৮ মিনিটে।

অবশ্য গুলি যে রাষ্ট্রদূতের মাথাতেই করা হয়েছে, সেকথা ঘোষণা করা হয় ভোর ৩-৫১ মিনিটে। তখনই জানা যায় যে তিনটা গুলিই তাঁর মাথায় বিঁধেছে। আমি জানি না এ ধরনের স্বপ্ন এবং আগেভাগে দেখতে পাওয়া ভবিষ্যৎ দৃশ্যের কী মূল্য আছে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে ; ব্যাকন যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, "এ ধরনের ক্ষেত্রে যেটা ফলে যায়, মানুষ সেটাকে মনে রাখে, আর যেটা ফলে না, সেটাকে মনে রাখে না," কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, স্বপ্নের মাধ্যমে এভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার মধ্যে কোথাও একটা ইতিবাচক বিতর্কের খোরাক আছে।

আরেকটা কৌতূহল জাগানো প্রসঙ্গের কথা বলি। নস্ত্রাদামাসের *Propheties* বইটির ১৫৬৮ সালে ছাপা প্রথম সংস্করণ অনুসারে ১৯৬৯ সাল থেকে তাকে নিয়ে আমি লেখালেখি শুরু করি। বইটি সংগ্রহের জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। তারপর থেকে অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে রাজনীতিকরা চিঠি লিখে বা ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁদের দেশ ও তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী থাকলে তরজমা করে দিতে। কিন্তু প্রায় অসম্ভব একটা কাজ ছিল সেটা।

কেননা সত্যি যা-ই হোক না কেন, মানুষ কখনোই নেতিবাচক কিছু শুনতে পছন্দ করে না। মানুষ চায় ইতিবাচক কথা শুনতে। এমন এক উভয় সঙ্কটেই পড়তে হয়েছিল হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের নিয়োজিত জ্যোতিষী হ্যানস আর্নস্ট ক্র্যাফটকে (Hans Ernst Krafft)। তাকে হিটলারের এবং বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অনুবাদ করতে বলা হয়েছিল।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর এই দার্শনিক, ডক্টর ও জ্যোতিষী, মাইকেল ডি নস্ত্রাদামাস তাঁদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং আমি তা নিয়ে কাজ করছি জেনে এ দেশের বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্ব আমাকে তলব করেছেন বা আমার কাছে এসেছেন, ব্যাপারটা কম বিস্ময়ের নয়।

Tractatus Logicophilosophicus লেখার পর উইটজেনস্টেইন এক চিঠিতে যেকথা লিখেছিলেন, *Les propheties* বইয়ের উপযুক্ত সারাংশ সম্ভবত সেটার একটি কথায় পাওয়া যাবে। তিনি বলেছিলেন : "আমার এ কাজের দুটো অংশ আছে : একটা হচ্ছে এটায় যা লিখেছি এবং অন্যটা যা অলেখা রয়ে গেছে। সেই অলেখা অংশটাই আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

সূচিপত্র

ভবিষ্যদ্বাণী করা কি সম্ভব ?	১৩
সময়ের তত্ত্ব	১৯
অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যোদ্ঘাটন, মোহাবস্থা এবং স্বপ্ন	২৭
নস্ত্রাদামাস : তাঁর জীবন ও ইতিহাস	৩৮
অতীত প্রমাণ	৫৮
হেঁয়ালিময় পদ্য : ১৯৪৫-১৯৮০	৭৯
ভ্যাটিক্যান সংযোগ	১০৪
উদীয়মান ইসলাম	১১৮
তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট	১২৫
ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বক্তার অপব্যবহার	১৩৭
শেষ কথা	১৪২

ভবিষ্যদ্বাণী করা কি সম্ভব ?

আমার মনে হয় বৈধ (Valid prophecy) ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব কি সম্ভব না, সে সিদ্ধান্তে পৌছার আগে আমাদের সেটার স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া উচিত। বৈধ ভবিষ্যদ্বাণী কোনটাকে বলা যাবে ? প্রচুর সংখ্যক মানুষ যেটাকে মেনে নেবে, সেটাকে ? যদি কেউ তার বাস্তবতার প্রমাণ চায়, যথার্থতার প্রমাণ চায় ? তাহলে কীভাবে এবং কাকে দিয়ে সে পরীক্ষা করা হবে ? প্রশ্নগুলো করা সহজ কিন্তু জবাব দেয়া কঠিন।

আমার ধারণা কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা অথবা কোনো নতুন মতবাদের প্রবক্তার ওপর যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস থাকলে তাদের কাছে তার ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব গৌণ হয়ে পড়তে পারে। কারণ যখন দেখা যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হচ্ছে না, তখন সাধারণ মানুষের মনে হবে তারাই বুঝি তার বাণীর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে। অতএব তখন তারা অন্য ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকবে। কোনো কোনো ধর্মের অতীত ইতিহাসে এরকম নজির অনেক আছে।

বিশ্বাস দৃঢ় হয় তখন, যখন ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণ মানুষ জানে না এমন কোনো ভাষায় লিখিত হয়ে থাকে–কর্তৃপক্ষের সাথে যাতে কোনো ধরনের ধর্মীয় বিরোধে জড়িয়ে না পড়তে হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে লেখক কারো উৎসাহ পেয়ে বা মোহগ্রস্ত অবস্থায় লেখেন (নস্ত্রাদামাসের বেলায় কথাটা সত্যি)। আমার নিজের বেলায় এরকম বিভ্রান্ত করা বা বিপথে চালিত করার ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। নতুন মতবাদের প্রবক্তারা যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সে বিভ্রান্তি তাদের নিজেদের সৃষ্ট উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তি।

রাজনৈতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের তফাত যে কেউ ধরতে পারে। শেয়ার বাজারের দর বা রেসের ফলাফল কী হবে, এরকম ছোটোখাটো ব্যাপারেও সাধারণ মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। ভবিষ্যৎ বক্তাদের কারো কারো রোগ নির্ণয় ও তার নিরাময় করার ক্ষমতা ছিল। বিশেষ করে নস্ত্রাদামাস এ ব্যাপারে যথেষ্ট নামকরা ছিলেন।

কিন্তু আমি এ দুটো বলতে গেলে সব সময় বর্জন করে চলেছি। পরিষ্কার থাকার জন্য আমি জ্যোতিষতত্ত্ব, রাশিচক্রসহ এই ধরনের বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলেছি। তবে তার মানে এই নয় যে আমি সেগুলো বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে দৈববাণী (Prophecy) শব্দটা উপযুক্ত হবে না

(Prediction) ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হবে, তা ঠিক করতে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে আমাকে।

দৈববাণী শব্দটার সাথে ধর্মের একটা সুস্পষ্ট সংযোগ আছে–যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে নবীরা ভবিষ্যতে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের তীব্র রোষের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী শব্দটা অনেক পার্থিব অথচ একেবারে ধর্ম বহির্ভূত নয়। তাই আমার এই শব্দটা বেছে নেয়ার পিছনে এটা হচ্ছে একটা আংশিক কারণ।

কিন্তু এমন কথা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে যে ভবিষ্যদ্বক্তারাই সব সময় ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন ? যদিও সেটাই হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। আমার মতে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা এবং একটা কম্পিউটার, দুটোই এক জিনিস। যা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ বা পরের দিনের আবহাওয়ার আভাস বলতে পারে। অন্যদিকে অযৌক্তিক কথা হল, ভবিষ্যদ্বাণী অথবা ওই ধরনের কিছু ভবিষ্যদ্বক্তাই করে থাকেন। তাই আমি এ বইয়ের সবখানে ভবিষ্যদ্বাণী শব্দটাই ব্যবহার করেছি।

দৈবজ্ঞরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে কাজ করেন, কথাটা সব সময় সত্যি না-ও হতে পারে। তাঁরা শান্ত, যৌক্তিক, হিসেবিও হতে পারেন। এমনকি কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী না-ও হতে পারেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান জিন ডিকসন যেমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তেমনি লেখক এইচ. জি ওয়েলসও তাঁর বিখ্যাত *'দি শেপ অব থিংস টু কাম'* বইয়ে এরকম অনেক দৈববাণী করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী জর্জ অরওয়েলের লেখা ১৯৮৪ নামের বইটিও তেমনি ধরনের অনেক দৈববাণীতে ভরা। নস্ত্রাদামাসের সেঞ্চুরিজ-এর মতো। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় খুবই ভিন্ন ধরনের এক লোকের লেখা।

নিয়েতশ (Nietzsche) বার্কহার্ড (Burckhardt) স্পেঙ্গলার (Spengler) টয়েনবি (Toynbee) এবং সোরোকিনদের (Sorokin) মতো লেখকদের বইয়ে এধরনের আপেক্ষিক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ থাকে না। বেশিরভাগ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং সমাজতন্ত্র সমর্থনকারীদের লেখাতেও থাকে না। আমার মতে তাদের বাস্তব ঘটনাসমূহের প্রতি পর্যাপ্ত শ্রদ্ধার অভাব আছে।

আমি মানি কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই করা সম্ভব। তা না হলে আমি এ বই লিখতে বসতামই না। তাই আমার আশা করছি, সন্দেহপ্রবণ পাঠকদেরকে আমি পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করে তুলতে পারব যে, ভবিষ্যদ্বাণী আসলেই করা সম্ভব এবং শত অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও তা প্রায়ই আশ্চর্যজনকভাবে ফলে যায়। বিজ্ঞান বা ইতিহাসের কোনো ঘটনার ব্যাপারে পাঠক কখনও কোনোরকম প্রমাণের আশা করে না। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ চাইতে যাওয়াটাই কেমন যেন অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে সেটা চলে না। সেক্ষেত্রে পাঠক বরং বেশি বেশি প্রমাণ আশা করে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যদ্বাণী অযৌক্তিক কিছু নয় এবং বিষয়টিকে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে নেয়া উচিত। ভবিষ্যদ্বাণীর অস্তিত্ব আছে কারণ সমাজে তার চাহিদা আছে এবং কথায় বলে "চাহিদা নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করে নেয়।"

নিতান্তই সাধারণ কোন প্রশ্নের 'হ্যাঁ' বা 'না' ধরনের জবাবের মাধ্যমে পরামর্শ চাওয়ার সাথেও এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপার জড়িত আছে। যেমন "এমন ধরনের কাউকে বিয়ে করা কি ঠিক হবে আমার ?" অথবা "অমুক মাসে অমুকখানে ভ্রমণে যাওয়া কি উচিত হবে ?" আবার কখনো কখনো এরকম প্রশ্নও করা হতো : "এই ব্যবসা কি লাভজনক হবে ?"

প্রাচীন গ্রিসের ভবিষ্যদ্বক্তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন করা হত, তার বেশিরভাগই ছিল এই ধরনের। তবে তার জবাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন, দেয়া হত বিভিন্ন উপায়ে। সেকালে প্রশ্নকর্তারা সাধারণভাবে বিশ্বাস করত ভবিষ্যদ্বক্তাদের ভালো করার ইচ্ছে থাকলে তাদের ভালো হবে। তার পরামর্শ অনুসরণ না করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে অনুসরণ করলে। আরেক অর্থে, পরামর্শ ঠিক ঠিক মেনে চললে ভালো ফল পাওয়া যেতেও পারে–কিন্তু তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর পরামর্শ না মেনে চললে ভালো ফল তো দূরের কথা, নিজেকে কঠিন বিপদের মুখে ফেলবে প্রশ্নকর্তা।

ভবিষ্যদ্বক্তারা মাঝে মাঝে দুই ধরনের কথা বা ভুল ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন, যার ফল হত মারাত্মক। এর একটা চমৎকার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ফিলিপ অব মেসিডন ছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বাবা। শত্রুর সাথে আসন্ন যুদ্ধের ফল কী হবে জানতে ডেলফিক ওরাকলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। সে সময় ওরাকল দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চারণ করেন :

"ষাঁড়টাকে যুদ্ধের জন্যে বেষ্টন করে ফেলা হয়েছে এবং সমাপ্তিটা পূর্ণ করা হয়েছে, এবং খুনিও প্রস্তুত।"

ফিলিপ অব মেসিডন সে বাণীর অর্থ বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে সে যুদ্ধে তিনিই বুঝি জয়ী হতে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘটেছিল উল্টোটা–তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কৌতূহলের ব্যাপার হচ্ছে, ভবিষ্যদ্বক্তা কারো ভবিষ্যৎ একেবারে নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেই, এমন কোনো কথা নেই। এমন হতে পারে, ভাগ্যরেখা দেখতে গিয়ে সে হয়ত কিছু একটা অনুভব করবে।

ধারা যাক, ভালো অনুভূতির মৃদু ঝাঁকুনি বা মন্দ অনুভূতির কাঁকুনি। তবে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ব্যাপারে তা এমন কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতির সৃষ্টি করে না যা সে খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে। যদিও ব্যাপারটা শত শত বছর ধরে খোলামেলা ব্যাখ্যার ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করার চীনা গুপ্ত পদ্ধতি আই চিং (I Ching) অথবা

আফ্রিকান হাড্ডি ছুড়ে মারা অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার জন্মের তারিখ ও সময়ের ওপর নির্ভর করে জ্যোতিষতত্ত্বের হিসেবে রাশিচক্র বের করার পদ্ধতি।

রাশিচক্র অনেক অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। ১৯৫০ সালের ২৪ জুন তার বিয়ে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান চলার সময় উত্তর কোরীয় সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় আগ্রাসন চালায়। এরকম এক রাশিচক্রের কারণে সে বিয়ে স্থায়ী হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। আমার বন্ধুটি ধরে নিয়েছিল তার বিয়ে বেশিদিন টিকবে না। কাজেই মাত্র দু বছরের মাথায় যখন তাদের বিয়ে ভেঙে গেল, তখন খুব একটা অবাক হতে দেখা যায়নি তাকে।

কী চমৎকার বিয়ের গিফট !

কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বক্তা আছেন যাঁরা নিজেদের দৈববাণীর মধ্যে কোনটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব এবং কোনটা অসম্ভব, তা-ও নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারেন। বলতে গেলে এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। বিরল হচ্ছেন সেই সব ভবিষ্যদ্বক্তা, যাঁরা এই পার্থক্য সব সময় দৃঢ় আস্থার সাথে উপলব্ধি করতে পারেন। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন সর্বজনবিদিত আমেরিকান মহিলা জ্যোতিষী, মিসেস জিন ডিকসন।

তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচনা করব আমি। এই বিস্ময়কর মহিলা দৈবজ্ঞের বাণী অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি ছিল অপ্রতিরোধ্য, অন্যদিকে তাঁর ভাই সিনেটর রবার্ট কেনেডির মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল।

নস্ত্রাদামাসের একটা ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে পরে আলোচনা করব, যেটা পড়ে আমি বুঝেছিলাম ওটা করা হয়েছিল কেনেডি পরিবারের তিন ভাইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। দুই নম্বর ভাইটি ছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। কোনো মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল আর কোনটা অসম্ভব ছিল, নস্ত্রাদামাসের বাণীর এই সত্যতা নির্ণয়ের চেয়ে ঘটনাগুলো ঘটার সময় ঘটনাস্থলে কারো হাজির থাকা জরুরি ছিল। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, শুধু এমন ঘটনা নিয়েই যদি ভবিষ্যদ্বাণী করতেন নস্ত্রাদামাস, তাহলে যারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিল, তারাই তাঁর সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দিত। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, জিন ডিকসনের সুনাম কোন পর্যায়ে যেত যদি সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তিনি রবার্ট কেনেডির কান পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পৌঁছাতে পারতেন এবং কেনেডি ব্যাপারটাকে আমল দিতেন ! আমার বিশ্বাস মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকেও সতর্ক করতে চেয়েছিলেন জিন ডিকসন। কিন্তু আমার মতে লুথার কিং ছিলেন সেই ধরনের পুরুষ, যিনি স্বআরোপিত ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চাননি এবং অনেক আগেই নিজের গন্তব্য নিজে বেছে নিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে সময় আসবে যখন দৈবজ্ঞরা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মতো আসন্ন বিপদ-আপদ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে নিজেদের

দায়িত্ব পালন করবেন, এবং আশা করবেন মানুষ তা ঠেকাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মানুষের উপহাসের খোরাক হওয়ার ভয়ে তাঁদের প্রায় সবাই ভীত।

আমার ভাবতে ইচ্ছে হয়, অথবা আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, জর্জ অরওয়েলের ১৯৮৪ বইটি ইংল্যান্ডের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে, তার ভয়ঙ্কর সতর্কবাণীর চাইতেও ইংল্যান্ডে কী হবে, তার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী।

স্যার জন হ্যাকেটের '*দি থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার*' বইটিকেও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বই হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। অবশ্য প্রত্যেকেই চাইবে সে ভবিষ্যদ্বাণী যাতে মিথ্যে প্রমাণ হয়। আশা করছি নস্ত্রাদামাস ও জিন ডিকসনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ব্যাপারটাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হোক। আমার মনে হয় এই শতাব্দীর দিগন্তে অনেক বিপদ-আপদের কথা লেখা আছে, যদিও সেসবের সাথে ২০০০ শতাব্দীর কোনো সংযোগ নেই।

ব্যাপারটা আমাদেরকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী "সফল" হয় কিন্তু তার মধ্যেকার অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি ঘটে না এবং একই সাথে ভবিষ্যদ্বক্তাও যথার্থ প্রমাণ হন। আকস্মিক বিপর্যয়ের পিছনে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নিবেদিত কারো কায়েমি স্বার্থ থাকে।

প্রাকৃতিকই হোক অথবা মানুষের সৃষ্টই হোক, ভবিষ্যদ্বাণী করা বিপর্যয়ের ব্যাপারে ঘটনা ও তার ফলাফল নিরূপণ করে রাখা ভালো। তাহলে পরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তার পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু কিছু বাস্তব সমস্যাও আছে। যারা স্বপ্ন বা অন্তর্দৃষ্টিবলে অথবা মন বলেছে বলে আগেভাগে ঘটনা ঘটার নির্দিষ্ট জায়গা ও সময় সম্পর্কে জেনে বসে আছে, তাদেরকে নিয়ে। খারাপ কিছু ঘটার আগেভাগেই সে সম্পর্কে জেনে যাওয়ার এই যে পদ্ধতি, একে হয়ত কোনোভাবে আরো কার্যকর নেটওয়ার্কে পরিণত করা যায়। সময় থাকতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরেও আনা যায়।

জে. ডব্লিউ ডিউনসহ কোনো কোনো বিখ্যাত তাত্ত্বিক মনে করেন, এই ধরনের অগ্রজ্ঞানীদের নিয়ে একটি অনুষদ গঠন করলে অকাজের হবে না বরং তা খুবই স্বাভাবিক হবে। তবে ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষেত্রে সে অনুষদ যত সফলই হোক না কেন, আমার বিশ্বাস বড়ো ধরনের কোনো কাজ তার দ্বারা হবে না। সত্যি কথা বলতে, আসন্ন শতাব্দীসমূহের ব্যাপারে ব্যাপক আকারের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা বর্তমান পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই আছে। দূরদৃষ্টির বেলায় নস্ত্রাদামাস এক কথায় অনন্যসাধারণ ছিলেন। যে কারণে তাঁর উপাধি ছিল ভবিষ্যদ্বক্তাদের সম্রাট (The King Among Prophets)।

কোনো মানুষের মধ্যেকার অগ্রজ্ঞানের এই দান অনেক বছর থাকতে পারে, আবার খুব দ্রুত বিলীন হয়ে যেতেও পারে। সেটা এমন নয় যে অতীতে

অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করার ভালো রেকর্ড আছে বলে কেউ ভবিষ্যতেও বছরের পর বছর সাফল্যের সাথে তা চালিয়ে যেতে পারবে। এই অধ্যায়েই আমি দেখিয়েছি যে, এ ক্ষেত্রের সাফল্য ও বৈধতা প্রমাণ করা কঠিন।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বইয়ের মাধ্যমে খুঁটিনাটি রেখে উদাহরণমূলক দৃষ্টান্ত হাজির করা। আমি দেখাতে চাই, অতীতে অনেক সফল ভবিষ্যদ্বক্তা বা দৈবজ্ঞ পৃথিবীতে ছিলেন এবং এখনো আছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত ইতিহাস লিখতে না বসে আমি তাঁদের কাজ তুলে ধরার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে চাই যে বৈধ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

প্রথম অধ্যায়

সময়ের তত্ত্ব

আশা করছি এই বইয়ে আমি দেখাতে পারব যে ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে নস্ত্রাদামাসের যে রেকর্ড, তা যথেষ্ট ভালো। যে কারণে তাঁকে গুরুত্বের সাথে নেয়া যেতে পারে। যারা এসব ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন, তাদেরও উচিত গুরুত্বের সাথে নেয়া। অবশ্য একথাও সত্যি যে নস্ত্রাদামাসের প্রতিটা কাজই একেবারে নির্ভুল, এমন কথা বলা যাবে না।

অতীতে যারা এই স্বনামখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তার পদ্য অনুবাদ করেছেন, তাদের সাথে আমার অনুবাদে কিছু না কিছু অমিল পাওয়া যাবে। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে সেসব যতবার অনুবাদ হবে, ততবার আরো পরিবর্তন আসবে। বিশেষ করে যখন সময়ের সাথে সাথে সেসবের অন্তর্নিহিত অর্থ আপনাআপনি পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে।

ভবিষ্যদ্বাণী ও জাদুর ব্যাপারটাকে বেশিরভাগ মানুষ আজও পর্যন্ত শ্রদ্ধার নজরে দেখতে শেখেনি। কেন তারা মাত্র ৪০০ বছর আগে উচ্চারিত একটা ভবিষ্যদ্বাণীর বৈধতার প্রমাণ চায় যেখানে তারও বহু আগে প্রচারিত কোনো ধর্মের সত্য-মিথ্যের প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামায় না ! কেন তারা ইহজাগতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা চায়, বিশেষ করে মার্কসবাদের ! আমার মনে হয় মানুষের এইসব অসম নীতির কারণে ভবিষ্যদ্বক্তাদেরকে ভুগতে হয়।

আমি এই বইয়ে সময় বা কালের কিছু তত্ত্ব ; যেমন ধর্মীয় ও দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যবিষয়ক তত্ত্ব নিয়ে তদন্ত করব যা সফল ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বক্তার অস্তিত্ব, বিশেষ করে নস্ত্রাদামাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে সাহায্য করবে। এমনিতে তা নিয়ে সহজেই শত শত পৃষ্ঠা ভরে ফেলা যায়, কিন্তু আমি সে তদন্ত পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই। বিশেষ করে গ্রেকো-রোমান অথবা খ্রিষ্টান ধর্মের উৎপত্তির পর থেকে।

আমি পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, যেমন ইসলাম, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষ, চীন, জাপান বা আফ্রিকা ও আমেরিকার আর সমস্ত প্রাক-ঔপনিবেশিক ধর্মকে এর বাইরে রাখতে চাই। কারণ বিশ্বের ওই অংশের বেশিরভাগ জায়গার

আবর্তনশীল (Cyclical) অথবা উল্টে দেয়া সম্ভব (Reversible) ধরনের সময় হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ। সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। এটা সে অঞ্চলের মানুষদের জীবনের একটা অংশ, বরং নস্ত্রাদামাসের ষষ্টদশ শতাব্দীর নব্য-ক্যাথলিকবাদই সেখানে অনাহূত।

আমরা ইংরেজিসহ আর সব ইয়োরোপীয় ভাষায় বেশি অভ্যস্ত, তাই 'লম্বা সময়' বা 'অল্প সময়' ('এ লং টাইম' বা 'এ শর্ট টাইম') বলে কাজ সারার বেলায় ভেবে দেখি না যে ব্যাপারটা বেখাপ্পা হয়ে যায়। ব্যবধান বোঝাতে ওভাবে না বলে আমাদের উচিত বিশেষণ প্রয়োগ করা। এমনটা কি সম্ভব যে, মানবজাতি অবচেতন মনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চতুর্মাত্রিক (ফোর ডাইমেনশনাল) সময়ের ধারণা পোষণ করে আসছে ? বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের এই তালগোল পাকিয়ে ফেলা তার একটা কারণ হতেও পারে।

আইনস্টাইন কি অবচেতন থেকে উঠে এসেই এমন কোনো গাণিতিক সূত্র হাজির করেছিলেন যা শত শত বছর আগে থেকে মানবজাতির জানা ছিল ? আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে কেউ পি. জি ওডহাউসের মতো বলতেও পারে, "মন অবাক হচ্ছে"।

বেশিরভাগ মানুষ সময় দেখতে পাওয়া যায় বলে সংখ্যা লেখা ডায়াল ও সময় নির্দেশক সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টার কাঁটাওয়ালা হাতঘড়ি ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক তরুণ প্রজন্মের প্রায় সবার পছন্দ ডিজিটাল হাতঘড়ি বা দেয়ালঘড়ি–যেসব চলে খুব ছোটো ছোটো বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সাহায্যে। সময়ের এগিয়ে চলাকে সেগুলোয় দেখানো হয় গোল ডায়ালের ওপর কাঁটার লাফিয়ে লাফিয়ে জায়গা পরিবর্তনের মাধ্যমে।

আমার মনে হয় কাঁটার এই আকস্মিক জায়গা পরিবর্তন দেখে এ ধরনের ঘড়ি ব্যবহারকারীদের অবচেতন মনে ধারণা জন্মায়, সময় আবর্তনশীল (Clyclical) কিছু। সেকেন্ড, মিনিট ও ঘন্টা বারেবারে আবর্তিত হয়। আর যারা ডিজিটাল (সংখ্যাদ্বারা সময় নির্দেশক) ঘড়ি ব্যবহার করে, তাদের অবচেতন মনে ধারণা সময় বুঝি এমন কিছু, যা রেখাচিহ্নের (Linear) সাহায্যে নির্দিষ্ট করা যায়। আমাদের প্রজন্মসমূহের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তা এই ব্যাপারটার মধ্যে দিয়েই জোরালোভাবে ফুটে ওঠে। হয়ত এ ব্যবধান আর দূর হওয়ার নয়।

এই দুই ধরনের সময়ের মধ্যে যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, গত আড়াই হাজার বছর ধরে তা আছে। তার সাথে আছে দুই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে লাগাতার মতপার্থক্য আর বিতর্ক। আজও পর্যন্ত কিছু কিছু কসমোলজিস্টের বিশ্বাস যে ১০,০০০ বা ১৫,০০০ মিলিয়ন বছর আগে ভয়াবহ এক শব্দের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে মহাবিশ্ব তার কাজ শুরু করেছিল। অন্যদিকে বিপরীত মতাদর্শের লোকেদের ধারণা পৃথিবীর অস্তিত্ব চিরকালই ছিল এবং সৃষ্টি সর্বদা চলছে।

কয়েক বছর আগে *টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট*-এ *দি ফার্স্ট থ্রি মিনিটস্* নামে বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে মহাবিশ্বের কার্যক্রম শুরু হওয়ার বর্ণনা সম্পর্কিত একটা

পর্যালোচনা চোখে পড়ে আমার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছিল সেটা। পর্যালোচনাকারী সেখানে লেখকের উল্লেখ করা কিছু কিছু সাধারণ গাণিতিক প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন। সেখানে সময় সম্পর্কিত গুপ্ত তথ্য পূর্ব গোলার্ধের ধর্মগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাসযোগ্য দাবি প্রতিষ্ঠা করার শ্বাসরুদ্ধকর কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা ছিল।

তবে বিজ্ঞানীরা সে দাবিকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ সেটাকে উপস্থাপন করা হয়েছিল সকল ধরনের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যার সাথে। যেটার সাথে কাঠামো ও ইতিহাসের প্রশ্ন জড়িত, আমরা সেই মহাজগতকে ছেড়ে রাখি দার্শনিকদের হাতে। বর্তমানে তার দায়িত্ব ছেড়ে রেখেছি জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর গণিতজ্ঞদের হাতে।

স্যার বার্নার্ড লভেল (Sir Bernard Lovell) বছর দশেক আগে সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর একটা বই প্রকাশ করেছিলেন। তাতে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, মানুষ মহাজগত সম্পর্কে যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্য ইদানীং আবিষ্কার করতে শুরু করেছে, তাতে সমস্যা মোটেও কমেনি, বরং ক্রমে আরো বাড়ছে।

এসব দেখেশুনে আমার মত সাধারণ মানুষের মনে হয়, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য বিষয়ক গবেষণায় মানুষ যে কত অজ্ঞ, তা প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা যা জানি, তার সাথে নতুন কোনো জ্ঞান যোগ করতে পারছে না তারা। গবেষকরা শুধু কি নিজেদের এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্য লেখে ?

খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীরা সম্ভবত তাদের হিব্রু ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অপছন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য অফুরন্ত পুনরাবৃত্তি-প্রবণ ধারণা পেয়ে থাকেন। এইসব ধারণার প্রমাণ পূর্ব গোলার্ধের দর্শনশাস্ত্রেও ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার মায়ান ধর্ম ও অ্যাজটেক ধর্মেও এ প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। গ্রিকরা ; বিশেষ করে দার্শনিক অ্যারিস্টোটল সময়ের ব্যাপারে যতটা না বাস্তববাদী ছিলেন, সেইন্ট অগাস্টিন তারচেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী ছিলেন।

এ ব্যাপারে তিনি তাঁর *কনফেশনে* বর্ণনা করেছেন : *সম্ভবত কথাটা এভাবে বললেই ঠিক হবে, সময় তিন ধরনের হয়ে থাকে : যেমন অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়সমূহের বর্তমান সময়, বর্তমানে ঘটমান বিষয়সমূহের বর্তমান সময় এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়সমূহের বর্তমান সময়। এই তিনটি আমার মনের মধ্যে একসাথে বাস করে, কেননা তা না হলে আমি সেগুলোকে দেখতে পাই না।*

অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়সমূহের বর্তমান সময় হচ্ছে স্মৃতি ; বর্তমানে ঘটমান বিষয়সমূহের বর্তমান সময় হচ্ছে সরাসরি অভিজ্ঞতা ; এবং ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়সমূহের বর্তমান সময় হচ্ছে আশা।

কনফেশন,
11.20

এই তিন সময় দুর্ভাগ্যবশত কোনোরকম আগাম জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বাণী প্রচারের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে না, কেননা ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়সমূহের বর্তমান সময় হচ্ছে শুধুই আশা। সেইন্ট অগাস্টিনের (St. Augustine) মতে অনন্তকাল সম্পর্কে মানুষের সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই।

তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আরো দাবি করেন যে, সময় হচ্ছে টানা রেখার মতো এবং গোটা মহাবিশ্বের ইতিহাস একটাই–অপরিবর্তনীয়, যা বারেবারে ঘটে না। ঈশ্বর পৃথিবীর স্রষ্টা, যিশু খিষ্টের জন্ম হচ্ছে পৃথিবীর জন্ম ও সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তাঁর মতে পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের একমাত্র গ্রহ যেখানে 'চিন্তাশীল' মানুষের অস্তিত্ব আছে। কান্টের (Kant) আগমন পর্যন্ত সময় সম্পর্কিত সেইন্ট অগাস্টিনের এই ধারণার প্রতি দ্বিমত জানাবার মতো কেউ ছিল না।

কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কান্টের জন্য সাধারণভাবে প্রচলিত সে ধারণা পাল্টে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর সেরা এবং সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ হচ্ছে লুথার ও কালভিন ছিলেন নস্ত্রাদামাসের মোটামুটি সমকালীন। পৃথিবী নিয়মিত নিজের কক্ষপথে ঘোরে এবং বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই দাবি করে পোলিশ জ্যোতির্বেত্তা নিকোলাস কোপের্নিকাস ক্যাথলিক চার্চের ভীষণ কোপানলে পড়েছিলেন (সেজন্য তাঁকে কঠিন যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়)।

কান্টের এই ধারণার জন্য প্রটেস্টান্ট মতবাদের জনক, মার্টিন লুথার ও কালভিন তাঁর ওপর ক্যাথলিক গির্জার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। খ্রিষ্টান ধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র মতবিরোধ ও বৈরিতার। পরে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে পরিচিত আইজ্যাক নিউটন সময় ও মহাশূন্যের ওপর তাঁর সন্দেহাতীত বিশ্বাস প্রকাশ করার পর তা প্রশমিত হয়। আধুনিক কালের দিকে অগ্রগতির পথে আরো দুই মহান ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে, তাঁরা হলেন বিজ্ঞানী বার্গসেন এবং আইনস্টাইন।

প্রথমজন সি. জি জুং-এর মতো সময়কে যুক্ত করেন অন্তর্জ্ঞানের সাথে এবং মহাশূন্যকে মেধার সাথে। আর আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে মহাশূন্যকে চতুর্থ মাত্রার বিকল্প (ফোর্থ ডাইমেনশন) এবং সময় ও স্বাভাবিক ঘটনাসমূহকে পদার্থের কণিকা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই দুই বিষয় সমকালীন হতে পারে, তবে তা নির্ভর করে পরিদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

আইনস্টাইনের চতুর্থ মাত্রার ধারণা কমপক্ষে আরো একশো বছর আগেকার হলেও তা ১৯২০ সালে লেখকদের, বিশেষ করে জর্জ অরওয়েলের লেখা ১৯৮৪ নামের উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়। বার্গসেন যতটা না দার্শনিক ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন অলীক কাহিনীতে বিশ্বাসী। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হল, ভবিষ্যতের ঘটনা বলে কিছু নেই।

তাঁর সামাজিক পরিবেশ ও স্বাধীনতার যথার্থতার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। হয়ত অবৈজ্ঞানিক ছিলেন তিনি, কিন্তু অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেসব সময় অবৈধ হবে, এমন কোনো কথা নেই।

জে. ডব্লিউ ডিউন ছিলেন সম্পূর্ণ আরেক ধরনের সমস্যা। তাঁর সব তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক নাকি আর কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, তা বুঝে ওঠা আমার জন্য মুশকিল ছিল। যদিও ডিউন সেগুলোকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক এবং প্রমাণিত বলে দাবি করেছেন। অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করার সময় আমি তাঁর লেখা *An Experiment With Time* নামের একটা বই কিনেছিলাম। ডিউনের সাথে সেই আমার প্রথম যোগাযোগ।

বইটা আজও পর্যন্ত আমার সংগ্রহে আছে। জীর্ণ হয়ে গেছে বহু ব্যবহারে। মলাট ছিঁড়ে গেছ। লাল ও নীল কালি দিয়ে সারা বই আন্ডারলাইন করা। এক সময় আমার মনে হত, সময় সম্পর্কে আপাতদৃষ্টে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর তত্ত্ব বুঝি বৈধ ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাবনা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যার কাজে সহায়ক হবে।

কিন্তু বর্তমানে আমি আর ততটা নিশ্চিত নই। এটা সম্ভবত একই বিষয়ের ওপর আরো কিছু কিছু বই পড়া এবং জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেসব ডিউনের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার ফল। ডিউনের ধারণাকে এখন আমার মনে হয় "সময় সম্পর্কে সাহিত্য বিষয়ক ও রাজনৈতিক নিরীক্ষণ" এবং "সময় বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব"-এর মাঝখানের কিছু একটা হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে, জে. ডব্লিউ ডিউনের নিরীক্ষা আজও যথেষ্ট জনপ্রিয় বলে বিবেচিত হয়।

ডিউনের কোনো দাবি প্রমাণিত হয়েছে, এমনটা আমার চোখে পড়েনি। সেসবের বেশিরভাগই ছিল সীমিত পর্যায়ের অগ্রজ্ঞান এবং স্বপ্নভিত্তিক। সেগুলোর সাথেই অতীত ও ভবিষ্যতের মোটামুটি মিল আছে বলে তিনি দাবি করতেন। আমার বিচারে না তাঁর তত্ত্ব, না ভবিষ্যদ্বাণী, কোনোটারই বিশেষ মূল্য নেই যার সাহায্যে সেসব ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব।

অথচ তারপরও ডিউনের মতামত যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং অনেকে সেগুলোকে বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাসও করে থাকে। আমার মতে আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসরণ করলে অনেক দরকারি ও কৌতূহলোদ্দীপক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। প্রস্তাবিত কোনো তত্ত্ব প্রায়োগিক পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করা গেলে বৈজ্ঞানিক সমঝোতার অগ্রগতি হয়। যদি কোনো তত্ত্ব প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন তার প্রস্তাবক আরো বেশি বেশি পূর্বাভাস করতে পারে যেসব পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। কিন্তু যদি তথ্য-উপাত্তের ঘাটতির কারণে সে তত্ত্ব অকেজো প্রমাণ হয়, তখন সেটাকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসার বলে অগ্রাহ্য করা হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেখানে চিন্তা, কর্ম, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকেও নিজেদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রকাশ করার বেলায় নিজেদেরকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মনে করেন এবং সেসব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারেন, আমার

মনে হয় সেখানে এ পদ্ধতিকে কোনোমতেই গঠনমূলক বলা যায় না। দর্শন শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি বইয়ের পর্যালোচনা দেখলে মনে হবে, সেগুলো লেখাই হয়েছে বুঝি সবকিছু চুরমার করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অথচ মার্কসবাদ বা খিষ্টান ধর্ম নিয়ে লেখা প্রতিটি বইয়ের পর্যালোচনার বেলায় চিত্রটা ভিন্ন। সেগুলো লেখা হয়েছে যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আর দর্শনের মধ্যেকার এই ব্যাপক অনিশ্চয়তার মুখেও কিছু কিছু কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে অনমনীয়, আপসহীন ভাব ছেড়ে উদারমনা হতে পেরেছেন। তার মধ্যে প্রফেসর রিস (Rees) একজন। তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, "আমাদের বেশি নিয়ন্ত্রণপ্রবণ হওয়া ঠিক নয় যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

এ থেকে আমার মনে হয়েছে, আমরা যাকে পর্যবেক্ষণের যোগ্য বলে মনে করি এবং তার ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণের ফল যা হবে বলে আশা করি, তা আরো খোলামনে গ্রহণ করা উচিত। ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ব্যাপারটা অবশ্যই জরুরি। সৃষ্টিতত্ত্ববিদ ও গাণিতিকদের সুবিধের জন্য সময়কে যদি পরিবর্তনশীল বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে মনে হয় আমার মতো সাধারণ মানুষও এ ক্ষেত্রে আরো বেশি কাজ দেখাতে পারবে।

সময় আরো দ্রুততর হয় না কেন? কারণ সময় নিঃসন্দেহে অপরিবর্তনীয় এবং স্থির। এক সেকেন্ড এক সেকেন্ডই হয়ে থাকে। কিন্তু আধাত্মবাদীয় (Subjective) সময়ের বেলায় কথাটা যে সত্যি নয়, তার অনেক প্রমাণ আছে। সময়ের বেগ যে কখনো কখনো আকস্মিকভাবে হ্রাস পায়, তার স্বাভাবিক গতি যে কমে আসে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই হয়েছে। লং ড্রাইভে যাওয়ার সময় আমার এরকম অভিজ্ঞতা কয়েকবারই হয়েছে।

কারের স্পিডোমিটারে যে গতি দেখানো হচ্ছে তা ঠিকই আছে, কিন্তু তারপরও মনে হয়েছে হঠাৎ করে কোনো অজ্ঞাত কারণে সময়ের গতি বুঝি কমে গেছে। সবকিছু আগের তুলনায় অর্ধেক গতিতে নেমে এসেছে। অনেক সময় এরকম হয়েছে, রাত জেগে কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে সময় ধীর হয়ে গেছে, অন্যদিকে কাজের গতি হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এবং ভুলের পরিমাণ কমে গেছে।

মেনে নিতে যত কষ্টই হোক, এখানে আপেক্ষিকতাবাদের একটা সূত্র আমাদের স্মরণ করা উচিত : এক যমজ জুটির একজন যদি পৃথিবী থেকে দ্রুতগতিতে উড়ে চলে যায় এবং কয়েক বছর পর মাটিতে ফিরে আসে, তখন তার এবং অপরটির বয়স এক থাকবে না। এখানে শুধু সময়ের গতির পরিবর্তন নয়, অধিক্রমণ করা (Overlapping) সময়ের বিষয়টাও আছে।

এরমধ্যে জুটির একজনের জন্য জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত ভবিষ্যতের বিশেষ একটা মধ্যবর্তী সময় রয়েছে, যার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই অপরজনের অর্জন করা হয়ে গেছে।

Sajed

এ হচ্ছে অনেকটা টি. এস ইলিয়ট রচিত দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়নের "লুপ অব টাইম"(সময়ের ফাঁস)-এর মতো। কেউ হয়ত উপমা দিয়ে বলতে পারে, দুই যমজের একজনেরই শুধু সময়ের ফাঁস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে, অন্যজনের হয়নি। এ ধরনের লুপ সম্ভবত বৈধ ভবিষ্যদ্বাণীর একাধিক পূর্বশর্তের মধ্যে একটি, যা অন্যান্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয় না।

আরেকটা পূর্বশর্ত সম্ভবত এক ধরনের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার ট্রান্সমিটার ও রিসিভার কী হতে পারে, তা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। মানুষে মানুষে এই ব্যবস্থা বহু প্রমাণিত এবং তা অনুমোদন করা যেতে পারে। আমি কয়েক বছর আগে টেলিভিশনে দ্য স্টোন টেপস্ নামের এক নাটক দেখেছিলাম, যাতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এক পরিচারক মারা যাওয়ায় তাকে ভূতের রূপ দেয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁদের তত্ত্ব ছিল, তার মারা যাওয়ার ঘটনা বাড়ির পাথরের দেয়ালে কোনো না কোনোভাবে রেকর্ড হয়ে আছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হলে অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে তা রি-প্লে করা যেতে পারে।

সূত্র থেকে রিসিভার পর্যন্ত এধরনের কোনো ব্যবস্থা এবং সময়ের লুপই হয়ত বৈধ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা দিতে পারবে। সে সূত্রকে দৈহিক বা দৈবভাবে উপস্থিত করা হোক, অথবা লেজারের মাধ্যমেই করা হোক।

আমার মনে হয় নস্ত্রাদামাসের বৈধ ভবিষ্যদ্বাণীর মতো আর সব ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভবনা ব্যাখ্যা করার জন্য সময়ের এক ধরনের আবর্তনশীল তত্ত্ব থাকার প্রয়োজন আছে। সফল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই ; আমি যেগুলোকে সফল গণ্য করি, সময়ের আবর্তনশীল তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে। অবশ্য সেটা এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় নয় এবং আমি নিঃসন্দেহে সে যোগ্যতাও রাখি না। কিন্তু সময়ের এমন কোনো বৈধ তত্ত্ব থাকতে পারে না যা প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক ধারণার চেয়ে এ ব্যাপারটাকে আমার অবৈজ্ঞানিক মনে হয়।

বেনসন হার্বার্ট নামের একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, অগ্রজ্ঞান (Precognition) ও (Prophecy) ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে ব্যাখ্যা আবিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানুষ যখন পূর্ণ সজাগ থাকে, তখন তার আধ্যাত্মবাদীয় সময়ে "বর্তমান" খুব অল্পক্ষণের জন্য স্থায়ী থাকে। দীর্ঘ সময় জাগ্রত থাকে সে ঘুমে থাকা অবস্থায়।

মোহগ্রস্ত অবস্থায় এই "বর্তমান" অবস্থা বছরের পর বছর ধরেও বজায় থাকতে পারে। অন্যদিকে অগ্রজ্ঞানের সৃষ্টি হয় বাস্তব দুনিয়ার প্রতি কম মনোনিবেশের কারণে। ডিউনের ধারণা অনুসরণ করতে গেলে মনে হতে পারে, এই "বর্তমান" বুঝি ভবিষ্যতের মতো অতীতেও সমানভাবে বিস্তৃত হতে পারে এবং অতীত আর ভাবষ্যতের স্বপ্নকেও জোড়া লাগাতে পারে।

সময় সম্পর্কে নির্ভুল কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চূড়ান্ত জবাব ; যা এই দুটি বিষয়কে খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে, বর্তমানে নেই। ভবিষ্যতে হবে কি

না, তারও কোনো ঠিক নেই। কিছু তত্ত্ব আছে যেগুলোর একটার চেয়ে অন্যটাকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। সেইন্ট অগাস্টিন সময়ের ব্যাপারে শেষ যে কথাগুলো বলেছেন সেদিকে নজর দেয়া যাক।

তিনি বলেছেন : "সময় তাহলে কী? কেউ যদি জিজ্ঞেস না করে, তাহলে আমি জানি। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বসে এবং আমাকে তার ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাহলে আমি জানি না।"

অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যোদ্ঘাটন, মোহাবস্থা এবং স্বপ্ন

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়–অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যোদ্ঘাটন, মোহাবস্থা এবং স্বপ্ন, সবগুলোই কমবেশি অনুপ্রাণিত ভবিষ্যদ্বাণী উৎপন্ন করে। যুক্তি এবং সতর্ক বিচার থেকে জন্ম নেয় সেসব। এই চারটি বিষয়কে যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র, পদ্ধতি, প্রণালি এবং যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ?

বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হলে তা উপযুক্ত হবে না, আবার পুরোপুরি অনুপযুক্তও হবে না। তাছাড়া সাধারণভাবে বিশিষ্ট হলেও সহজে চিহ্নিত করার মতো কোনো বিষয় নয় সেগুলো।

আমার মতে এ ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি (Vision) হচ্ছে জেগে জেগে বাস্তবে অথবা কল্পনায় কিছু দেখা। হয় সত্যি সত্যি, নয়ত দৃষ্টিভ্রমে–যা কয়েক মুহূর্তও স্থায়ী হতে পারে আবার থেকে থেকে কয়েক ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ এমনকি তারচেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই দেখা যে চামড়ার চোখের হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

কণ্ঠস্বর বা অন্য কোনো শব্দ শোনার মাধ্যমেও তা হতে পারে। এ কারণে অন্তর্দৃষ্টি সাধারণত দেখা যায়, এবং শোনাও (অডিও ভিজুয়্যাল) যায়। অবশ্য দুটোই যে হতে হবে, তা-ও আবার ঠিক নয়। যে কোনো একটার সাহায্যেও তা হতে পারে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি (Vision) ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেলাম না, যদিও শব্দটা প্রধানত "দেখা" বোঝায়। অন্তর্দৃষ্টিতে স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধও মাঝে মধ্যে সম্পূরক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমার ধারণা নস্ত্রাদামাস নিশ্চয়ই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এক বা একাধিক কণ্ঠস্বর "শুনতে" পেতেন এবং সম্ভবত তামার তেপায়ার ওপরে বসানো গামলার পানিতে ফুটে ওঠা শব্দ "পড়তে" পারতেন।

রহস্যোদ্ঘাটন (Revelation) সরাসরি বা কোনো মাধ্যমের সাহায্যে গ্রহণকারীর কাছে দৈব সূত্র থেকে ; হয়ত সৃষ্টিকর্তা অথবা দেব-দেবী, না হয় কোনো মৃত দরবেশ কি নবীর তরফ থেকে পাঠানো বার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য সে বার্তা যে অন্যরা মেনে চলবে, তা নয়। ক্যাথলিক গির্জা সেগুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই করে থাকে।

এরপর আসে মোহাবস্থা (Trance)। কিছু কিছু পার্থক্য যেমন অজ্ঞান অবস্থা, অত্যধিক চাপ বা হৃদরোগে আক্রমণের সময় ছাড়া ব্যাপারটার সাথে ঘুম এবং গভীরভাবে সম্মোহিত অবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এই অবস্থা সাধারণত আপনা থেকে প্ররোচিত হয়। যদিও মোহাবস্থা থেকে স্বাভাবিক জেগে ওঠা অবস্থায় আসতে মানুষের অন্যের সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। ওই অবস্থায় কী ঘটে, পরে তা কখনো মনে পড়ে, কখনো পড়ে না।

যেগুলো পড়ে, সেগুলোকে বলা হয় উচ্ছ্বাসগত মোহাবস্থা (Ecstatic trance)। আর যেগুলো পড়ে না, সেগুলোকে বলা হয় মধ্যম (Mediumistic trance) মোহাবস্থা। মোহাবস্থার মানুষ সাধারণত কথা বলে বা আর কোনভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করে। সে সময় তার ব্যথাবোধ কমে যায়। কখনো কখনো থেমেও যায়। এডগার কেসি (Edgar Cayce) তার সবচেয়ে আধুনিক প্রমাণ।

স্বপ্নের (Dreams) বিশেষ কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ব্যাপারটার সাথে অন্তর্দৃষ্টির (Vision) যথেষ্ট মিল আছে। প্রথমটা মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে, দ্বিতীয়টা মোহাবিষ্ট অবস্থায়। বিশ্বখ্যাত একজন অন্তর্দ্রষ্টার উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে–তিনি হলেন জোয়ান অব আর্ক (১৪১১-১৪৩১)। তিনি হয়ত একটা ভবিষ্যদ্বাণী জানতেন, লোরেইনের এক সশস্ত্র কুমারী একদিন ফ্রান্স পুনরুদ্ধার করবে। কুমারীটি তিনিই ছিলেন।

১৪২২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম হেনরি ও ফরাসি প্রিন্সেস ক্যাথেরিনের ছেলে, শিশু রাজা ষষ্ঠ হেনরিকে সেইন্ট ডেনিসে ফ্রান্সের রাজা ঘোষণা করা হয়। সে সময় ফ্রান্সের কোনো কোনো অংশের স্বীকৃত রাজা ছিলেন চার্লস দ্য ডফিন (Dauphin)।

১৪২২ সালে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেইন্ট মাইকেল, সেইন্ট ক্যাথেরিন ও সেইন্ট মার্গারেটের গলায় উচ্চারিত আবেদন শুনে জোয়ানের মনে ইংরেজদের হাত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

১৪২৯ সালে তিনি ডফিনের দরবারে গিয়ে অভিযান চালানোর অনুমতি কামনা করেন। ডফিন অনুমতি দিতে সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজদের হাত থেকে অরলিয়েন্স মুক্ত করার অভিযানে যাত্রা করেন জোয়ান অব আর্ক। সেখানে সফল হন তিনি। এরপর আরো কয়েকটা ক্ষেত্রে সফল হন। ১৪২৯ সালের জুলাই মাসে ডফিনকে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লস হিসেবে মুকুট পরানোর সময় জোয়ান তাঁকে সঙ্গ দেন। ১৪৩০ সালের মে মাসে তিনি বার্গানডিয়ানদের হাতে ধরা পড়েন।

অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা থাকায় তদন্তকারীদের বিরোধিতা এবং প্যারিস ইউনিভার্সিটির প্রচণ্ড বৈরিতার কারণে জোয়ান অব আর্ককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এক বছর পর ১৪৩১ জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল, ১৪৫৬ সালে পোপ তা প্রত্যাহার করে নিলে সেইন্ট হিসেবে মেনে নেয়া হয় জোয়ান অব আর্ককে। সন্দেহ নেই, তাঁর দুর্ভাগ্য দেখে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন নস্ত্রাদামাস।

এ ক্ষেত্রে সেইন্ট টেরেসা অব আভিলা (১৫১৫-১৫৮২) অনেক ভাগ্যবতী ছিলেন। কার্মেলাইট নান হিসেবে বিশ বছর কাটানোর পর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অনেক কিছু দেখতে শুরু করেন তিনি। সেসবের কিছু ছিল যিশুকে নিয়ে, কিছু নরক ও তার ভয়ঙ্করত্ব নিয়ে। জীবনে ত্রিশটার মতো সন্ন্যাসিনীদের আবাস ও সন্ন্যাসীদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন সেইন্ট টেরেসা অব আভিলা। তাঁর ভাগ্য ভাল যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির বিষয়াদির মধ্যে ইহজাগতিক কিছু ছিল না।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ সেইন্ট টেরেসা অব আভিলাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সম্মান করতেন। মারা যাওয়ার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেইন্ট হিসেবে স্বীকৃত হন তিনি।

আমেরিকান ভবিষ্যদ্বক্তা মিসেস জিন ডিকসন অন্তর্দৃষ্টি ও রহস্যোদ্ঘাটন, এই দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। পরেরটা অবশ্যম্ভাবী, প্রথমটা নয়। নিজের *মাই লাইফ অ্যান্ড প্রফেসি* বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

> *" ... ব্যাপারটা এমন ছিল না যে তাঁকে মরতেই হবে ... আমি অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সিনেটর রবার্ট এফ কেনেডির মৃত্যুর ব্যাপারে যা যা জানতে পেরেছি, তার সবই ছিল বিভিন্ন মানুষের চিন্তার প্রতিফলন। মানুষ তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনা করেছিল, ঈশ্বর নন ... তিনি মৃত্যুকে বেছে নেন।"*

মিসেস ডিকসন একই পৃষ্ঠায় সিনেটর কেনেডি, নিহত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, এই তিনজনের বাবা জোসেফ কেনেডির দেখা এক স্বপ্নের কথাও বলেছেন। এডওয়ার্ড কেনেডি বিশপ ছিলেন–তাঁর ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং একের পর এক দুর্ভাগ্যের কথা সর্বজনবিদিত। মিসেস ডিকসন তাঁর একটা অগ্রজ্ঞানের (Precognition) কথাও বলেছেন সে বইয়ে।

বলেছেন, মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র, কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্রের কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন। বইটির অনেক জায়গায় বিশেষ কিছু অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন মহিলা। তার মধ্যে যেসব প্রসঙ্গ আছে, তা হল অ্যাপোলো মহাশূন্য পরিকল্পনা, সাদা ও কালো চামড়ার দাঙ্গা, কেনেডি পরিবার ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গ।

অপর এক আমেরিকান ভবিষ্যদ্বক্তা এডগার কেসিও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কিছু কিছু দেখেছেন। যার মধ্যে আছে ঈশ্বরের রথ ও তাঁর ঘোড়াচালক, এক দেবতা যাঁর কাছে ছোটবেলায় তিনি রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা চেয়েছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো তিনি স্বাভাবিক (সাইকিক রিডিঙের মাধ্যমে) উপায়ে পাননি।

এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমার এক বন্ধুর কথা বলব, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। বন্ধুটি ১৯৭৮ সালে ইয়োরোপের কোনো এক দেশের রাজধানীতে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শুনতে পায়, এক আকর্ষণীয় নারীকণ্ঠ তাকে একটা নাটকের কথা বলছে যাতে ছয়টি চরিত্র আছে। কণ্ঠটি জানায়, তাকেই নাটকটি লিখতে হবে এবং চরিত্রগুলো যেভাবে যা বলে, শুধু তাই লিখে যেতে হবে।

পরের রাতে ছয়টা নয়, আটটা চরিত্র হানা দেয় তার মনে। বলে, একটা নয়, দুটো নাটক লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। পাঁচ সপ্তাহ পর নাটক লেখার কাজ শেষ হয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আমার বন্ধু।

কারণ এর মধ্যে অনেকবার এরকম হয়েছে, জরুরি ব্যবসায়িক মিটিঙের মাঝখানে চরিত্রগুলো এসে তার মনে হানা দিয়েছে এবং তার ফলে সে তাল হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য যথেষ্ট সমঝদার ছিল চরিত্রগুলো, সেরকম কিছু ঘটতে দেখলে চলে যেত।

অন্তর্দৃষ্টি বা দৃষ্টিভ্রম যা-ই হোক, আমার জীবনেও সেরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার বয়স তখন মাত্র আট, অথচ আজও সে ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি আমার একদম স্পষ্ট মনে আছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের শীতের শুরুর দিকে। আমরা তখন ওয়েলসে থাকি। সে বছর প্রচণ্ড তুষারপাত হয়। আমার বেডরুমের দেয়াল ঘেঁষে বাইরে জমে ওঠা তুষারের দেয়াল ক্রমে পুরু আর উঁচু হচ্ছে।

আমি দিনের বেলায় জানালার দিকে মুখ করে পাতা আমার বিছানায় শোয়া–নিশ্চয়ই অসুস্থ ছিলাম। জানালার কার্টেন একদিকে সরানো ছিল যাতে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাই। ঘরের একমাত্র আলোটা রুমের মাঝখানে সিলিঙের সাথে ঝুলছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল আমার। ফুটফুটে ছোট্ট স্বর্গীয় শিশু অথবা দেবদূতদের যেমন থাকে, সেইরকম ছোটো একটা ডানা আলোটাকে ঘিরে ধীরগতিতে তিনটা চক্কর দিল আমার চোখের সামনে, তারপর আচমকা উধাও হয়ে গেল। আমার বিশেষ কোনো অনুভূতি হল না, ভয় তো নয়ই। একথা আমি মাকে ছাড়া বহু বছর পর্যন্ত আর কাউকে বলিনি। বলিনি, কারণ ব্যাপারটা আমার জন্য কোনো বিশেষ ইঙ্গিতবহ ছিল না।

পরেও কখনো তার মধ্যে সেরকম কিছু পাইনি। এর একমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক দিকটি হল, ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে একদম জ্বল জ্বল করছে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকু আজও স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসে। সে ঘটনা আমাকে অন্যদের অন্তর্দৃষ্টির বিষয়টা মেনে নিতে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। মা কথাটা শুনে বলেছিলেন, আমার মাইল্ড ইনফেকশন হয়েছে। কাজেই তার মধ্যে প্রলাপ বকার কোনো কারণ ছিল না।

অতীতে বহু শতাব্দী পর্যন্ত রহস্যোদ্ঘাটন বা জাদুর ব্যাপারটাকে গির্জার বিশপ লী ভালো চোখে দেখত না, তাই নস্ত্রাদামাস বা আর সব ভবিষ্যদ্বক্তাকে দুর্বোধ্য ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে হত। আজ পর্যন্ত কত ভবিষ্যদ্বক্তা যে খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিচারসভা বা ওইরকম কোনো সংগঠনের বিচার বা সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচতে ভবিষ্যদ্বাণী চেপে গেছে, তার কোনো লেখাজোখা নেই। স্পেনেও নিশ্চয়ই সেসব ছিল।

তাদের কাজের পদ্ধতি নস্ত্রাদামাসের আমলে যে অবিশ্বাস্য কঠোর ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমেরিকান মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক। নিজের সময়ে তিনি যে প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে যেতে পেরেছেন, তা গির্জা সমাজের সহনশীলতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জিন ডিকসন তাঁর *মাই লাইফ অ্যান্ড প্রফেসিস*-এর ৬০-৬১ পৃষ্ঠায় এভাবে লিখেছেন :

আমার দৃষ্টিতে রহস্যোদ্ঘাটন (Revelation) হচ্ছে কাঁধে ঈশ্বরের হাত রাখার মতো, কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারার মতো, এবং সেটা সম্পূর্ণ আলাদা এক ধরনের অভিজ্ঞতা ... আমার সমস্ত রহস্যোদ্ঘাটন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। সেগুলো কখনো কোনো একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছিল না ... সেগুলো মানুষের তৈরিও ছিল না ; হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে, নয়ত তিনি ঘটতে দিয়েছেন বলে ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডের বিষয়টা আমি রহস্যোদ্ঘাটনের মাধ্যমে জেনেছি। সে হত্যাকাণ্ড আমার ঠেকানোর কোনো উপায় ছিল না।

আমি জিন ডিকসনের বইয়ের সঠিক অর্থ বুঝে থাকলে বলতে পারি, তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শন ঘটেছে অন্তর্দৃষ্টি অথবা টেলিপ্যাথিক (মন জানাজানি) বার্তার মাধ্যমে। সেসব ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং সেসব যে ঘটতেই হবে, তেমন কোনো কথাও নেই। হয়ত বইটির ১৫৭ নং পৃষ্ঠায় একজন পোপ সম্পর্কে করা একটা ভবিষ্যদ্বাণীর বেলায়ও তা সত্যি। সেটায় বলা হয়েছে :

তিনিই হবেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি গির্জার একক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

স্বাভাবিক কারণেই ভ্যাটিকেনের কাছে মিসেস ডিকসনের এ মন্তব্য যথেষ্ট স্পর্শকাতর মনে হয়েছে। মিসেস ডিকসন অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (তাঁর বই পড়ে এটাকেই সঠিক শব্দ মনে হয়েছে আমার) তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট (Antichrist) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, নস্ত্রাদামাসও প্রায় একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ বইয়ে তা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

মিসেস ডিকসন যাকে যিশুর শত্রু হিসেবে দেখছেন, তাঁর ভাষায় সে হচ্ছে "পুব দিক থেকে আসা শিশু (দ্য চাইল্ড ফ্রম দ্য ইস্ট)", যে শয়তানের নামে

পৃথিবীকে কৌশলে ভুল পথে চালিত করবে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী শিশুটি ১৯৬২ সালে জন্ম নিয়েছে। তবে তার বয়স ২৯ বা ৩০ বছর হওয়ার আগে তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যাবে না। অবশ্য শেষ পর্যায়ে ঈশ্বর ও ন্যায়েরই জয় হবে বলেছেন জিন ডিকসন।

আরেক আমেরিকান ভবিষ্যদ্বক্তা এডগার কেসি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে বা নিজের ও অন্যদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে মোহাবস্থায় (Trance) চলে যেতেন। ভবিষ্যতে কাকে কী করতে হবে, সে ব্যাপারে মানুষ তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসত। ফলে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অগ্রজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত। কেসির বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সংরক্ষণ করা আছে। সেগুলো নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

কেসি বিশ্বাস করতেন, তাঁর সাথে কোনো বিশ্বজনীন (Universal) আত্মার সরাসরি যোগাযোগ আছে। নিয়মিত বাইবেল পড়তেন তিনি। মোহাবস্থায় গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারটা ছিল তাঁর পছন্দের পদ্ধতি। ওই অবস্থায় সম্মোহন তাঁকে আত্মিক (Psychic) পাঠে সহায়তা করত, কারণ তখন স্বভাবতই আর কেউ তাঁকে বলে দিত কী করতে হবে, বা কী খুঁজতে হবে।

প্রাচীন গ্রিক আমল থেকে মোহাবস্থায় গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী জানার চেষ্টাকে সম্মানজনক পদ্ধতি হিসেবে দেখা হত। অতি সাম্প্রতিক অ্যালিয়েস্টার ক্রাউলিও তাই করে থাকেন। মোহাবস্থায় যাওয়ার জন্য টম টম মিউজিক এবং ভ্রমোৎপাদক (Hallucinogenic) ওষুধ বিশেষ করে ক্যাকটাস কত মূল্যবান, অ্যালডাস হক্সলি তা নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন। নস্ত্রাদামাস যে পদ্ধতি অনুসরণ করে মোহাবস্থায় যেতেন, তাকে সম্ভবত আত্ম-প্ররোচিত বলা যেতে পারে। এ বিষয়টা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা একেকজন মনীষী একেকভাবে দিয়ে গেছেন। প্লেটো বিশ্বাস করতেন, স্বপ্ন হয়ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি। অন্যদিকে জোনোর অনুসারী দার্শনিকরা স্বপ্নকে ভাবতেন ঐশ্বরিক রহস্যোদ্ঘাটনের (Divine revelation) প্রণালি হিসেবে। অতীতে গ্রিসে স্বপ্ন দেখার জন্য মানুষের গির্জা প্রাঙ্গণে দল বেঁধে ঘুমানোর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে মানুষ যে স্বপ্ন দেখত, সেটাকে বিশেষ মূল্যবান হিসেবে দেখা হত। এথেন্স থেকে ত্রিশ মাইল দূরে এরকম একটা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। ৩৬০ ফুট দীর্ঘ একটা রুম আছে সেটায়। যেখানে মানুষ ভালো স্বপ্ন দেখার আশায় টাকা দিয়ে ঘুমাত। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্যেও সেসব স্বপ্নকে মূল্যবান ভাবা হত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে স্বপ্নে প্রায়ই পাওয়া আভাস পাওয়া যায়। এ ধরনের স্বপ্নের সূত্র কী, সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাউন্ট পিলির ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের স্বপ্ন শুধু জে. ডব্লিউ ডিউনই নন, আরো অনেকেই দেখেছিল। উনিশ শতকে স্কটল্যান্ডের টে ব্রিজ বিধ্বস্ত হওয়ার স্বপ্নও অনেকে

দেখেছে। সাম্প্রতিক কালের সাউথ ওয়েলসের অ্যাবারফান ট্রাজেডির ব্যাপারটাও তার আরেক দৃষ্টান্ত।

সেখানে একটা কয়লা খনির মাথা হঠাৎ করে ধসে পড়ায় মাইনিং শহরের গোটা একটা অংশ তার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সে সময় অনেকের সাথে একটা ছোটো মেয়েরও মৃত্যু হয়, যে কয়েকদিন আগেই সেই দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখেছিল। বেচারি দুর্ঘটনার আগের দিন মা-বাবাকে কথাটা বলেওছিল, কিন্তু তারা ওর কথা বুঝতে পারেনি।

জে. ডব্লিউ ডিউন তাঁর *অ্যান এক্সপেরিমন্ট ইন টাইম*-এ সময় প্রসঙ্গে যে তত্ত্ব হাজির করেছেন, তার বৈধতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। সেটির তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে তিনি সে বইয়ে তাঁর মতে সাতটি "বিষয়" দ্বারা অষ্টাশিটি স্বপ্ন সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। তার মধ্যে একটি "বিষয়" তিনি নিজে। প্রতিটি স্বপ্ন দেখার আগের ও পরের আড়াই মাস, অর্থাৎ পাঁচ মাস করে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তিনি।

খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন এই সময়ের মধ্যে তাঁর জেগে থাকা অবস্থায় এমন কিছু চোখে পড়েছে কি না যার সাথে কোনো স্বপ্নের মিল আছে। অনুসন্ধানে চোদ্দোটার ক্ষেত্রে অতীতের এবং বিশটার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঘটনার মিল পেয়েছেন ডিউন। এগুলোকে অগ্রজ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে দাবি করেন তিনি। পরে এ কথাও বলেছেন, "এমন কোনো প্রমাণ নেই যে অগ্রজ্ঞান সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে।"

তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের প্রতিমূর্তি।" বইটির আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, একই রকম পরিণতি জেগে থাকা অবস্থায়ও লক্ষ করা যায়। জাগ্রত ও ঘুমন্ত, দুই অবস্থাতেই স্বাভাবিক এবং অনেকেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। বইটিতে ডিউনের নিজের দেখা পাঁচটি অগ্রজ্ঞান স্বপ্নের উল্লেখ আছে। সেগুলো হচ্ছে :

সুদানের ফাশোদা (Fashoda incident) দুর্ঘটনা, ১৮৯৮
মার্টিনিকে (Martinique) ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত, ১৯০২
প্যারিসের কাছে এক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ১৯০৪
"ফ্লাইং স্কটস্‌ম্যান" ট্রেন দুর্ঘটনা, ১৯১৪
লোয়েস্টফ্‌ট-এ (Lowestoft) জার্মান নৌ-বাহিনীর বোমা বর্ষণ, ১৯১৫

টম লেথব্রিজের *দ্য পেন্ডুলাম অব ড্রিমস্* থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন কলিন উইলসন। তাঁর ইচ্ছে ছিল জে. ডব্লিউ ডিউন তাঁর *অ্যান এক্সপেরিমেন্ট উইদ টাইম*-এ যে সমস্ত পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন, সেভাবে চেষ্টা করে কিছু অস্বাভাবিক তথ্য পাওয়া যায় কি না। সেজন্য তিনি বিছানার পাশে নোটবইও রাখতেন।

পরে দেখা যায়, তাঁর অনেক স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যতের কিছু কিছু ঘটনার অল্প-বিস্তর আভাস আছে। যদিও সেসব ডিউনের দেখা ভূমিকম্প অথবা অগ্ন্যুৎপাতের স্বপ্নের মতো রোমাঞ্চকর কিছু ছিল না।

এরকম ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার ঘটেছে–রাতে হয়ত কোনো একটা স্বপ্ন দেখে আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেছি ; আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখার আগেই বুঝে ফেলতাম ঠিক কটা বাজে তখন। ডিউন যেমন করেছিলেন "ওয়াচ" ঘটনায়। আমার ধারণা সব সময় ঠিক হত। অথচ আমার কোনো জ্বলজ্বলে কাঁটাওয়ালা ঘড়ি ছিল না। তাছাড়া বিছানায় ওঠার সময় এমনিতেও ঘড়ি খুলে রাখতাম আমি।

অবশ্য সেই ক্ষমতাটা এখন আর নেই। গত বছরখানেক বা তার কিছু বেশি হল আমাকে ছেড়ে গেছে। লেথব্রিজের অনেক অগ্রজ্ঞান স্বপ্নের মতো এখন ব্যাপারটাকে প্রায় অর্থহীন মনে হয় আমার। সেসব যদিও অতীতের বা ভবিষ্যতের কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ করে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা তার সবগুলোকে বাতিল করে দিতে পারি। সেসব নিশ্চয়ই ঘটে, তবে আমাদের সম্ভবত তা নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো "চাবি" নেই। অবশ্য পুব গোলার্ধের অনেক ধর্ম সেসব আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বোঝে বলে মনে হয়।

স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীর অপর এক মজার ব্যাপার হল, স্বপ্নদ্রষ্টা তা থেকে খুব কমই উপকৃত হয়ে থাকেন। যদি সেটা বোধগম্য ধরনের স্বপ্ন হয়ে থাকে, যেমন আমি ইসরাইলের রাষ্ট্রদূতকে হত্যার ব্যাপারে দেখেছিলাম, সেক্ষেত্রে ঘটনার শিকার কে হতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কাউকে সতর্ক করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ ঘটনাটা ঘটে সাউন্ড ট্র্যাক ছাড়া টিভি নিউজরিলের মতো, অবশ্য গুলি তিনটার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম আমি।

তবে লর্ড কিলব্র্যাকেনের ব্যাপারটা বিখ্যাত একটি ব্যতিক্রম, যিনি স্বপ্ন দেখে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। কর্মজীবনের শেষদিকে *ডেইলি মিররের* রেসিং কলামিস্ট ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালের কথা–সে সময়ে জন গডলি নামে পরিচিত এক লোক স্বপ্ন দেখেন তিনি খবরের কাগজে দুটো ঘোড়ার নাম পড়ছেন : বিভলার ও জুলাদিন।

পরদিন তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু খবরের কাগজে বিভলার ও জুলাদিন নাম দুটো দেখতে পান। জানতে পারেন, ঘোড়া দুটো সেদিনের রেসে অংশ নিতে যাচ্ছে। তারা ঝুঁকি নিয়ে সেই দুই ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত সে দুটোই রেসে জয়ী হয়।

কয়েক সপ্তাহ পর আয়ারল্যান্ডেও একই ঘটনা ঘটে। শেষবার ঘটে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে। এর এক দশক পর সবচেয়ে চমকপ্রদ স্বপ্নটি দেখেন জন গডলি। দেখেন, হোয়াট ম্যান নামের একটা ঘোড়া ১৮-১ সম্ভাবনার বিপরীতে জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছে। পরে দেখা গেল, তার স্বপ্নের ঘোড়ার সাথে নামের মিল আছে, এমন কোনো ঘোড়া সে রেসে অংশ নিচ্ছে না। নিচ্ছে হোয়াট ম্যান ?

সেটির জয়ের সম্ভাবনার ব্যবধানও বিস্তর, ৬৬-১। বাজি ধরার চিন্তা মাথা থেকে বিদায় করে দেন গডলি, তবে রেসের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখেন সম্ভাবনার ব্যবধান ১৮-১ এ নেমে এসেছে। বলা বাহুল্য তিনি বাজি ধরেন এবং জিতে যান। তারপর আর কখনো এরকম স্বপ্ন দেখেননি জন গডলি।

আমার এক বন্ধু থাকতেন লন্ডনে। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডে কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার পর তিনি প্রায় নিয়মিতভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বুঝতে পারেন, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে কম করে হলেও এক প্রজন্ম লেগে যাবে।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ছিল না সেসব স্বপ্নে। তবু খুব সতর্কতার সাথে নিজের জীবনধারা পাল্টে ফেলেন আমার বন্ধুটি এবং কয়েক বছরের মধ্যে নিজের সহায়-সম্পদ সাফল্যের সাথে স্থানান্তর করে নতুন দেশে গিয়ে স্থায়ী হন।

স্বপ্নের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সময় বা কালাতীত বিষয়। জে. ডব্লিউ ডিউন বিষয়টাকে এভাবে বিবেচনা করেছেন–প্রত্যেক মানুষের দুটি আলাদা স্বত্তা আছে। প্রথমটি হচ্ছে দৈনন্দিন এবং বর্তমান, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষক স্বত্তা প্রথমটির কাজের ওপর নজর রাখে। সাধারণ ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে, মানুষ যে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে বলে, "আমি জানি বা বুঝতে পারছি আমি স্বপ্ন দেখছি।" এসব স্বপ্নকে কখনো কখনো সহজবোধ্য স্বপ্ন বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকের কথা। বিবিসি রেডিওতে আমি এ ধরনের স্বপ্নের একটা চমৎকার দৃষ্টান্তের কথা শুনেছি। সেটা এরকম : একজন আমেরিকান প্রফেসর তাঁর অপছন্দের এক অ্যাকাডেমিকের সাথে স্বপ্নের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি ঠিক জানি আমি তোমার সাথে স্বপ্নে কথা বলছি, এবং তা প্রমাণ করতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জেগে উঠব।"

অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যোদ্ঘাটন, মোহ এবং স্বপ্ন, সবগুলোই অগ্রজ্ঞান হতে পারে। স্বপ্ন হচ্ছে সার্বজনীন বিষয়, এবং অন্তর্দৃষ্টি একেবারে বিরল কিছু নয়। তবে পরের দুটো, রহস্যোদ্ঘাটন আর মোহ বেশ বিরল। বিশেষ করে এর কোনো একটার সাহায্যে কোনো একজন সাধারণ মানুষ অথবা গোষ্ঠীকে নিয়ে এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা, যা যাচাই করার সুযোগ আছে। ফলে গেলে সেগুলো মনের ওপর গভীর দাগ ফেলে।

আমি এই বইয়ের কোথাও টেলিপ্যাথি, ভাইব্রেশন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আর সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করিনি। অথচ সেগুলোকেই আমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে, কারণ অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যোদ্ঘাটন, মোহ এবং স্বপ্ন, মন জানাজানি ও ঝাঁকির মাধ্যমে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মনে জায়গা দখল করতে পারলেই ভালো ফল হয়।

যেহেতু বইটি নস্ত্রাদামাসকে নিয়ে লেখা, সেহেতু আমার মনে হয় এ অধ্যায়টি তাঁর ভবিষ্যৎ কথনের নিজস্ব পদ্ধতি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম দুটি পদ্য এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করলেই ভালো হবে। প্রথম পদ্যটি ছিল এরকম :

Estant assisc de nuict secret estude
Seul repose sur la selle d'aerain ;
Flamme exigue sortant de solitude
Fait propoter qui n'est a croire vaine.

I.1

রাতে নিজের গোপন স্টাডিতে একাকী বসে আছি ;
জিনিসটা রাখা আছে পিতলের তেপায়ার ওপর।
অসীম থেকে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে
এবং ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস না করলে সব বিফলে যায়।

নস্ত্রাদামাস যে ভবিষ্যৎ দেখার ব্যাপারে চতুর্থ শতাব্দীর নব্য প্লেটোবাদী ইয়ামব্লিকাসের (Iamblichus) পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতেন, তা এই দুই পদ্যে তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইয়ামব্লিকাসের লেখা *De Mysteriis Egyptorum* বইটি নিশ্চয়ই তাঁর পড়া ছিল। কেননা এই বইটিতে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তার কোনো কোনোটায় ১৫৪৭ সালে লিয়ঁ শহরে ছাপা ইয়ামব্লিকাসের সেই *De Mysteriis Egyptorum*-এর কিছু আক্ষরিক উদ্ধৃতি খুঁজে পাওয়া যায়।

জাদুকরি কার্যকলাপ চালাতে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন, তার সবকিছুর উল্লেখ আছে নস্ত্রাদামাসের এই প্রথম পদ্যটিতে। যেমন, রাত হয়েছে ; নস্ত্রাদামাস স্টাডিতে বসে একটি গোপন বই পড়ছেন, যেটি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেটায় যে পিতলের তেপায়ার উল্লেখ আছে, ইয়ামব্লিকাসও সেরকম তেপায়া ব্যবহার করতেন।

তার ওপর এক গামলা ভর্তি পানি রেখে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন যতক্ষণ না পানি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তাতে ভবিষ্যতের অন্তর্দৃষ্টি ফুটে ওঠে। পদ্যটিতে যে "Flamme exigue"-এর কথা বলা হয়েছে, নস্ত্রাদামাস সেদিকে তাকিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। ক্রিস্ট্যাল বলেও একই পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ দেখা হয়।

La verge en main mise au milieu des
BRANCHES
De l'onde il moulle et le limbe et le pied :

Un peur et voix fremissant par les manches :
Splendeur divine. Le divine pres s'assied.

I.2

হাতের জাদুর কাঠিটি তেপায়ার মাঝখানে রাখা হল।
পরিধেয়র নিচের প্রান্ত ও দু পা পানি দিয়ে ভিজিয়ে
নিলেন তিনি। একটি কণ্ঠ : ভয় : গাউনের ভেতরে
কাঁপুনি উঠে গেছে তাঁর। ঐশ্বরিক উজ্জ্বলদীপ্তি। ঈশ্বর
তাঁর পাশে বসলেন।

এই পদ্যে নস্ত্রাদামাস নিজের ভবিষ্যদ্বাণী করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। জাদুর কাঠি তেপায়ার মাঝখানে স্পর্শ করিয়ে পরনের আলখাল্লার প্রান্ত ভিজিয়ে নিয়েছেন তিনি, তা থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। প্রতীকীভাবে এটা তাঁকে পৃথিবীর মাটির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অতীতে গ্রিক ভবিষ্যদ্বক্তা ওরাকল অব ব্রাঞ্চাসও এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতেন।

পদ্যটি পড়ে বোঝা যায়, নস্ত্রাদামাস যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন, তাকে নিজেই ভয় পেতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি গামলার পানিতে ভবিষ্যৎ যেমন দেখতে পেতেন, তেমনি শুনতেও পেতেন। সেসব তিনি লিখে রাখতেন।

এ ক্ষেত্রে আধুনিক মার্কিন ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসনের সাথে তাঁর কাজের পদ্ধতির কিছু মিল পাওয়া যায়।

নস্ত্রাদামাস : তাঁর জীবন ও ইতিহাস

সেইন্ট কোয়েন্টিন বিপর্যয়ের পর ১৫৫৭ সালে নেতৃস্থানীয় কবিদের একজন রনসার্ড একটি সনেট লিখেছিলেন। সেটার অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায় :

তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিয়েও তামাশা করো যাদেরকে ঈশ্বর
তোমাদের সন্তানদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন, এবং তোমাদের
বুকের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, ভবিষ্যদ্বাণীর করে তোমাদের আসন্ন
দুর্ভাগ্যের কথা আগাম জানাতে।
কিন্তু তোমরা তাদেরকে হেসে উড়িয়ে দাও।
হয়ত মহান ঈশ্বরের চিরন্তন সত্য নস্ত্রাদামাসের
অনুভূতির উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।
অথবা হয়ত কোনো ভালো বা মন্দ অতিপ্রাকৃত সত্তা
তাকে উদ্দীপ্ত করেছে।
অথবা হয়ত তার আত্মা প্রকৃতির নির্দেশে চলে,
এবং আকাশ থেকে স্বর্গলোকে, এবং মৃত্যুর ওপার থেকে
পুনরাবৃত্তি হয় মহাআশ্চর্য বাস্তবের।
অথবা হয়ত তাঁর নিরানন্দ, বিষণ্ন আত্মা উপহাসের
রসদে ভর্তি, তাঁকে দিয়ে কেবল কল্পনা করায়।
সংক্ষেপে, সে যা তাই আছে ; অতএব তার অর্থ হচ্ছে
সব সময় সেই সন্দেহজনক শব্দ সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর কণ্ঠ,
সেই প্রাচীন দৈব-বক্তার মতো, যে দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের
গন্তব্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছে।
আমি তাঁকে বিশ্বাস করতাম না, যদি না স্বর্গ,
যা মানুষের ভালো এবং মন্দ নির্দিষ্ট করে দেয় ;
তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস হত।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এক নেতৃস্থানীয় কবির লেখা এই সনেটই প্রমাণ করে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই সাধারণ মানুষের কী অসম্ভব পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। সফল ভবিষ্যদ্বাণীর সমার্থক হয়ে উঠেছিল নস্ত্রাদামাসের নাম। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর বই যখন ছাপা হতে শুরু করল, মানুষের কৌতূহল এত বেশি বেড়ে গেল, যা রীতিমত অবিশ্বাস্য।

মাইকেল ডি নস্ত্রেদেমকে (Michel de Nostredame) বিভিন্ন সময়ে "দ্য কিং অ্যামংস্ট প্রফেটস্ (ভবিষ্যদ্বক্তাদের রাজা)" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এমনিতে তিনি তাঁর নামের ল্যাটিন ভাষাসম্মত অংশ অনুযায়ী নস্ত্রাদামাস (Nostradamus) নামেই পরিচিত ছিলেন। পুরানো জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১৫০৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এবং জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর সেইন্ট রেমি ডি প্রভেনসে (St. Remy de Provence) জন্ম হয় এই ভবিষ্যদ্বক্তার।

তাঁর বাবা কোনো বিখ্যাত ইহুদি পরিবারের সন্তান ছিলেন না বা তাঁর মা-ও ইটালিয়ান ছিলেন না। আনজুর রাজা রেনের (King Rene of Anjou) দরবারে ডাক্তার ছিলেন না তাঁরা।

এভিগননের আশপাশের সাধারণ কোনো পরিবারের ছিলেন। দাদা ছিলেন পেইর বা পিয়েরে (Peyrot বা Pierre) ডি নস্ত্রেদেম নামের একজন প্রতিষ্ঠিত খাদ্যশস্যের ডিলার, দাদি ব্ল্যাঞ্চি (Blanche) নামের এক অইহুদি। তাঁদের ছেলে জাউম বা জ্যাকস (Jaume বা Jacques) নস্ত্রেদেম ছিলেন নস্ত্রাদামাসের বাবা। নস্ত্রেদেম ১৪৯৫ সালে সপরিবারে সেইন্ট রেমি চলে আসেন এবং পরিবারিক ব্যবসা ছেড়ে দেন। সেখানে রেইনিয়ার ডি সেইন্ট রেমি (Reyniere de St. Remy) নামের এক ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করেন। ডাক্তার পরে পেশা বদলে ট্যাক্স কালেক্টরের চাকরিতে যোগ দেন।

১৫০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখ রাজা দ্বাদশ লুই এক ডিক্রি জারি করেন। তাতে সেখানকার সমস্ত ইহুদিকে তিন মাসের মধ্যে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানে ধর্মান্তরিত হয়ে সেখানে স্থায়ী হওয়ার, অথবা প্রভেনস ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তার আগে, ১৪৫৮ সালের দিকে লুই অব আরাগনের মৃত্যুর পর প্রভেনস ও মেইন ফরাসি রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

রাজার ডিক্রি অনুযায়ী তাঁর পরিবার নিশ্চয়ই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, কেননা ১৫১২ সালে নস্ত্রাদামাসের বয়স যখন নয়, তখন সেখানকার নতুন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নামের তালিকায় নস্ত্রেদেম ও রেইনিয়ার ডি সেইন্ট মেরির নাম ছাপা হয়েছিল। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, তাঁদের পরিবারের ইহুদি পটভূমি ছিল বলেই নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুবাদ করার সময় দেখা গেছে তাতে ইহুদি অকাল্ট সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। অনেক ঐতিহাসিক দাবি করেন তাঁর পরিবারের আগমন ঘটেছে আইজাচার (Issachar) উপজাতি থেকে।

ইহুদি অনুবাদকদের অনেকের মতে, এজন্যই কিছু কিছু বিশেষ গুণ, যেমন চাঁদ-সূর্যের পৃথিবী প্রদক্ষিণ, ধর্মীয় উৎসব এবং লোকান্তর থেকে আসা ভবিষ্যদ্বাণীসহ আরো অনেক কিছু বোঝার মত জ্ঞান তাঁদের ছিল। জোসেফাস এই উপজাতি সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, "ভবিষ্যতে কী ঘটবে ওদের জানা আছে"। অতএব তাঁর পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আর যে দাবিই করা হোক না কেন, আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।

নস্ত্রাদামাস পরিবারের বড়ো সন্তান ছিলেন এবং সম্ভবত আরো চার ভাই ছিল তাঁর–বার্ট্রান্ড, হেক্টোর, অ্যান্টনি এবং জিন। সবার ছোটো ভাইটির ব্যাপারে আমরা কিছু কিছু জানি, অন্যদের ব্যাপারে একেবারেই কিছু না। জিন অনেকগুলো প্রভেনসাল গান, মন্তব্য ইত্যাদি লিখেছিলেন। পরে সেখানকার প্রকিউরার অব দ্য পার্লামেন্ট হন তিনি।

খুব ছোটো থাকতেই নস্ত্রাদামাসের প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় পিতামহের কাছে। তিনি তাঁকে ল্যাটিন, গ্রিক, হিব্রু, গণিত এবং নস্ত্রাদামাস যাকে বলতেন দিব্য বিজ্ঞান, সেই জ্যোতিষতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেন। কিছুকাল পর শিক্ষাগুরুর মৃত্যু হলে বালক নস্ত্রাদামাস রু ডি বারিতে বাবা-মার কছে ফিরে যান এবং সেখানে অপর পিতামহ তাঁকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব নেন।

অবশ্য বেশিদিন সেখানে থাকা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লেখাপড়ার জন্য এভিগননে চলে যান নস্ত্রাদামাস।

এর মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি প্রবল ঝোঁকের কারণে সহপাঠীদের কাছে আলোচনার পাত্র এবং "খুদে ভবিষ্যদ্বক্তা (le petit astrologue)" নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পৃথিবী গোল এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলে পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপের্নিকাস যে মতবাদ প্রচার করে যান, তিনি সেটাকে বহাল রাখেন। একই মতবাদ প্রচারের জন্য কোপের্নিকাসের একশো বছর পর ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির বিচার হয়েছিল।

বাবা-মা নস্ত্রাদামাসের কার্যকলাপ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন, কারণ তাঁদের সে বয়সটা ছিল ইনকুইজিশনের এবং প্রাক্তন ইহুদি হিসেবে তাঁদের ওপর প্রশাসনের খুব কড়া নজর ছিল। কাজেই ১৫২২ সালে মেডিসিনের ওপর লেখাপড়া করার জন্য তাঁকে মন্টপেলিয়ার পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে আমলে ফ্রান্সে মেডিসিনের সেরা বিদ্যাপিঠ হিসেবে নাম ছিল প্যারিস ভার্সিটির। তারপরই ছিল মন্টপেলিয়ার ভার্সিটি।

আনজুর রাজা প্রথম লুইয়ের অনুমতির সুবাদে ১৩৭৬ সাল থেকে সে ভার্সিটি একটা বিশেষ সুবিধে ভোগ করে আসছিল, তা হল প্রতি বছর একজন করে সাজাপ্রাপ্ত আসামির দেহ ব্যবচ্ছেদ করা। সেখানে পড়তে গিয়ে ডাক্তারি বিদ্যায় তখনকার দিনের ইয়োরোপের সেরা সমস্ত মাথার সাক্ষাৎ পান নস্ত্রাদামাস। তখন

তাঁর বয়স উনিশ। তিন বছর পর সেখান থেকে অনায়াসে ব্যাচেলরস ডিগ্রি (baccalaureat) অর্জন করেন তিনি।

সেখানে যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হত, তার অনেক রেকর্ড আছে আমাদের কাছে। পরীক্ষার দিন প্রার্থীকে কয়েকজন প্রফেসরের সামনে সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা মৌখিক পরীক্ষা দিতে হত। তাতে প্রার্থীকে প্রমাণ করতে হত যে, সে-ও পড়াশুনায় তাঁদেরই মতো পরিপক্ব হতে পেরেছে। নইলে বলাই বাহুল্য, প্রফেসররা প্রার্থীকে বাতিল করে দিত।

সফল হলে তার স্বীকৃতিস্বরূপ ছাত্রদেরকে তাদের সাধারণ কালো রোবের বদলে ব্যাচেল অব আর্টস ডিগ্রিধারীদের জন্য নির্ধারিত অফিসিয়াল লাল রোব পরতে দেয়া হত।

মেডিসিনের প্র্যাকটিস করার জন্য আলাদা লাইসেন্সের ব্যবস্থা ছিল। ডিগ্রি অর্জন করতে পারলেই তা পাওয়া যেত না। সেজন্য ছাত্রকে তিন মাস মেয়াদের মধ্যে পাঁচটা লেকচার দিতে হত, লেকচারের বিষয়বস্তু ভার্সিটির ডিন বাছাই করে দিতেন। তারপর আসত পরের পরীক্ষা "per intentionem"। এ পরীক্ষায় লিখিত উত্তরের জন্য প্রার্থীকে চারটা প্রশ্ন করার নিয়ম ছিল, সেগুলোর জবাব দিতে হত চারদিনে। যেদিন যে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তার আগের দিন সেটা প্রার্থীকে দেয়া হত। অন্য এক প্রফেসরের সামনে বসে এক ঘন্টার মধ্যে ল্যাটিন ভাষায় তার জবাব লিখতে হত।

আট দিনের দিন ভার্সিটির চ্যান্সেলর প্রার্থীর হাতে পঞ্চম প্রশ্নটি তুলে দিতেন। তার জবাব দিতে হত বিনা গবেষণায়। তাতে সফল হলে ছিল আরো এক খাঁড়া, পরদিন তাকে হিপক্র্যাটিক শপথের প্রবচনের ওপর একটা থিসিস লিখতে হত। শেষের এই দুই পরীক্ষা অসম্ভব কঠিন আর কষ্টকর ছিল বলে সেগুলোকে বলা হত Òles points rigoreuxÓ।

সে কালের ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করে বের হতে যে কঠিন পরিশ্রম আর লম্বা সময় লাগত, তার সাথে আজকালকার ভার্সিটি ফাইন্যালের তুলনা করলে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। যা হোক, ১৫২৫ সালে মন্টপেলিয়ারের বিশপের হাত থেকে মেডিসিন প্র্যাকটিসের লাইসেন্স পান নস্ত্রাদামাস। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের ক্ষেত্রে মহামারী ছিল অনেকটা আঞ্চলিক রোগের মতো। তার মধ্যে একটা ছিল খুবই মারাত্মক, স্থানীয় ভাষায় সেটাকে *লে চারবন* (le charbon) ডাকা হত। এই রোগে আক্রান্তদের শরীর কালো রঙের বড়ো বড়ো ফুসকুঁড়িতে ভরে উঠত।

নস্ত্রাদামাসের নিন্দুকের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের কেউ এমন অপবাদ দিতে পারবে না যে তিনি কখনো মহামারীর মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছেন, অথবা তাঁর মানবতা বোধ কম ছিল। গরিব এবং অসুস্থদের প্রতি তিনি খুব উদার ছিলেন। যে বছর মেডিসিন প্র্যাকটিসের লাইসেন্স পান, সে বছরই একজন ভালো ডাক্তার হিসেবেও নাম অর্জন করতে শুরু করেন নস্ত্রাদামাস। তিনি গ্রামাঞ্চল সফর

করে নারবোন যান, কিছুকাল কাটান সেখানে। সম্ভবত সেখানকার নামকরা এক আলকেমিস্টদের স্কুলে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন।

সেখান থেকে তিনি মহামারী আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকায় যান এবং অসুস্থদের চিকিৎসায় মন দেন। সে সময় নস্ত্রাদামাস যে সমস্ত প্রেসক্রিপশন করেন, তা পাওয়া যায় ১৫৫২ সালে ছাপা *Le Traite des fardemens* নামের একটি বইয়ে। কাজে নামার আগে জীবাণু প্রতিরোধক "জাদুকরি" রোব পরে নেয়ার প্রস্তার ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সুখ্যাত ছিলেন নস্ত্রাদামাস। এই বিশেষ চিকিৎসার জন্য সাত রঙের ধাতু দিয়ে সে রোব তৈরি করা হত। তখন থেকে একশো বছর পর, লন্ডনের ভয়াবহ মহামারীর সময় ইংরেজ ডাক্তাররাও একই রোব ব্যবহার করেছে।

সেখান থেকে নস্ত্রাদামাস কারাকাসোন যান। সেখানকার বিশপ আমেনিয়েন ডি ফে-র সাথে কিছুদিন থাকেন। সে সময় বিশপকে যে প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে পুরুষত্ব বাড়াবার মহৌষধ তিনি দিয়েছিলেন, সেটাও *Le Traite des fardemens* বইয়ে আছে।

জানা যায়, এরপর তুলোঁর রু ডি লা ত্রিপেরি চলে যান নস্ত্রাদামাস। সেখান থেকে যান সবচেয়ে মহামারী উপদ্রুত এলাকা বোরডক্স এবং তারপর আবার এভিগনন। পড়াশুনার জন্য সেবার কিছুদিনের জন্য এভিগননে থাকতে হয় তাঁকে। হয়তো জাদু ও অতিপ্রাকৃত বিষয়াদির প্রতি তাঁর আগ্রহ এই সময়টাতেই হঠাৎ করে বেড়ে ওঠে, কেননা এভিগনন লাইব্রেরিতে অকাল্ট সায়েন্সের ওপর লেখা প্রচুর বই ছিল।

এ সময় সেখানে সফরে আসা পোপের দূত এবং মাল্টার গ্র্যান্ড মাস্টার অব দ্য নাইটস-এর জন্য নাশপাতি জাতীয় ফল দিয়ে সুস্বাদু জেলি তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ব করেন নস্ত্রাদামাস। প্রণালিটা ভালোই ছিল, তবে চিনি বেশি লাগত। তখনকার দিনে চিনি ছিল প্রাচুর্য ও মর্যাদার প্রতীক। তাই তার দামও ছিল খুব বেশি।

প্রায় চার বছর বিক্ষিপ্ত ঘোরাঘুরি করেন নস্ত্রাদামাস। তারপর ১৫২৯ সালের ২৩ অক্টোবর মন্টপেলিয়ারে ফিরে আসেন ডক্টরেট শেষ করে নিজেকে তালিকাভুক্ত করানোর জন্য। শেষ ধাপে প্রার্থীকে যে ধারাবাহিক পরীক্ষাগুলোয় অংশ নিতে হয়, সেগুলো Les Triduanes নামে পরিচিত। এজন্য তাকে বারোটা বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করতে হত। তালিকা জমা দিতে তখনই তার মধ্যে ছয়টা নির্দিষ্ট হয়ে যেত। বাকিগুলোর তিনটা হত লটারির মাধ্যমে, তিনটা ডিনের ইচ্ছে অনুযায়ী।

আমরা জানতে পেরেছি, এই পর্যায়ে অগতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধ প্রয়োগের বিষয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য নস্ত্রাদামাসকে প্রবল চাপের মুখে পড়তে হয়। এর ফলে সুনাম আর সাফল্যের মাত্রা দিন দিন বাড়তে থাকলেও নিজের ফ্যাকাল্টিতে অনেক শত্রুও সৃষ্টি হয়েছিল নস্ত্রাদামাসের। কিন্তু সেজন্য তাঁর শিক্ষা ও পারঙ্গমতাকে অস্বীকার করা হয়নি। তিনি পুরোদস্তুর ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং উপশমকের জন্য নির্দিষ্ট, স্বতন্ত্র চারকোনা ক্যাপ ও সোনার আংটি অর্জন করেন। এরপর নিজ ফ্যাকাল্টিতে চাকরির প্রস্তাব পেয়ে সেখানেই কাজ শুরু করেন।

কিন্তু এক বছর পর নিজের অস্থির প্রকৃতি এবং প্রশাসনের সাথে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়ায় আবার মন্টপেলিয়ার ত্যাগ করেন, সম্ভবত ১৫৩২ সালে। নস্ত্রাদামাসকে তাঁর ভ্রমণক্ষুধার জন্য সারাজীবন ভুগতে হয়েছে। গাঢ় রঙের রোব আর চারকোনা ক্যাপে নিশ্চয়ই তাঁকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ইহুদির (Wandering Jew = বাইবেল মতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় যিশুকে অপমান করার অপরাধে যে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এবং যাযাবরের মতো নিরন্তর ঘুরে বেড়াবে) মতোই লাগত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫৩০ সালে র‍্যাবেলাইসও (Rabelais) এখান থেকেই ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছে, এমন কোনো রেকর্ড নেই।

পরের দু বছর বোরডক্স, লা রোচেল্লি এবং তুলোঁয় প্র্যাকটিস করে কাটান নস্ত্রাদামাস। এরমধ্যে জুলিয়াস সিজার স্ক্যালিগার নামের এক দার্শনিকের চিঠি পান তিনি, ইয়োরোপে যাঁর স্থান ছিল ইরাসমাসের পরেই। তিনি মেডিসিন, কবিতা, বোটানি এবং গণিতের প্রতি সমান আগ্রহী ছিলেন।

নস্ত্রাদামাসের জবাব পেয়ে খুব খুশি হন স্ক্যালিগার এবং তাঁকে এজেনে নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। জায়গাটা ভালো লেগে যায় নস্ত্রাদামাসের এবং ১৫৩৪ সাল নাগাদ সেখানে বিয়ে করেন তিনি। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ও বিদুষী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নাম পাওয়া যায়নি কোথাও। এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল তাঁদের। এই পর্যায়ে মনে হয় জীবন পূর্ণতা লাভ করে নস্ত্রাদামাসের।

ডাক্তারিতে প্রচুর নাম এবং টাকা রোজগার করেন তিনি। এরমধ্যে স্ক্যালিগারের মেধা এবং দেশ-বিদেশের দর্শণার্থী ও পর্যটকদের রসবোধের মিশ্রণে তাঁর নিজের ধীশক্তি দিগন্ত প্রশস্ত হতে থাকে। কিন্তু ১৫৩৭ সালে একনাগাড়ে অনেকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যায় তাঁর জীবনে। এজেনে মহামারী হানা দেয় এবং তাঁর শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের মৃত্যু হয়।

তিনি নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে অক্ষম, এই সত্যটা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে নস্ত্রদামাসের প্র্যাকটিসের ওপর। স্ক্যালিগারের সাথে ঝগড়া হয় তাঁর। অস্বাভাবিক ছিল না ব্যাপারটা, কেননা আগে হোক, পরে হোক, স্ক্যালিগারের স্বভাবই ছিল বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করা। অবশ্য নস্ত্রাদামাস তাঁর সাথে পাল্টা ঝগড়া করেননি, বরং *Traite des fardemens* বইয়ে বলেছেন, পৃথিবীতে তিনি যে মানুষটির কাছে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ, তাঁর নাম জুলিয়াস সিজার স্ক্যালিগার।

এরপর নস্ত্রাদামাসের নামে তাঁর মৃত স্ত্রীর পরিবার থেকে দেয়া যৌতুক ফেরত চেয়ে মামলা করা হয়। তাছাড়া কয়েক বছর আগে ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করার অভিযোগে ১৫৩৮ সালে আরো একটা মামলা হয়। বলা হয়, তিনি একদিন এক চালাইকারকে কুমারী মেরির তামার মূর্তি বানাতে দেখে বলেছিলেন, সে শয়তান বানাচ্ছে।

কিন্তু তিনি দাবি করেন, মূর্তিটার মধ্যে কোনোরকম নান্দনিকতা ছিল না বলে তিনি ওরকম মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন আদালতে খারিজ হয়ে যায়। তাঁকে তুলোঁয় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনোরকম সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল না নস্ত্রাদামাসের, তাই সেখান থেকে চলে আসেন। পরের ছয় বছর গির্জার সাথে কোনোরকম সংশ্রব ছিল না তাঁর।

১৫৪৭ সালে আবার বিয়ে করেন তিনি। এই স্ত্রী ছিলেন স্যালন-এন-প্রোভেনসের এক ধনী বিধবা। সে ঘরে ছয় সন্তানের জন্ম হয়। বড় ছেলে সিজার ডি নস্ত্রাদামাসের উনিশ বছর বয়সের সময় তিনি মারা যান। অবশ্য তার আগেই পিতাকে অমর করে রাখার জন্য ছেলে তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ইতিহাসের প্রায় পুরোটাই *Histoire de Provence*-এ জীবন্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পরের বই *Moultes Opuscules*-এ কিছু কিছু বেখাপ্পা সূত্র ছাড়া নস্ত্রাদামাসের রুট সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় তিনি লোরেইন, ভেনিস এবং সিসিলিতে গিয়েছিলেন বিভিন্ন খাবার প্রস্তুতের প্রণালি ও ওষুধের প্রেসক্রিপশনের খোঁজে এবং উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আলকেমিস্টদের সাথে সাক্ষাৎ করতে।

সম্ভবত এরই এক পর্যায়ে তিনি ফিলিপাসের লেখা *হোরাস অ্যাপোলো* গ্রিক থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদের কাজে হাত দেন। যদিও সেটার সাহিত্য মূল্য খুব বেশি ছিল না। নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতাও তখন থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে। জানা যায়, সে সময় ইটালিতে এক তরুণ মঙ্ক একদিন শুয়োরের পাল নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় তাঁকে দেখে রাস্তার কাদার মধ্যে বসে পড়ে সে, "ইয়োর হোলিনেস" বলে সম্বোধন করে তাঁকে। সেই মঙ্ক ছিলেন ফেলিসি পেরেত্তি। নস্ত্রাদামাসের মৃত্যুর অনেক বছর পর, ১৫৮৫ সালে সিক্সটাস পঞ্চম হন তিনি।

নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা কত বিস্ময়কর ছিল, তা নিয়ে একটা মজার গল্প চালু আছে। মঁশিয়ে ডি ফ্লোরিনভিল নামে এক কৃষক একদিন তাঁর কাছে জানতে চাইল–তার সাদা ও কালো রঙের দুটো শুয়োর শাবক আছে, নস্ত্রাদামাসকে বলতে হবে কোনটার পরিণতি কী হবে। তিনি একটুও দ্বিধা না করে জানালেন কালোটা তার ভোগে লাগবে, সাদাটা নেকড়ের পেটে যাবে।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যাতে মিথ্যে হয়, সেজন্য লোকটা তক্ষুনি তার বাবুর্চিকে ডেকে সাদা শাবকটাকে রাতের জন্য রান্না করার নির্দেশ দিল। বাবুর্চি নির্দেশমত প্রস্তুত হল। ওদিকে ডি ফ্লোরিনভিলের একটা পালিত নেকড়ে শাবকও ছিল। বাবুর্চির অন্যমনস্কতার সুযোগে সেটা রান্নার জন্য প্রস্তুত করে রাখা শুয়োরের সব মাংস খেয়ে ফেলল। ভীত বাবুর্চি নিরুপায় হয়ে কালোটাকে রান্না করতে বাধ্য হল।

রাতে খেতে বসে গৃহকর্তা নস্ত্রাদামাসকে জানাল তারা সাদা শুয়োরটার মাংস খাচ্ছে। কিন্তু নস্ত্রাদামাস তা মানতে নারাজ। তিনি জোর দিয়ে বললেন সাদাটার নয়, কালোটার মাংস খাওয়া হচ্ছে। অবাক ডি ফ্লোরিনভিল বাবুর্চিকে ডেকে পাঠাতে লোকটা ভয়ে ভয়ে সত্যি ঘটনা খুলে জানায়।

১৫৫৪ সাল নাগাদ লুই সেরেসের সাথে মার্সেই শহরে স্থায়ী হন নস্ত্রাদামাস। সে বছরের নভেম্বর মাসে প্রোভেনস বড়ো ধরনের বন্যা কবলিত হয়। তাঁর বড়ো ছেলে, সিজার, তখনকার দিনপঞ্জি চমৎকারভাবে *Histoire de Provence*-এ তুলে ধরেন। সে সময় তীব্র মহামারীতে আক্রান্ত হয় প্রোভেনস, পচা-গলা মৃতদেহের কারণে পানি ভীষণ দূষিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যারা চলাফেরা করতে সক্ষম, তাদেরকে নিয়ে বেশিরভাগ ডাক্তার শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেও নস্ত্রাদামাস তা করেননি, বরং একাই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। ওদিকে যারা পালিয়ে গেছে, তাদের কারণে ইনফেকশন সর্বত্র আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল সেখানকার রাজধানী আইক্স (Aix)-এর। পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হয়ে যেতে নগর কর্তৃপক্ষ মে মাসের ১ তারিখে নস্ত্রাদামাসের সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তখন সেখানকার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি শহরে পৌঁছে দেখতে পান প্লেগে আক্রান্ত এক মহিলা নিজেই নিজেকে শবাচ্ছাদনের মধ্যে মুড়ে সেলাই করছে। কারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার জানা ছিল, সে মরলে এ কাজটি করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।

মহামারীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাই লড়াই চালিয়ে যান তিনি। দূষণমুক্ত পানি ও খোলামেলা বাতাসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেন। সে সময় তাঁকে আইক্সে যা যা করতে হয়েছিল, তার সব বিস্তারিত লিখে রাখেন নস্ত্রাদামাস। তাঁর দ্বিতীয় বই *Moultes Opuscules*-এর অষ্টম অধ্যায়ের পুরোটাই সে ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ। প্লেগের প্রতিষেধক হিসেবে রোগীদের তিনি যে বিখ্যাত গোলাপ ফুলের বড়ি খাওয়াতেন, তার প্রস্তুত প্রণালিও আছে বইটিতে।

সূর্যোদয়ের আগে বাগান থেকে তাজা গোলাপ তুলে এনে বেটে মণ্ড তৈরি করা হত, তারপর আর সব উপাদান, যেমন সবুজ সাইপ্রাস কঠের গুঁড়ো, লবঙ্গ, আইরিস অব ফ্লোরেন্স প্রভৃতি দিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত পাউডারের সাথে তা ভালো করে মিশিয়ে বড়ি তৈরি করা হত। খোলা বাতাসের সংস্পর্শে নেয়া বারণ ছিল সে বড়ি। আক্রান্ত ব্যক্তিকে সারাক্ষণ সে বড়ি চুষতে হত। নস্ত্রাদামাস দাবি করতেন, সে বড়ির চমৎকার গন্ধে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ মরে যেত এবং দাঁতের ক্ষয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত। এটা ছিল সেই প্লেগের খুব সাধারণ লক্ষণ।

সম্ভবত নস্ত্রাদামাস মনে করতেন খোলামেলা, বিশুদ্ধ বাতাস প্লেগে আক্রান্তকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। দক্ষিণ ফ্রান্সে রোগটাকে "Le Charbon" বলা হত। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সে প্লেগের কারণ ছিল এক ধরনের মাছি। সংক্রামিত ইঁদুরের গা থেকে উড়ে আসা মাছিগুলোর মাধ্যমে এ রোগ খুব দ্রুত ছড়াত। সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত সফল ডাক্তার হিসেবে নস্ত্রাদামাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। এজন্য আইক্সের সিটি পার্লামেন্ট তাঁর জন্য আজীবনের পেনশনের ব্যবস্থা করে তাঁকে সম্মানিত করে।

প্লেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হতে নস্ত্রাদামাস স্যালন চলে যান। শহরটা তাঁর এত ভালো লেগে যায় যে, বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেন। কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই লিয়ন থেকে জরুরি তলব আসে তাঁর–সেখানে হুপিং কাফের নতুন এক জীবাণুবাহী মহামারী দেখা দিয়েছে। সে দায়িত্বও সাফল্যের সাথে পালন করেন নস্ত্রাদামাস, তারপর কৃতজ্ঞ লিয়নবাসীদের দেয়া নানান উপহার সামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

পরেরবার শহর ছাড়ার আগে তার বেশিরভাগই গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে যান অবশ্য। তাঁর এ ধরনের উদার মানসিকতার কথা কতখানি সত্যি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এত বেশি ঘটত যে, তার পিছনে কিছু সত্যি না থেকে পারে না।

তারপর স্যালনে ফিরে আসেন নস্ত্রাদামাস এবং নভেম্বরে অ্যান পনসার্ট গেমিলি নামের স্থানীয় এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করেন। বিয়ের তারিখ ছিল ১১ নভেম্বর, ১৫৪৭। সে বিয়ের চুক্তিপত্র আজও স্যালন আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন স্থানীয় নোটারি, মাস্টার এটিনি হোজিয়ের। নস্ত্রাদামাস যে বাড়িতে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে গেছেন, প্লেস ডি লা পোশনিয়েরিতে আজও সেটার অস্তিত্ব আছে।

সেখানে নিরিবিলিতে জীবন কাটান নস্ত্রাদামাস। মেডিসিন নিয়ে সে সময় তেমন কাজ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। তখন স্থানীয় একটি অভিজাত শ্রেণীর জন্য সম্ভবত বিশেষ কোনো প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এই শ্রেণীটি স্যালনে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তবে স্থানীয় কিছু কিছু সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ভীষণ অপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মধ্যে কাবানরা অন্যতম।

বিত্তশালী ফরাসি প্রোটেস্টান্টরা হিউগানটদেরকে সহ্য করতে পারত না। অবশ্য নস্ত্রাদামাস হিউগানটদের প্রতি সমব্যথী ছিলেন না, তবু পরে সেখানে ধর্ম নিয়ে সহিংসতা শুরু হয়ে গেলে নস্ত্রাদামাস কাবানদের কুনজরে পড়ে যান।

অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি সব সময়ই তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। অনুমান করা হয়, উল্লিখিত সময়ে সেসবের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও অন্তর্দৃষ্টি তখনও ছেড়ে যায়নি তাঁকে। তাই ১৫৫০ সালে প্রথম *Almanac* (পঞ্জিকা) প্রকাশ করেন তিনি। তাতে কিছু সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যেমন সারা বছরের আবহাওয়া এবং স্থানীয় পরিস্থিতি কেমন থাকবে, শস্যের উৎপাদন কী পরিমাণ হবে ইত্যাদি। অত্যন্ত সফল হয়েছিল তাঁর সে উদ্যোগ। ফলে তারপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই একটা করে *Almanac* প্রকাশ করতে হয় তাঁকে। সম্ভবত এই সাফল্যের কারণেই ভবিষ্যদ্বাণী লেখার কথা মতো কঠিন কাজে হাতে দেন তিনি।

কিছুকাল পর স্যালনের আশপাশের বিশাল পতিত জমি আবাদি করে তোলার পদক্ষেপ নেন অ্যাডাম ডি লা ক্র্যাপোনি নামে স্থানীয় এক আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ার। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া রোন ও ডিউরেন্স, এই দুই নদীর মধ্যে একটা

সংযোগ খাল খননের উদ্যোগ নেন তিনি। খবরটা জানতে পেরে নস্ত্রাদামাসও যোগ দেন তার সাথে। তিনি শুধু বিরাট অঙ্কের টাকাই নয়, উৎসাহ আর পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করেন লা ক্র্যাপোনিকে। আজও কাজ করে সেই সংযোগ খাল।

নস্ত্রাদামাস তাঁর স্যালনের বাড়ির সর্বোচ্চ কক্ষটিকে স্টাডি বানিয়ে নিয়েছিলেন, একথা আমরা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ২ নম্বর পদ্য থেকেই জানতে পেরেছি। সেখানে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত অকাল্টের বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। পড়া শেষে তার অনেকগুলো বই পুড়িয়ে ফেলার কথাও জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কঠিন একজন সত্যিকারের পণ্ডিত কখনো এমন কাজ করতে পারেন।

আমাদের বিশ্বাস কথাটা সম্ভবত গির্জা কর্তৃপক্ষকে বিপথে চালানোর জন্য প্রচার করা হয়েছিল। নস্ত্রাদামাসের জাদুকরি কাজকর্মের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল চতুর্থ শতাব্দীর নব্য প্লেটোবাদী ইয়ামব্লিকাসের লেখা একটা বই। নাম *De Mysteriis Egyptorum*। বইটি ১৫৪৭ সালে লিয়নে ছাপা হয় এবং আমি আগেই বলেছি, নস্ত্রাদামাসের কাছে সেটির একটি কপি ছিল।

১৫৫৪ সালের কোনো এক সময় বিউন (Beune) শহরের প্রাক্তন মেয়র জাঁ আইমেস ডি শাভিগনি জ্যোতিষতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য নস্ত্রাদামাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আসেন। ৩০ বছর বয়সের শাভিগনি ছিলেন ধর্মতত্ত্ব ও আইনে ডক্টরেট করা। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি থাকতেও তিনি সেসব ছেড়ে স্যালন চলে আসেন। তাঁর এর পথে আসার মূল কারণ ছিলেন খুব সম্ভব কবি জাঁ ডোরাট। নস্ত্রাদামাসের কাজের প্রতি নিজের প্রবল আস্থার কথা বলে শাভিগনিকে তিনি না জেনেই এ পথে এগিয়ে দেন।

নস্ত্রাদামাসের মৃত্যুর পর শাভিগনি তাঁকে নিয়ে অনেকগুলো বই লেখেন এবং ১৫৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *প্রফেসিস*-এর প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণ সম্পাদনার কাজেও সহযোগিতা করেন। নস্ত্রাদামাসের বড়ো ছেলে সিজারের মতো তিনিও নিজের গুরুত্ব বাড়িয়ে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু নস্ত্রাদামাসের উইল পড়লে বোঝা যায় তিনি আসলে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না।

কারণ নস্ত্রাদামাস তাঁর দীর্ঘ উইলে রেখে যাওয়া ধন-সম্পদসহ নিজের যাবতীয় খুঁটিনাটি সহায়-সম্পত্তির কথা উল্লেখ করলেও তাতে শাভিগনির কোন উল্লেখ ছিল না। উইল ছাড়া আরো কিছু কাগজপত্র তিনি রেখে গিয়েছিলেন ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে পাবে বলে। তার মধ্যেও শাভিগনির জন্য কিছু ছিল না। ছেলেদের কে কে সেসব পেয়েছে, তাও জানা যায়নি। তবে শাভিগনি তার মধ্যে অনেকগুলো সম্পাদনা করেছেন, সম্ভবত অ্যান পনসার্ট গেমিলির অনুমতি নিয়েই।

স্যালনের নোটারি জোসেফ রোচে ১৫৫৬ সালের ১৭ জুলাই তাঁর উইল লেখেন। তাতে নস্ত্রাদামাসের নগদ টাকার পরিমাণ ৩,৪৪৪ ক্রাউনের কথা উল্লেখ ছিল। ছয় সন্তানের মধ্যে মেয়ে মেডেলিনকে সবচেয়ে বেশি নগদ, ৬০০ ক্রাউন দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অন্য দু মেয়ে, অ্যানি ও ডায়ানা পান মাত্র ৫০০। তিন

ছেলে যার যার ২৫ তম জন্মদিনে ১০০ ক্রাউন করে পান। নস্ত্রাদামাস নিজ শহরের পরিচিত তেরোজন ভিখারির জন্যও কিছু কিছু রেখে গিয়েছিলেন।

এমনকি নিজের শেষকৃত্য কীভাবে হতে হবে, তা-ও বলে গিয়েছিলেন তিনি। অবশ্য পরিবারের সদস্যদের চাপে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পর উইলে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

নস্ত্রাদামাস তাঁর অত্যন্ত সফল পঞ্জিকা প্রকাশনার পাশাপাশি আর সব ছোটোখাটো লেখালেখি, যেমন অসুখের ও প্রসাধনীর প্রেসক্রিপশন, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের প্রণালি প্রভৃতি চালিয়ে যেতে থাকেন। তার সাথে *Horus Apollo*-এর কাজও। তাঁর বিখ্যাত *Traite des fardemens* বাজারে আসে ১৫৫২ সালে। ১৫৫৪ সাল নাগাদ নস্ত্রাদামাস আভাস পান ইয়োরোপের ভাগ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

“১৫৫৪ সালে নানান বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটতে শুরু করল। ভীষণ বিকৃত ও দানবাকৃতির কিছু কিছু মানবসন্তান জন্ম নিল। জানুয়ারি সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় সেনাসে (Senas) এমন এক দুই মাথাওয়ালা অতিকায় শিশু জন্ম নিল, যাকে দেখে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া না হয়েই পারে না। এরকম ঘটনা যে ঘটবে, কিছু ভবিষ্যদ্বক্তা আগে থেকেই সে ব্যাপারে বলে আসছিল। এই বিকলাঙ্গ শিশুর কথা নস্ত্রাদামাস আগে থেকেই জানতেন। তার ছয় সপ্তাহ পর স্যালনের কাছে একটা দুই মাথাওয়ালা ঘোড়ার জন্মের ঘটনা যোগ হওয়াতে নস্ত্রাদামাস বাধ্য হলেন ফ্রান্সের আসন্ন দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে নতুন ভবিষ্যদ্বাণী করতে।”

সে সময়কার ধর্মীয় সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা কেমন চেহারা ধারণ করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এরপর একে একে চারটা গৃহযুদ্ধের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হলো ফ্রান্স, অবশেষে হেনরি ডি নাভারের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যে দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটল।

১৯৭৬ সালে বার্কশায়ারে এক বৃদ্ধার খামারবাড়িতে একটা দুই মাথাওয়ালা ভেড়ার শাবক জন্মেছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি সেটাকে। সপ্তাহখানেক বেঁচে ছিল সেটা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য শাবকদের সাথে ছোটাছুটি করে খেলেছে।

১৫৫৫ সালে *প্রফেসিস*-এর প্রথম অংশ লিয়নে ছাপা হয়। তবে সেটা অসমাপ্ত ছিল। সেটার প্রথম ভূমিকা বড়ো ছেলে সিজারের নামে উৎসর্গ করেন নস্ত্রাদামাস। প্রথম থেকে তৃতীয় সেঞ্চুরির সবগুলো এবং চার নম্বর সেঞ্চুরির ৫৩টা পদ্য ছিল সেটায়। এই সেঞ্চুরির সাথে একশো বছরের কোনো সংশ্রব নেই। একশোটা করে পদ্য দিয়ে সিরিজ করা হয়েছিল বলে *প্রফেসিস*-এর সিরিজগুলো সেঞ্চুরি নামে পরিচিত।

নস্ত্রাদামাস চেয়েছিলেন মোট দশটা সেঞ্চুরি, অর্থাৎ এক হাজারটা পদ্য লিখতে। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে সপ্তম সেঞ্চুরি পুরোটা লেখা হয়নি। পরবর্তীকালের দলিলপত্র থেকে জানা যায় তিনি একাদশ ও দ্বাদশ সেঞ্চুরিও লেখার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু সে আশা পূরণ হতে দেয়নি।

পদ্যগুলো ফরাসি, প্রোভেনসাল, ইটালিয়ান, গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষার দুর্বোধ্য করে, অস্পষ্ট হাতের অক্ষরে লেখা হত। নস্ত্রাদামাস লিখেছেন, জাদুকর হিসেবে তাঁকে যাতে কোনোরকম বিচার-আচারের সম্মুখীন হতে না হয়, সেজন্য তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর কোনটা কখন ফলবে, তার সময়কাল ইচ্ছে করেই ওলট-পালট করে দিতেন। *প্রফেসিস* প্রকাশিত হতে নস্ত্রাদামাসের সুনাম বিস্ময়কর দ্রুতগতির সাথে ফ্রান্স ও ইয়োরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এটা যখনকার কথা, তখন বেশিরভাগ মানুষ ছিল অশিক্ষিত। আর বই অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিলাসদ্রব্য হিসেবে পরিচিত ছিল। শুধু ধনীরা বই কিনত। প্রফেসিস বাজারে এসেই যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তেমনি রাজ দরবারের কোপানলেও পড়ে। এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ, বিশেষ করে ডক্টর ও জ্যোতিষীরা নস্ত্রাদামাস তাঁর পেশাগত মর্যাদা নষ্ট করছেন বলে অভিযোগ তুলতে শুরু করেন। তাঁকে নিয়ে ল্যাটিন ভাষার একটা কৌতুকও সারা ফ্রান্সে রাতারাতি চালু হয়ে যায়, মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। সেটা এরকম :

Nostradamus cum falsa damus, nam fallere
nostrum esr :
Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus.

কৌতুকটুকু বাদ দিয়ে এর বাংলা করলে দাঁড়ায়:

> *“আমরা যখন নিজেদের কিছু প্রদান করি, তখন তা হয় মিথ্যে, কারণ আমাদের প্রকৃতিই হচ্ছে নিজেকে মিথ্যে প্রতীয়মান করা। এবং যখন আমরা মিথ্যে কিছু প্রদান করি, তখন সেগুলো হয় শুধুই আমাদের।”*

নস্ত্রাদামাসের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রাজ দরবারের প্রভাবশালীদের কারো কারো অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যেটায় ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরির সাথে দ্বৈত যুদ্ধে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কিত ছিল। রানী ক্যাথেরিন ডি মেডিসি নস্ত্রাদামাসকে রাজ দরবারে হাজির হওয়ার রাজকীয় নির্দেশ পাঠান। নির্দেশ পেয়ে তিনি ১৫৫৬ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

স্বাভাবিকভাবে আট সপ্তাহের যাত্রা ছিল সেটা, কিন্তু তাঁর জন্য রানী পথের কয়েক জায়গায় ঘোড়া মজুদ রাখার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন বলে রাজধানীতে পৌঁছতে মাত্র এক মাস লাগে। ১৫ আগস্ট প্যারিসের এক সরাইখানায় রুম বুক করেন নস্ত্রাদামাস। নটর ডেমের কাছে জায়গাটা। রানী তাঁর সাথে দেখা করার

জন্য অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন, তাই পরদিনই চিফ কনস্টেবলকে পাঠান তাঁকে নিয়ে যেতে।

দীর্ঘ দুঘন্টা আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। জানা যায়, *প্রফেসিস*-এর প্রথম সেঞ্চুরির ৩৫ নম্বর পদ্যের ব্যাপারে কথা বলার জন্য নস্ত্রাদামাসকে ডেকে পাঠান রানী ক্যাথেরিন ডি মেডিসি। ১৫৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বিখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতিষী, লুক গরিকের (Luc Gauric) করা ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সেটার বিস্ময়কর রকম মিল ছিল।

তিনি ক্যাথেরিনের স্বামী, রাজা দ্বিতীয় হেনরিকে লেখা চিঠিতে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তিনি যেন কোনো বদ্ধ জায়গায় কারও সাথে দ্বৈত-যুদ্ধে না নামেন। বিশেষ করে তাঁর একচল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে। তাহলে নাকি তাঁর মাথায় আঘাত পাওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। তা থেকে অন্ধত্ব এবং এমনকি মৃত্যুও হতে পারে তাঁর। রাজ দরবারের প্রায় সবার জানা ছিল সে চিঠির কথা। তা নিয়ে নস্ত্রাদামাস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা হল :

Le lion jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duelle :
Dans caige d'or les yeux lui crevera,
Deux classes une, pius mourir, mort cruelle.

1.35

মাঠে দ্বৈত লড়াইয়ে তরুণ সিংহ বুড়ো সিংহটিকে ঘায়েল করবে, তার সোনালি খাঁচার চোখগুলো বিদ্ধ করবে। দুটো জখম এবং তারপর নৃশংস মৃত্যুবরণ করতে হবে তাকে।

ক্যাথেরিন নস্ত্রাদামাসকে বিশেষ এই পদ্যটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁর জবাবে সন্তুষ্ট হন। তারপর থেকে আমৃত্যু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে গেছেন রানী। রাজা হেনরিও নস্ত্রাদামাসের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। তাঁর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়নি রাজার মধ্যে। তবে তাঁকে একশো সোনার ক্রাউন উপহার দিয়েছিলেন তিনি। অথচ ক্যাথেরিন দিয়েছিলেন মাত্র ত্রিশ ক্রাউন।

অঙ্কটা নস্ত্রাদামাসের জন্য খুব কম হয়ে যায়। কেননা প্যারিসে পৌঁছতেই তাঁর একশো ক্রাউন খরচ হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে পৌঁছেই কোনো এক এম মোরেলের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয় তাঁকে। একথা জানা যায় ১৫৬১ সালের নভেম্বর মাসে মোরেলকে লেখা নস্ত্রাদামাস স্বাক্ষরিত এক চিঠি থেকে। এম মোরেল প্যারিস থেকে ১২ অক্টোবর একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। নস্ত্রাদামাসেরটা ছিল তার জবাব।

মোরেলের চিঠি থেকে জানা যায়, নস্ত্রাদামাস যখন প্যারিসে গিয়ে (ক্যাথেরিন ডি মেডিসির ডাকে) সমস্যায় পড়েন, তখন তিনি তাঁকে বারো ক্রাউন ধার দিয়েছিলেন।

এম মোরেলের এই চিঠি ছিল দু নম্বর। কিন্তু নস্ত্রাদামাস জানান, চিঠি তিনি একটাই পেয়েছেন। নস্ত্রাদামাসের চিঠিতে প্রথম স্বাক্ষর ছিল এক সেক্রেটারির, সম্ভবত শাভিগনির। তারপর ছিল নস্ত্রাদামাসের স্বাক্ষর। কথাটা রানীকে জানান নস্ত্রাদামাস, তাঁর ধারণা ছিল রানী টাকাটা দিয়ে দেয়ার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবেন। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ক্যাথেরিন ব্যাপারটাকে আমল দেননি।

যা হোক, নস্ত্রাদামাসের থাকার জায়গা পরে সরাইখানা থেকে সেনসের (Sens) প্রধান ধর্মযাজকের প্রাসাদে স্থানান্তর হয়। সেখানে দু সপ্তাহের মতো ছিলেন তিনি। তারপর আবার রানীর ডাক পড়ে। এ দফায় নস্ত্রাদামাসকে বেশ জটিল পরিস্থিতি ও নাজুক বিষয়ের সামনাসামনি হতে হয়। ক্যাথেরিন তাঁর সাত সন্তানের কোষ্ঠী রচনা করতে বলেন তাঁকে, *প্রফেসিস*-এ যাদের নিয়ে ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে গেছে। নস্ত্রাদামাস জানান, তাঁর সাত ছেলেই রাজা হবেন।

কথাটা পুরোপুরি সঠিক ছিল না, কারণ তাঁদের একজন আগেই মারা গিয়েছিলেন। আবার অন্যদিক থেকে ভাবলে বোঝা যাবে তিনিই ঠিক, কারণ হেনরি তৃতীয় ফ্রান্সের রাজা হওয়ার আগে পোল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছিলেন। প্যারিসে থাকার সময় ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেকগুলো সতর্কবাণী করেন নস্ত্রাদামাস। অন্যদিকে গেঁটে বাতে আক্রান্ত হয়ে লজিঙে আটকা পড়ে যান। এটা তাঁর পুরানো অসুখ, কিছুদিন পর পর আক্রমণ করত।

সে সময়ে শহরের ধনীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে তাঁর কাছে ভিড় জমাতেন। একদিন দুপুরে নস্ত্রাদামাস তাঁর রুমে বিশ্রাম করছেন, হঠাৎ জোরে জোরে নক হল দরজায়। এক অভিজাত পরিবারের বহু মূল্যবান একটা কুকুর হারিয়ে গেছে, তাদের বালক ভৃত্য জানতে এসেছে সেটাকে কোথায় গিয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে। নস্ত্রাদামাস শুয়ে শুয়েই প্যারিস-অর্লিয়েন্স রোডে গিয়ে খুঁজতে বললেন। জায়গামতই পাওয়া গেল সেটাকে এবং নস্ত্রাদামাসের সুখ্যাতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিন পর তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হল যে প্যারিসের বিচারকরা তাঁর জাদু চর্চার বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে আসবেন। অমনি তড়িঘড়ি করে স্যালনে ফিরে যান নস্ত্রাদামাস। সেখানে আবার বাতে আক্রান্ত হন। সে সময়টা তিনি পার করেন বিশিষ্ট লোকদের কোষ্ঠী প্রস্তুত করে আর *প্রফেসিস* লেখা সম্পূর্ণ করে। কিন্তু লেখা শেষ হলেও বই প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর দু বছর পর।

১৫৫৯ সালে রাজা হেনরির মৃত্যুর হয়। নস্ত্রাদামাস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে যেভাবে হবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে। সে বছরের গ্রীষ্মে ফরাসি রাজ পরিবারে রাজনৈতিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিয়ে একসাথে অনুষ্ঠিত হয়। হেনরি ও

ক্যাথেরিনের মেয়ে এলিজাবেথের বিয়ে হয় স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের সাথে এবং হেনরির বোন, মারগুয়েরিট বিয়ে হয় স্যাভয়ের ডিউকের সাথে। বিয়ে উপলক্ষে তিনদিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়, তার মধ্যে নানান টুর্নামেন্টেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দুদিন হেনরি জয়ী হলেও তৃতীয় দিন বিপত্তি ঘটে যায়।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, স্কটিশ গার্ড রেজিমেন্টের তরুণ ক্যাপ্টেন মন্টেগোমারির বর্শার ফলা লোহার শিরস্ত্রাণের সোনালি ভাইজর ফুটো করে হেনরির চোখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে দশদিন পর মারা যান তিনি। জানা যায়, চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আগে অস্বস্তি লাগতে থাকায় ক্যাথেরিন স্বামীকে নোট লিখে টুর্নামেন্টে যোগ না দিতে অনুরোধ করেছিলেন। দর্শকদের মধ্যে থেকে এক কিশোর চিৎকার করে রাজাকে অংশ নিতে নিষেধ করেছিল। তাছাড়া রেকর্ড অনুযায়ী মন্টেগোমারি নিজেও সেদিন হেনরির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু রাজা কারো কথাই শোনেননি।

তিনি বারবার মন্টেগোমারিকে ক্ষমা করে দেয়ার দাবি জানালেও মন্টেগোমারি পরিস্থিতির গুরুত্ব টের পেয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু রানী ক্যাথেরিন ডি মেডিসি তাঁকে ছাড়েননি। ঠিকই ধরে এনে বন্দি করেন। অন্যদিকে ফ্রান্সের কনস্টেবল, মন্টমোরেনসি অভিশাপ দিয়ে বলেন, "যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার ওপর যেন ঈশ্বরের উপযুক্ত গজব পড়ে।" অভিশাপটা লুক গরিক না নস্ত্রদামাস করেছিলেন, তা নিশ্চিত নয়।

তবে সাধারণ মানুষের ধারণা পরের জনই এর লক্ষ্য ছিল। এজন্য প্যারিস স্কয়ারে নস্ত্রাদামাসের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোও হয়। দাবি করা হয়, তুলোঁয় দু দশক আগে গির্জা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁর বিচারের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, এখন তা সম্পন্ন করা হোক। যদিও নতুন রাজা, হেনরি ক্যাথেরিনের ছেলে ফ্রান্সিস দ্বিতীয় এবং ক্যাথেরিন বা রানী রিজেন্টের নিরাপত্তার ছায়ায় স্যালনে জীবনের বাকি দিনগুলো নিরাপদেই কাটে নস্ত্রাদামাসের।

কিন্তু ১৫৬০ সালের নভেম্বর মাসে রাজা হঠাৎ করে কোমায় চলে যেতে তাঁর নতুন ভবিষ্যদ্বাণী করার সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হয়ে যায়।

ফ্রান্সিস দ্বিতীয় বিয়ে করেন স্কটের রানীকে। তাঁর বাবা ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা, জেমস পঞ্চম। বাবার মৃত্যুর পর মা মেরি ডি গাইজের সাথে ফরাসি রাজ দরবারেই তাঁর দিন কেটেছে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ভেনিসের রাষ্ট্রদূত, মাইকেল সুরিয়ানো অরলিয়েন্স থেকে ডজকে এক চিঠিতে লেখেন (চিঠিটার একটা নকল আজও Bibilotheque Nationale-এ পাওয়া যাবে)।

সেই চিঠিতে তিনি নস্ত্রদামাসের *প্রফেসিস*-এর দশম সেঞ্চুরির ৩৯তম পদ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ; "আমাদের দরবারের প্রত্যেকের স্মরণ আছে নস্ত্রাদামাসের দশম সেঞ্চুরির ৩৯ নম্বর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা।

সেটা ছিল এরকম :

Premier fils veufve malheureux mariage.
Sans nuls enfans deux Isles en discorde.
Avant dixhuict incompetant eage.
De l'autre pres plus bas sera l'accord"

10. 39

প্রথম সন্তান, একজন বিধবা, সন্তানবিহীন এক দুর্ভাগ্যজনক বিয়ে : দুটি দ্বীপ পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠল। আঠারো বছর পুরো হওয়ার আগেই, অপরিণত একজন, অন্যজন এমনকি আরও অপরিণত, বাগদান হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল মেরি স্টুয়ার্টের সাথে ফ্রান্সিস দ্বিতীয়-এর সাথে বাগদান সম্পর্কিত। সন্তান-সন্ততিবিহীন এই জুটির বিয়ের পরিণতি ছিল দুঃখজনক। তার ওপর মেরি স্টুয়ার্টের স্কটল্যান্ডে ফিরে যাওয়া নিয়ে তাঁর দেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার সম্পর্কও খারাপের দিকে মোড় নিতে থাকে। তারপর ফ্রান্সিস যখন আচমকা কোমায় গিয়ে মারা যান, তখন তাঁর বয়স আঠারোও পুরো হয়নি (সতেরো বছর দশ মাস পনেরো দিন)। অস্ট্রিয়ার এলিজাবেথের সাথে যখন তাঁর ছোটো ভাই চার্লস নবমের বাগ্‌দান হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর।

ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তাসক্যানির রাষ্ট্রদূত নিকোলো টরনাবুনি ফ্লোরেন্সের ডিউক কসিমোকে একটা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি জানান, "রাজার রোগমুক্তির বিষয়টা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নস্ত্রাদামাস তাঁর এ মাসের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন, রাজপ্রাসাদ এক অজ্ঞাত রোগে তার দুজন তরুণ সদস্যকে হারাবে।" ফ্রান্সিস দ্বিতীয় ৫ ডিসেম্বর কোমায় থাকা অবস্থাতেই মারা যান। ভালোইস পরিবারের সবচেয়ে কনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী, রোচে-সুর-ইয়নও একই মাসে মারা যান।

ততদিনে দেশ-বিদেশের সর্বত্র সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে নস্ত্রাদামাসের। ১৫৬১ সালের জানুয়ারি মাসে স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত, চান্টনি তাঁর রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে চিঠিতে জানান, "সবাই দেখেছে এক মাসের মধ্যে রাজপ্রাসাদ তাদের প্রথম ও শেষ সদস্যকে হারিয়েছে। এই অপূরণীয় ক্ষতি রাজদরবারকে একেবারে ছবির করে ফেলেছে। এই সূত্র ধরে নস্ত্রাদামাসকে উৎসাহ না দিয়ে বরং তার বই যাতে বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়, প্রশাসনের যত দ্রুত সম্ভব সেই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কারণ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মানুষকে কুসংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে শুরু করেছে।"

মে মাসে ভেনিসের রাষ্ট্রদূত মাইকেল সুরিয়ানো ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা অন্য এক চিঠিতে জানান, "বিখ্যাত নস্ত্রাদামাসের আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণী সারা ফ্রান্সে প্রচার হয়ে গেছে। সেটায় বলা হয়েছে, রানীমাতা ভবিষ্যতে তাঁদের তিন ভাইকেই রাজা হিসেবে দেখতে পাবেন।" (Archives Nationales-এ সংরক্ষিত আছে সে চিঠি।)

এই সময় অরেঞ্জের বিশপের কাছ থেকে একটা চিঠি পান নস্ত্রাদামাস। তাতে চুরি যাওয়া দু'টো রূপোর পানপাত্রের সন্ধান জানানোর অনুরোধ করা হয় নস্ত্রাদামাসকে।

তিনি সে চিঠির যে জবাব দিয়েছিলেন, তা আজও (Arles archives)-এ সংরক্ষিত আছে। তার সাথে একটা রাশিচক্র ছিল, যদিও বিস্তারিত নয়। জবাবটা ছিল এরকম : খুব দ্রুত পাত্র দুটো উদ্ধার করা না গেলে বিশপ সংক্রামক জীবাণুবাহী মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হবেন। আর যে ওগুলো চুরি করেছে, তার ঘৃণিত মরণ হবে। নস্ত্রাদামাস বিশপকে পরামর্শ দেন, প্রাকাশ্যে কোথাও একটা চিঠি টাঙিয়ে দিয়ে সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে। অবশ্য এ পরামর্শ কোনো কাজে এসেছিল কি না, আমরা তা জানতে পারিনি।

নস্ত্রাদামাস সে সময় নিজের চারপাশের সবকিছুর ব্যাপারে কতখানি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তা নিয়ে চমৎকার একটি গল্প চালু আছে। এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাড়ির সামনে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে সামনে দিয়ে একটু দূরের বনের দিকে হেঁটে গেল। যাওয়ার সময় মেয়েটি তাঁকে উদ্দেশ করে বলল :

"বনজিউর, মঁশিয়ে নস্ত্রাদামাস।"

জবাবে তিনি বললেন :

"বনজিউর, ফিলেট (বালিকা)।"

একটু পর মেয়েটি বন থেকে ফিরে নিজেদের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় আরেকবার সম্ভাষণ বিনিময় হল দুজনের। মেয়েটির সম্ভাষণের জবাবে নস্ত্রাদামাস বলেছিলেন : *"বনজিউর, পেটিট ফেমি (ছোটো মহিলা)।"*

মেয়েটি যে বনে গিয়ে সতীত্ব হারিয়ে এসেছে, তা বুঝতে পেরেই তিনি সম্বোধন পাল্টে তাকে "*বালিকা*" থেকে "মহিলা" বানিয়ে দিয়েছিলেন।

স্যাভয়ের ডিউক ১৫৫৯ সালের বসন্তে নিস যাওয়ার পথে স্যালনে যাত্রাবিরতি করেন। একই বছরের গোড়ার দিকে হেনরি দ্বিতীয়-এর বোন মারগুয়েরিট বিয়ে করেন তিনি, এবং সেই বিয়ের উৎসবেরই এক পর্যায়ে দুঃখজনক মৃত্যু বরণ করেন হেনরি। স্যালনে এসে ডিউক জানতে পারলেন তাঁর রাজ্যে মহামারী শুরু হয়েছে, অতএব ঠিক করলেন কিছুদিন সেখানেই থেকে যাবেন।

বছরের শেষদিকে মারগুয়েরিট এসে তাঁর সাথে যোগ দিলেন। তাঁর আসার খবরে অনেক দেয়াল লিখন আর ঐতিহ্যবাহী তোরণ তৈরি হল স্যালনে, উৎসবে মেতে উঠল খুদে প্রোভেনসাল শহরটি। বড়ো ছেলে সিজার নস্ত্রাদামাস লিখেছেন, "প্রিন্সেস ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ত্রাদামাসকে দীর্ঘ সময় ধরে আপ্যায়ন করেছেন এবং অনেক সম্মান দেখিয়েছেন।"

১৫৬১ সালে ডিউক আর প্রিন্সেস নস্ত্রাদামাসের কাছে তাঁদের ভবিষ্যৎ সন্তানের কোষ্ঠী তৈরি করে দেয়ার অনুরোধ করেন। সেই সন্তান ছিলেন পরবর্তীকালের নামকরা চার্লস-ইমানুয়েল। নস্ত্রাদামাস ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাঁদের সন্তান বড়ো হয়ে একদিন বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। কথাটা পরে ফলে যায়।

১৫৬৪ সালে রানী রিজেন্ট, ক্যাথেরিন, ঠিক করেন তিনি দ্বিতীয় ছেলে চার্লস নবম এবং পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে রাজকীয় শোভাযাত্রাসহ ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে যাবেন। কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেকার উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেন রানী। শোভাযাত্রা দু বছর ধরে চলার পর স্প্যানিশ বর্ডারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জামাই ফিলিপ দ্বিতীয় এবং মেয়ে এলিজাবেথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। প্রোভেনসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি স্যালন হয়ে নস্ত্রাদামাসের সাথে দেখা করে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

অক্টোবর মাসের সতেরো তারিখ বেলা তিনটার দিকে রানীর শোভাযাত্রা স্যালন পৌঁছান। তার কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে মহামারী ছড়িয়ে পড়ায় শহরে লোকজন বলতে গেলে ছিল না, ফলে রাজকীয় শোভাযাত্রার জন্য নতুন বিজয় তোরণ নির্মাণ করা বা দেয়াল লিখনের কাজ, সবকিছুই অসমাপ্ত থেকে যায়। এই অবস্থা দেখে রাজা খেপে গিয়ে সবাইকে শহরে ফিরে আসার এবং তাদের জন্য কঠিন সাজার ফরমান জারি করেন।

নস্ত্রাদামাসের অবস্থা সে সময়ে বাতের ব্যথায় খুব সঙ্গীন ছিল, তাই রাজা-রানীকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতে অস্বীকার করেন তিনি। পরে রাজকীয় দম্পতি যখন তাঁর সাথে দেখা করার ইচ্ছের কথা বলেন, তখন তাঁদের সাথে দেখা করেন তিনি। সিজার বর্ণনা করেছেন, "এক হাতে ভেলভেটের হ্যাট, অন্য হাতে রুপোর হাতলওয়ালা মালাক্কা ছড়িতে ভর দিয়ে তাঁদের শ্যাতোয় যান নস্ত্রাদামাস।"

রানী রিজেন্ট তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে দেখতে চান, এমনকি কোলের শিশু ডায়ানাকে পর্যন্ত। পরে তিনি এডওয়ার্ড অব আনজু ; যিনি শেষ ভালোইস রাজা হেনরি তৃতীয় ছিলেন, তাঁর কোষ্ঠী রচনা করার জন্য নস্ত্রাদামাসকে অনুরোধ করেন। কাজটা শেষ হতে ছোটো সন্তান একদিন ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারবেন জেনে খুশি হন মারগুয়েরিট।

তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না যে তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যেকার এক বালকভৃত্য, যে ফরাসি সিংহাসনের নতুন দাবিদার হতে যাচ্ছে–বিশ্ব তাকে চতুর্থ হেনরি অব নাভারে হিসেবে দেখতে পাবে। নস্ত্রাদামাস ছেলেটাকে দেখামাত্র তা

বুঝতে পারেন। তাই তাকে উলঙ্গ অবস্থায় আরো ভালোমত দেখতে চেয়েছিলেন যাতে তার দেহের তিলের অবস্থান দেখে সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রথমদিন তা সম্ভব হয়নি, কারণ তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে পালিয়ে যায় ছেলেটি। পরদিন তার প্রতিটা তিলের অবস্থান দেখে নস্ত্রাদামাস ভবিষ্যদ্বাণী করেন, একদিন ফ্রান্সের রাজা হবে সে।

রাজকীয় দলটি এরপর স্যালন থেকে বিভিন্ন শহর হয়ে আরলেসের দিকে যাত্রা করে। চার্লস নবম নস্ত্রাদামাসের জন্য ২০০ সোনার ক্রাউন উপহার পাঠিয়ে দেন। রানী পাঠান আরো একশো ক্রাউন। তিনি তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত ডাক্তারের পদে নিয়োগ দেন। ফলে বেতন, মর্যাদাসহ কিছু কিছু বাড়তি সুবিধে হয় নস্ত্রাদামাসের। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

রাজ পরিবারের এই সফর ফরাসি দরবারের নতুন স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূত, ডন ফ্রান্সিসকো ডি আলভার কারণে ইংরেজ জাতির ইতিহাসের যাত্রাপথের সাথে অন্য এক সাইড লাইনের সৃষ্টি করে। আগের রাষ্ট্রদূত, চ্যান্টনির মতো তাঁরও নস্ত্রাদামাসের জন্য কোনো বিশেষ অনুরাগ ছিল না। সে সময় ফিলিপ দ্বিতীয়কে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "আগামীকাল এক ভদ্রলোককে গোপনে ইংল্যান্ডের রানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠানো হবে।" ধারণা করা হয় এই ভদ্রলোকটি ছিলেন থ্রকমর্টন, ফ্রান্সের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। "আমি জানি রাষ্ট্রদূত খুব হিংসুটে। প্রথম যেদিন রাজা ও রানী নস্ত্রাদামাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন, সেদিনই তিনি ঘোষণা করেন, রাজা ইংল্যান্ডের রানীকে (এলিজাবেথ প্রথম) বিয়ে করবেন।"

এলিজাবেথ এই বলে কৌশলে তার জবাব দেন, "আমার স্বামী হওয়ার ব্যাপারে চার্লস নবম যেমন খুব বড়ো, আবার তেমনি খুব ছোটো।" পরে নস্ত্রাদামাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ডাক ডি আনজু (পরবর্তীকালে রাজা হেনরি তৃতীয়) তাঁর তুলনায় বেশি বয়স্ক কুমারী রানীর পাণি প্রার্থনা করবেন।

বয়সের সাথে সাথে রাজনৈতিক চাপ ও গেঁটে বাতের কামড় সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠতে থাকে নস্ত্রাদামাসের জন্য। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম দু' বছর আনুকূল্য আর সম্মানের মধ্যে দিয়ে ভালোই কাটে। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমে পঙ্গুই হয়ে যান তিনি। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা হয়ত অনুচিত হবে না যে, এ বইয়ে যত ভবিষ্যদ্বক্তার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আর দু-একজনের মতো নস্ত্রাদামাসও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

এক্ষেত্রে আধুনিককালের আরেক ভবিষ্যদ্বক্তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন আমেরিকান জ্যোতিষী এডগার কেসি। তিনি একজন সফল ভবিষ্যদ্বাণীকারক হয়েও তা থেকে কখনো টাকা আয় করতে সক্ষম হননি বা করেননি। তাঁর পরিবার ও নির্ভরশীলরা সম্ভবত ভাবত, এই সূত্র থেকে আয় করলে

তাঁকে ক্ষমতাটা হারাতে হবে। কিন্তু নস্ত্রাদামাসের সেসব নিয়ে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না।

জুন মাসের শেষদিকে জলউদরী বা পেটফোলা রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন নস্ত্রাদামাস। যেহেতু তিনি নিজে ডাক্তার, সেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই। জুলাই মাসের ১ তারিখে স্থানীয় ফ্রান্সিসকান ফ্রেয়ারকে তাঁর কনফেশন শোনার এবং বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ডেকে পাঠান তিনি। সেদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সেক্রেটারি শাভিগনি তাঁকে শুভরাত্রি জানাতে এলে নস্ত্রাদামাস বলেন, আগামী দিনের সূর্যোদয় দেখা তাঁর ভাগ্যে নেই–"trouve tout mort entre le lit et le banc."

জীবনের শেষ ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্যি হল। পরদিন সকালে তাঁকে একটা বেঞ্চে শোয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। সরাসরি খাটে উঠতে তাঁর সমস্যা হত বলে খাটের গা ঘেঁষে একটা বেঞ্চ পাতা হয়েছিল, যাতে সেটায় পা রেখে সহজে উঠতে পারেন। সেই বেঞ্চের ওপর শুয়ে শেষ নিশ্বাস ছেড়েছেন মাইকেল ডি নস্ত্রাদামাস।

অতীত প্রমাণ

কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা ও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর মানুষ আস্থা রাখবে কি রাখবে না, সে জন্য যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাহল বক্তা ও তার বাণীর খাঁটিত্ব প্রমাণিত হওয়া।

সম্ভব হলে ভবিষ্যদ্বক্তার বেঁচে থাকা অবস্থায় সেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেসব পূরণ হতে দেখা। মৌখিক ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত অস্পষ্ট এবং বিকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এটাও জরুরি যেন পাঠক ভবিষ্যদ্বাণীর দর্শন বুঝতে পারে।

একজন ভবিষ্যদ্বক্তার কাজ হল সময় থাকতে মানুষকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের ব্যাপারে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সতর্ক করা। ভবিষ্যদ্বক্তারা হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা সরবরাহকারী। সবাইকে মনে রাখতে হবে, তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে মুদ্রার এক পিঠ।

মানুষ ইচ্ছে করলে ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতেও পারে। তাহলে ভবিষ্যদ্বক্তা এবং তাঁর বাণী ভুল প্রমাণিত করতে পারার একটা সম্ভাবনা থাকে।

নস্ত্রাদামাসসহ সকল ভবিষ্যদ্বক্তাই ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে সেগুলো সত্যি সত্যি ভুল, নাকি জ্যোতিষতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যগত কোনো ভুল, না মানুষ কাজের মাধ্যমে ভবিতব্যকে পাল্টে দেয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী "ভুল" হয়ে গেছে, তা বোঝা মুশকিল।

এ প্রসঙ্গে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের নিয়োজিত জ্যোতিষী, হ্যানস আর্নস্ট ক্র্যাফটের একটা ভবিষ্যদ্বাণীকে চমৎকার উপমা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, হিটলার বিপদে আছেন (৬.৫১)। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করা না হলে হিটলারের মৃত্যু ঘটতে পারত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখনো না-ও ঘটতে পারত এবং সম্ভবত নস্ত্রাদামাসের দ্বিতীয় খ্রিষ্টশত্রু (এন্টিক্রাইস্ট) হয়ত ক্ষমতায় আসতে পারত না।

আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে হয়ত একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষের পক্ষেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। কিন্তু যখন নস্ত্রাদামাসের মতো ব্যতিক্রমী একজন আমাদের সামনে সঠিক মানুষ, তারিখ, স্থান এবং চার শতকের মতো দীর্ঘকাল পরের সময়ের সফল ভবিষ্যদ্বাণী হাজির করেন ; এবং তার

একটা ঘটনা অন্যটার সাথে সংযুক্ত, তখন একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না যে তাঁর মধ্যে এক ধরনের বিশেষ ক্ষমতা না থেকেই পারে না।

তবে আর সব ভবিষ্যদ্বক্তার মতো নস্ত্রাদামাসেরও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যা যা দেখতেন, তার সবটার অর্থ কখনো কখনো বুঝতেন না। অথবা নিজের ষষ্ঠদশ শতকের শব্দ ভাণ্ডারের সাহায্যে তা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারতেন না। পারতেন না কারণ প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না তখন।

যে কারণে ৫.৮ পদ্যে নস্ত্রাদামাস ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বোমাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

Sera laisse le feu vif, mort cache
Dedans les globes horrible espouvantable ...

ভয়ঙ্কর গোলকের মধ্যে আটকে রাখা দাউ দাউ আগুন
আর লুকানো মৃত্যু ছেড়ে দেয়া হবে ...

নস্ত্রাদামাস উপযুক্ত শব্দের অভাবে ৬.৩৪ পদ্যে রকেটকে বর্ণনা করেছেন উড়ন্ত আগুনের মেশিন বলে। যেমন :

Du feu volant ls machination ...

তাঁর ভাষায় সাবমেরিন ছিল ভেতরে মানুষ বসানো লোহার তৈরি মাছ, যেগুলো সাধারণত যুদ্ধ করার প্রয়োজনে পানির তলা দিয়ে চলাচল করে।

Qu'en dans poisson fer et lettres enfermee
Hors sortira qui puis fera la guerre.

গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ লোহার মাছের ভেতরে রেখে দেয়া হয় কেউ একজন এসে সেগুলো নিয়ে যাবে এবং যুদ্ধ শুরু হবে বলে। পদ্য ৪.৪৩-এ আকাশে যুদ্ধ করার যন্ত্রের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন : *Seront ouis au ciel les armes battre ...* বলে। এইসব শব্দের ব্যবহার বিংশ শতকের লোকজনের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট, কিন্তু নস্ত্রাদামাসের সমসাময়িকদের মানুষদের কাছে ব্যাপারটা মোটেও তা ছিল না। তাঁর উড়ন্ত মেশিন, প্লেন ইত্যাদি জিনিসগুলোর ধারণা এবং সেগুলোর যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে ব্যবহারের ধারণা ছিল একদম জীবন্ত।

Les fleurs passes diminue le monde.
Long temps la paix terres inhabitees ;

Seul marchera par ciel, terre, mer et onde,
puis de nouveau les guerres suscitees.

1.63

মহামারীর জীবাণু ধ্বংস হবে, পৃথিবী ছোট হয়ে আসবে, মানুষ দীর্ঘদিন শান্তিতে থাকবে। নিরাপদে আকাশ, মাটি ও সাগরে ভ্রমণ করবে। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হবে।

পদ্যটিতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয় আছে। তা হল, নস্ত্রাদামাস জানতে পেরেছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীতে মানুষ আকাশপথে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে এবং তার ফলে সমগ্র পৃথিবী সহজগম্য হয়ে উঠবে–আরেক অর্থে পৃথিবী "ছোটো হয়ে আসবে"।

তাহলে বলতেই হবে, ১৯৪৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত চলে আসা তথাকথিত বিশ্ব শান্তির যুগের আসলে বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কারণটা খুব সহজ। কেননা নস্ত্রাদামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে এই শান্ত পরিবেশ যে কোনো মুহূর্তে অশান্ত হয়ে উঠতে পারে।

তাঁর ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবাণু কথাটির অর্থ হতে পারে কোনো রোগ-শোক বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কোনো প্রতিক্রিয়া। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে প্লেনে পাইলটদের অক্সিজেনের এবং রেডির সাহায্যে মাটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন হবে। এই দুটো বিষয় এবং শব্দ ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে পরের পদ্যের (১.৬৪) মর্মার্থ খুব সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

De nuict soleil penseront avoir veu
Quant le pourceau demi-homme on verra ;
Bruict, chant, bataille au ciel battre aperceu ;
Et bestes brutes a parler lon arra.

1.64

রাতের বেলায় তাদের মন হবে তারা সূর্য দেখতে পেয়েছে, তখন অর্ধেকটা শুয়োরের মতো দেখতে মানুষ চোখে পড়বে তাদের। কোলাহল, চিৎকার-চেঁচামেচি আর আকাশে যুদ্ধ হতে দেখা যাবে। বর্বর পশুদেরকে কথা বলতে শোনা যাবে।

নস্ত্রাদামাস আকাশ যুদ্ধের একটা চমৎকার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন এই পদ্যে–রাতের বেলা সূর্য বলতে এখানে হয়ত বোমা বিস্ফোরিত হতে দেখা বা সার্চ লাইট জ্বলে

উঠতে দেখা বুঝিয়েছেন তিনি। শুয়োরের মতো চেহারার মানুষ : এই কথাটির ব্যাখ্যা '৭৩ সালে প্রকাশিত আমার *The Prophecies of Nostradamus*-এর আগে কেউ দিতে পারেননি।

আমার মতে কথাটা বলা হয়েছে অক্সিজেন মাস্ক, হেলমেট, গগলস ইত্যাদি পরা পাইলটকে বোঝাতে। অক্সিজেন মাস্ক দেখতে আদতেই শুয়োরের সরু মুখের মতো। আকাশ যুদ্ধের কথাও একদম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এটায়। চিৎকার-চেঁচামেচি বলতে সম্ভবত প্লেন থেকে ফেলে দেয়া বোমার বাতাস কেটে পৃথিবীর দিকে নেমে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। "*apercu*" বা মানুষ, মাটি থেকে আকাশ যুদ্ধ পরিষ্কার দেখতে পাবে। পদ্যের শেষ লাইনটির অর্থ বোঝা জরুরি। প্লেনকে বা "*bestes brutes* "-কে কথা বলতে শোনা যাবে–এর অর্থ কী হতে পারে ? রেডিও যোগাযোগের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে?

এই পদ্যটি আমাকে নিশ্চিতভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে যে নস্ত্রাদামাসের অন্তর্দৃষ্টি ছিল দ্বি-মাত্রিক। অর্থাৎ অডিও-ভিজুয়াল। তিনি ভবিষ্যৎ শুধু দেখতেই পেতেন না, বরং শুনতেও পেতেন। পদ্যে বর্ণিত সময় সম্পর্কে পাঠক যাতে নিশ্চিত হতে পারেন, নস্ত্রাদামাস সেজন্য বিশেষ শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করতেন। এই "ট্রিগার শব্দগুলোর" গুরুত্ব অনেক। এর একটা সুন্দর উদাহরণ হল, নেপোলিয়নের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ফ্রান্সকে তিনি কিংডম বলে উল্লেখ করেছেন, তারপর সেটা হয়ে গেল সাম্রাজ্য, একজন সম্রাটসহ।

এরকম উপমা আরো দেয়া যায়। কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা যখন বিশেষ কোনো ঘটনার তারিখ উল্লেখ করেন, যা তাঁর মৃত্যুর একশো বা তারও বেশি বছর পরে ঘটার কথা, এবং তা ফলে যায়, তখন আর অবিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না।

৬.৭৪ পদ্যে নস্ত্রাদামাস ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেটা ছিল এরকম :

La dechassee au regne tournera
Ses ennemis trouves des donjures ;
Plus que jamais son temps triomphera
Trois et septante a mort trop asseures.

6.74

যাঁকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল, তিনি আবার রাজ্যে ফিরে আসবেন, ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তাঁর শত্রুদের পাওয়া যাবে। জীবনে সবচেয়ে বেশি জয়োল্লাস করবেন তিনি ; তিন অথবা সত্তর বছর বয়সে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

'যাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল, তিনি আবার রাজ্যে ফিরে আসবেন! জনপ্রিয়তায় ধস নামায় ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির কাছে নির্বাচনে হেরে মতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতের কংগ্রেস পার্টিকে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের এলাকা থেকেও জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু কয়েক মাস পরই জনতা পার্টির নতুন সরকারের পতন ঘটলে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় বসেন এবং যথেষ্ট সতর্কতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে থাকেন।

তৃতীয় লাইনের 'জীবনে সবচেয়ে বেশি উল্লাস করবে,' কথাটার অর্থ কী হতে পারে? তাঁর মৃত্যুর আভাস দেয়া হয়েছে এ কথার মাধ্যমে ? ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দফায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর নিজ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭।

'৩ এবং ৭০ বছরে মৃত্যু সুনিশ্চিত,' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন নস্ত্রাদামাস? তাঁর শেষবারের দেশ শাসন ৩ বছরের মত স্থায়ী হবে, এবং মৃত্যু হানা দেবে ৭০ থেকে সেই ৩ বছর আগে?

Croistra le nombre si grand des astronomes,
Chassez, bannis, et livres censurez.
L'an mil six cents et sept par sacre glomes
Que nul aux sacres ne seront asseurez.

8.71

জ্যোতিষীরা সংখ্যায় এত বেশি বেড়ে যাবে যে ১৬০৭ সালে পবিত্র সংগঠন তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, তদের বই নিষিদ্ধ করা হবে। সেন্সর করা হবে। তার হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

প্রায়োগিক দিক থেকে এটা হয়ত ভূমিকম্প ঘটিয়ে দেয়ার মতো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। কিন্তু এখানে পাঠকদেরকে যা মনে রাখতে হবে, তা হল জ্যোতিষবিদ্যার গুরুত্ব নস্ত্রাদামাস ও তাঁর ঐতিহ্যের ধারক অন্যদের কাছে ছিল অপরিসীম। তাছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী একদম সত্যি ছিল।

ভ্যাটিকেনকে কেন্দ্র করে ১৬০৯ সালে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেন নস্ত্রাদামাস। পুরোপুরি খাটেনি সেটা, তবে মানুষের নজর আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটা এরকম :

Clerge Romain l'an mil six cens et neuf,
Au Chef de l'an fears election.
D'un gris et noir de la Compagne issu
Qui onc ne feut si maling.

10.91

১৬০৯ সালের প্রথম দিকে রোমান গির্জার যাজকমণ্ডলী তাঁদের নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট দেবে। কমপানিয়া থেকে আসবে কালো ও ধূসর রঙের একজন, তার মতো ধূর্ত মানুষ আর হতে পারে না।

পোপ পল পঞ্চম ভ্যাটিকেনের ক্ষমতায় ছিলেন ১৬০৫ থেকে ১৬২১ সাল পর্যন্ত। অতএব প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল। কিন্তু ১৬০৯ সালে একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখনকার অফিসিয়াল চিঠিপত্র এবং রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর দুর্ভাগ্যজনক সম্ভাব্য মৃত্যুর ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও রোমের মধ্যে প্রচুর ষড়যন্ত্র ও পাল্টা ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটে।

ধূসর গাউন পরা মঙ্করা ছিল ফ্রান্সিসকান রীতির, এবং কালো গাউন পরা মঙ্করা বেনেডিক্টান। তখনকার সময়ে উভয় পক্ষই রাজনৈতিকভাবে প্রবল ক্ষমতাবান ছিল।

এরচেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল লন্ডন শহরের ১৬৬৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড নিয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে পাঠককে মনে রাখতে হবে, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তারিখ লেখা হত প্রথম অঙ্ক বাদ দিয়ে–যেমন ১৬৬৬ সালকে লেখা হত ৬৬৬ সাল। সে আমলের কোনো কবরের ফলকের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পরের পদ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে।

Le sang de juste a Londres sera faulte
Brules par fouldres de vingt trois les six ;
La dame antique cherra de place haute
Des mesme secte plusieurs seront occis.

2.51

লন্ডনের কাছে ন্যায়বিচারের রক্ত দাবি করা হবে, তিনবার আগুনে ভস্মীভূত হবে। প্রাচীন মহিলা তার উঁচু আসন থেকে পড়ে যাবে এবং আরো অনেক নামকরা লোক ক্ষমতা হারাবে এবং নিহত হবে।

এখানে একটা নিশ্চিত বিষয় হল, '৬৬ সালে লন্ডন শহরে একবার যে আগুন লেগেছিল, সেটাই ছিল ১৬৬৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পড়ে যাওয়া *dame antique* বলতে সাধারণত ক্যাথেড্রাল অব সেইন্ট পলকে বোঝানো হয়ে থাকে। সেই ক্যাথেড্রালসহ ক্যাথলিকদের অনেকগুলো গির্জা পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে অগ্নিকাণ্ডে। ভীত মানুষজন তাদের কাঠের ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পাথরের নির্মিত গির্জায় গিয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু সেখানেও নির্মম মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি তারা।

আগুনের অসহ্য তাপে সেগুলোও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। *ন্যায়বিচারের* রক্ত বলতে তিনি সম্ভবত যারা অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তাদের মৃত্যু সংগত ছিল না বোঝাতে চেয়েছেন। *ন্যায়বিচারের* রক্ত কথাটা ১১.৫৩ ভবিষ্যদ্বাণীতেও ব্যবহার করেছেন তিনি।

কোনো এক সাগরতীরের শহরে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মৃত্যুর বিনিময়ে যতক্ষণ ন্যায়বিচারের রক্ত শোধ না হবে, ততক্ষণ মহামারী প্রকোপ কমবে না ... মহীয়সী নারী ক্রোধে ক্ষিপ্ত।"

শেষ লাইনে নিশ্চয়ই সেইন্ট পলকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত, কারণ তার কিছুদিন পরই উইলিয়াম তৃতীয়-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যান্ডে আবার নতুন করে প্রোটেস্টান্টবাদ চালু হয়েছিল। পরের ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নাম আর বছরই উল্লেখ করা ছিল না, এমনকি মাসের কথাও উল্লেখ ছিল !

Le tiers climat sous Aries comprins
L'an mil sept cens vingt et sept en October
Le Roy de Prese par ceux d'Egypte prins ;
Conflit, mort, perte: a la croix grand oppobre.

3.77

১৭২৭ সালের অক্টোবর মাসে, তৃতীয় জলবায়ুসহ মেষরাশির প্রভাবে পারস্যের রাজা মিশরীয়দের হাতে ধরা পড়বে। তারপর যুদ্ধ, মৃত্যু, লোকসান : ক্রুশের ওপর দোষারোপ।

প্রথমবার পদ্যটা পড়ার সময় আমার মনে হয়েছিল নস্ত্রাদামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীটায় বোধহয় কোনো ভুল আছে। কিন্তু পরে আরো কয়েকবার পড়ে দেখলাম, না। কোনো ভুল নেই। ঠিকই আছে পদ্যটা। তুরস্ক এবং পারস্যের মধ্যেকার একটা শান্তি চুক্তির মেয়াদ সে বছরের অক্টোবর মাস নাগাদ শেষ হয়ে যায়।

মিশর সে সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তাই নস্ত্রাদামাস দেশটাকে তুরস্কের বদলে মিশর বলে উল্লেখ করেছেন–তাতে আসলে কোনো ভুল ছিল না।

শাহ্ আশরাফ নিজের রাজতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ঘুস হিসেবে এমভান (Emvan), হামাদান (Hamadan) ও টরিস (Tauris) নামের তিনটি বিশাল অঞ্চল তুর্কিদের দান করে দিয়েছিলেন এবং নিজে তাদের সুলতানকে খলিফার আইনগত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান গির্জার পক্ষ থেকে ওই অঞ্চলে কোন ক্রুসেডের আহ্বান করা হয়নি এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষমতাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫৫৮ সালে প্রকাশিত হওয়া সেঞ্চুরিজ-এর দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুর দিকে রাজা হেনরি দ্বিতীয়-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করা চিঠিপত্র পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, নস্ত্রাদামাস ফ্রান্সের তখনকার কঠোর মনোভাবাপন্ন গির্জার ভবিষ্যৎ বিচারের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সেটাকে নস্ত্রাদামাস এভাবে উল্লেখ করেছেন :

Et commencant icelle annee sera faite plus grande persecution a l'Eglise charetienne ... et durera cette ici jusqu'a l'an mil sept cent nonante deux que l'on cuidera etre une reno-vation de siecle.

এই বছরের শুরুতে গির্জা ভীষণভাবে বিচারের সম্মুখীন হবে এবং তা আগামী ১৭৯২ সাল পর্যন্ত চলবে। অনুমান করা হচ্ছে, সেটা ফ্রান্সে সময়ের নতুন অধ্যায়ের শুরু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লব যে ১৭৯২ সাল নাগাদ তার অগ্রগতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সেটাও নস্ত্রাদামাস দেখতে পেয়েছিলেন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। সে বছরই ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং নতুন ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করা হয়। শেষেরটিকে হয়ত সময়ের নবায়ন হিসেবে ধরা হয়।

নেপোলিয়ানের কথা শুধু তারিখ ধরেই উল্লেখ করেননি নস্ত্রাদামাস, তাঁর নাম এবং একান্ত ব্যক্তিগত সিলমোহর–মৌমাছির কথাও বলেছেন।

৪.২৬ নং পদ্যে নেপোলিয়ান এবং তাঁর অনুসারীদেরকে "মৌমাছির ঝাঁক" বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রোভেনসের স্থানীয় ভাষায় লেখা একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেটা।

Lou grand eyssame se levera d'abelhos,
Que non sauran don te siegen venguddos.
De nuech l'embousque, lou gach dessous las treilhos
Cuitad trahido per cinq lengos non nudos.

মৌমাছির বিরাট একটা ঝাঁক দেখা দেবে, কিন্তু কেউ জানবে না কোত্থেকে সেটার উদয় হল। রাতে অ্যামবুশ, আঙুর লতার নিচে অতন্দ্র প্রহরী, শহরে পাঁচটি ভাষাভাষী অবতরণ করবে, উলঙ্গ নয়।

আগুনের অসহ্য তাপে সেগুলোও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। *ন্যায়বিচারের রক্ত* বলতে তিনি সম্ভবত যারা অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তাদের মৃত্যু সংগত ছিল না বোঝাতে চেয়েছেন। *ন্যায়বিচারের রক্ত* কথাটা ১১.৫৩ ভবিষ্যদ্বাণীতেও ব্যবহার করেছেন তিনি।

কোনো এক সাগরতীরের শহরে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মৃত্যুর বিনিময়ে যতক্ষণ ন্যায়বিচারের রক্ত শোধ না হবে, ততক্ষণ মহামারী প্রকোপ কমবে না ... মহীয়সী নারী ক্রোধে ক্ষিপ্ত।"

শেষ লাইনে নিশ্চয়ই সেইন্ট পলকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত, কারণ তার কিছুদিন পরই উইলিয়াম তৃতীয়-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যান্ডে আবার নতুন করে প্রোটেস্টান্টবাদ চালু হয়েছিল। পরের ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নাম আর বছরই উল্লেখ করা ছিল না, এমনকি মাসের কথাও উল্লেখ ছিল !

Le tiers climat sous Aries comprins
L'an mil sept cens vingt et sept en October
Le Roy de Prese par ceux d'Egypte prins ;
Conflit, mort, perte: a la croix grand oppobre.

3.77

১৭২৭ সালের অক্টোবর মাসে, তৃতীয় জলবায়ুসহ মেষরাশির প্রভাবে পারস্যের রাজা মিশরীয়দের হাতে ধরা পড়বে। তারপর যুদ্ধ, মৃত্যু, লোকসান : ক্রুশের ওপর দোষারোপ।

প্রথমবার পদ্যটা পড়ার সময় আমার মনে হয়েছিল নস্ত্রাদামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীটায় বোধহয় কোনো ভুল আছে। কিন্তু পরে আরো কয়েকবার পড়ে দেখলাম, না। কোনো ভুল নেই। ঠিকই আছে পদ্যটা। তুরস্ক এবং পারস্যের মধ্যেকার একটা শান্তি চুক্তির মেয়াদ সে বছরের অক্টোবর মাস নাগাদ শেষ হয়ে যায়।

মিশর সে সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তাই নস্ত্রাদামাস দেশটাকে তুরস্কের বদলে মিশর বলে উল্লেখ করেছেন–তাতে আসলে কোনো ভুল ছিল না।

শাহ্ আশরাফ নিজের রাজতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ঘুস হিসেবে এমভান (Emvan), হামাদান (Hamadan) ও টরিস (Tauris) নামের তিনটি বিশাল অঞ্চল তুর্কিদের দান করে দিয়েছিলেন এবং নিজে তাদের সুলতানকে খলিফার আইনগত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান গির্জার পক্ষ থেকে ওই অঞ্চলে কোন ক্রুসেডের আহ্বান করা হয়নি এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষমতাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫৫৮ সালে প্রকাশিত হওয়া সেঞ্চুরিজ-এর দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুর দিকে রাজা হেনরি দ্বিতীয়-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করা চিঠিপত্র পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে, নস্ত্রাদামাস ফ্রান্সের তখনকার কঠোর মনোভাবাপন্ন গির্জার ভবিষ্যৎ বিচারের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সেটাকে নস্ত্রাদামাস এভাবে উল্লেখ করেছেন :

Et commencant icelle annee sera faite plus grande persecution a l'Eglise charetienne ... et durera cette ici jusqu'a l'an mil sept cent nonante deux que l'on cuidera etre une renovation de siecle.

এই বছরের শুরুতে গির্জা ভীষণভাবে বিচারের সম্মুখীন হবে এবং তা আগামী ১৭৯২ সাল পর্যন্ত চলবে। অনুমান করা হচ্ছে, সেটা ফ্রান্সে সময়ের নতুন অধ্যায়ের শুরু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লব যে ১৭৯২ সাল নাগাদ তার অগ্রগতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সেটাও নস্ত্রাদামাস দেখতে পেয়েছিলেন। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। সে বছরই ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং নতুন ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করা হয়। শেষেরটিকে হয়ত সময়ের নবায়ন হিসেবে ধরা হয়।

নেপোলিয়ানের কথা শুধু তারিখ ধরেই উল্লেখ করেননি নস্ত্রাদামাস, তাঁর নাম এবং একান্ত ব্যক্তিগত সিলমোহর–মৌমাছির কথাও বলেছেন।

৪.২৬ নং পদ্যে নেপোলিয়ান এবং তাঁর অনুসারীদেরকে "মৌমাছির ঝাঁক" বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রোভেনসের স্থানীয় ভাষায় লেখা একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেটা।

Lou grand eyssame se levera d'abelhos.
Que non sauran don te siegen venguddos.
De nuech l'embousque, lou gach dessous las treilhos
Cuitad trahido per cinq lengos non nudos.

মৌমাছির বিরাট একটা ঝাঁক দেখা দেবে, কিন্তু কেউ জানবে না কোত্থেকে সেটার উদয় হল। রাতে অ্যামবুশ, আঙুর লতার নিচে অতন্দ্র প্রহরী, শহরে পাঁচটি ভাষাভাষী অবতরণ করবে, উলঙ্গ নয়।

এই ব্যতিক্রমধর্মী পদ্যটিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ১৮ই ব্রুমেরি (৯ নভেম্বর), ১৭৯৯-এর কুপ ডি আঁতাতের (অভ্যুত্থানের) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন নস্ত্রাদামাস। মৌমাছি ছিল নেপোলিয়নের প্রতীক। পাঁচটা ভাষা বলতে যে পাঁচজন প্যারিসকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই পাঁচ সদস্যের কথা বোঝানো হয়েছে। ডিরেক্টরির সদস্য ছিল তারা, যাদেরকে ঘুস *(non nudos)* দেয়া হয় কনসাল পদ নেপোলিয়নকে দেয়ার জন্য। ডিরেক্টরির অফিসিয়াল ইউনিফর্ম পরে ছিল তারা, তাই এটায় "উলঙ্গ নয়" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ছিল নস্ত্রাদামাসের একটা আদর্শ কৌশল।

নেপোলিয়নের কুপের পরিকল্পনা করা হয়েছিল মাত্র একদিন আগে। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, "las treilhos" হচ্ছে Tuileries শব্দের বদলে তৈরি করা শব্দ–পদক্ষেপ সফল হয়েছে জানতে পেরে যার মধ্যে অবস্থান নেন তিনি। ৮.১ নং পদ্যে নেপোলিয়নকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন নস্ত্রাদামাস :

PAU NAY LORON plus feu qu'a sang sera
Laude nager, fuire grand au surrez.
Les agassas entree refusera
Ponpon, Durance, les tiendra enserrez.

PAU NAY LORON আগুনের চেয়ে রক্তের বেশি হবে, মহানের বন্দনায় সাঁতার কেটে নদীর সঙ্গমে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। সে ম্যাগপাইদের মাঝে যেতে অস্বীকার করবে। পমপন ও ডিউরেন্স তাদের বন্দি করে রাখবে।

প্রথম তিনটি শব্দ পশ্চিম ফ্রান্সের তিনটি শহরের নাম হলেও নস্ত্রাদামাস সম্ভবত জায়গা বদলে মানুষের নামই বোঝাতে চেয়েছেন। বড়ো হাতের প্রথম তিন শব্দ হয়ত অ্যানাগ্রাম, বা শব্দের বদলে তৈরি করা শব্দ। PAU NAY LORON বদলে নিলে হয় NAPAULON ROY, অর্থাৎ সম্রাট নেপোলিয়ন (নেপোলিয়ন দ্য কিং)।

একে নেপোলিয়নের নামের বানানের ক্ষেত্রে "o"-এর বদলে "au" ব্যবহার করা ছিল সাধারণ বিষয়, তাছাড়া ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রচলিত বানানও তেমন নির্ভরযোগ্য ছিল না।

Assega, Magpie এবং Pius হচ্ছে দুই পোপ, পায়াস ষষ্ঠ এবং পায়াস সপ্তম। তাঁদেরকে নেপোলিয়ন বন্দি করেছিলেন। নদীর সঙ্গম বলতে ভ্যালেন্সির কথা বলা হয়েছে–যেখানে রোন (Rhone) ও ইসার (Isere) নদীর সঙ্গমস্থল রয়েছে। ১৭৯৮-১৭৯৯ সালে পোপ পায়াস ষষ্ঠকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নদীতে ফেলে হত্যা করার জন্য।

পোপ পায়াস সপ্তমকে ১৭৮২ সালে প্রথমে স্যাভোনা নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ফন্টেইনারিউতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে লক্ষ করার মতো একটা বিষয় হল, এই দুজনের কাউকেই ডিউরেন্সে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়নি। কিন্তু ডিউরেন্স এভিগননের কাছেই অবস্থিত।

১৭৯১ সাল পর্যন্ত সেটা ভ্যাটিকেনের অধীনে ছিল। ডিউরেন্স ও রোন সেখানেই মিলিত হয়েছে। মাস, তারিখসহ হত্যাকাণ্ডের একটি ঘটনা পাওয়া যাবে ৩. ৯৬ নং পদ্যে। সেটা এরকম :

Chef de Fossan aura gorge coupee,
Par le ducteur du limier et levrier ;
Le faict patre par ceux de mont Tarpee,
Saturne en Leo 13 de fevrier.

যারা ব্লাডহাউন্ড ও গ্রেহাউন্ড অনুশীলন করে, ফোসানা থেকে আগত নেতাকে জবাই করে মারবে তারা। টারপিয়ান রকের লোকদের দ্বারা ১৩ ফেব্রুয়ারি, যখন শনি সিংহে প্রবেশ করবে, তখন হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হবে।

ফোসানোর নেতাকে শনাক্ত করা কঠিন। সে হয়ত বেরির ডাক (Duc), যার দাদা ছিলেন সার্ডিনিয়ার ফোসানোর রাজা। তাই যদি হয়, তাহলে পরেরটুকু সম্পূর্ণ মিলে যায়। হত্যাকারী রাজকীয় ঘোড়াশালে কাজ করত, তার নাম লভেল। সে ছিল একজন রিপাবলিকান। প্রাচীনকালে রিপাবলিকান শাসিত গ্রিসে অপরাধীদেরকে ধরে টারপিয়ান পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত।

শনি কুম্ভকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই জ্যোতিষতত্ত্বের মতে কুম্ভ যখন সিংহের বিপরীতে অবস্থান করে, তখন তাকে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়ে থাকে। ফোসানোর এই রাজকীয় ঘোড়াশালের কর্মচারীটিকে নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অপেরা থেকে ফেরার সময় ছুরি মেরে হত্যা করা হয়।

পরের পদ্যটি নস্ত্রাদামাসের বেশকিছু ভুল, ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি। এই পদ্যে সময় এবং কয়েকটা নামেরও উল্লেখ আছে।

Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceulx de Tunes, de Fez, et de Bugie.
Par les Arabes captif le Roi Maroq.
L'an mil six cens et sept, de Liturgie.

6. 54

দিনের আলো ফোটার সময় দ্বিতীয়বার কাক ডাকার পর তিউনিস, ফেজ ও বোগির অধিবাসীরা : মরক্কোয় বাদশাহর হাতে বন্দি হওয়া আরবরা, ১৬০৭ সালে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী গণপ্রার্থনা।

এটা তুলনামূলকভাবে সহজ একটা ভবিষ্যদ্বাণী। পড়লে মনে হয় এটায় ১৬০৭ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলা হয়েছে। তবে শেষের *by Liturgie* বলতে নস্ত্রদামাস কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। আন্নো ডোমিনি (A.D) ধরনের কিছু হবে হয়তো। নস্ত্রাদামাসের মধ্যে যেসব গুণাবলি ছিল, আমাদের সমসাময়িক জ্যোতিষী, এডগার কেসি অথবা জিন ডিকসনের মধ্যেও তার অনেক গুণ আছে। মিসেস জিন ডিকসন জন. এফ কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়রের হত্যাকাণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর নস্ত্রাদামাস ১৫৫৮ সালে তাঁর রাজা, হেনরি দ্বিতীয়-এর (১.৩৫) ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরের বছর, ১৫৫৯ সালে মারা যান তিনি।

১৭৯১ সালে রাজা ষষ্ঠদশ লুই এবং রানী অ্যান্টোনেট্টির প্যারিস থেকে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে নস্ত্রাদামাসের খুব বিখ্যাত দুটি পদ্য আছে। তিনি যে শুধুই ফরাসি বিপ্লবের কথা বলে গেছেন, তা কিন্তু নয়। বিপ্লবীদের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে রাজা-রানী কোন শহরে ধরা পড়বেন, যার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়বেন তার ডাকনাম, সবই বলে গেছেন। সব মিলিয়ে নস্ত্রাদামাসের এই দুটি পদ্য অতুলনীয়।

De nuict viendra par la forest de Reines
Deux pars vaultort herne la pierre blanche,
Le moine noir en gris dedans Varennes
Esleu cap, cause tempeste feu sang tranche.

9.20

রাতের বেলা রেইনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে দুই সঙ্গী বেরিয়ে আসবে, ঘুরপথে ; রানী, সাদা পাথর। মঙ্ক-রাজা ভারনেসে ধূসর ড্রেস পরবে। নির্বাচিত ক্যাপেট স্রোতের কারণ হবে, আগুন আর রক্তাক্ত ফালি করে কাটা।

রাজা লুই এবং তাঁর স্ত্রী, মেরি অ্যানটোনেট্টি, প্যারিসের রানীর অ্যাপার্টমেন্টের গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে আসেন। নির্দিষ্ট রুট ধরে রেইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে পথ হারিয়ে ঘুরপথে যেতে বাধ্য হন। *Pierre blanche* বলতে সম্ভবত

হীরের হার নিয়ে রানির কেলেঙ্কারির কথা বোঝানো হয়েছে, যা আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত রানীর সুনামকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়েছিল।

আবার এটাও হতে পারে, ধরা পড়ার পর রানীর সমস্ত চুল রাতারাতি সাদা হয়ে গিয়েছিল, অথবা তাঁর পরিচারিকাদের (লেডিজ-ইন-ওয়েটিং) কথামত রানী সব সময় সাদা পোশাক পরতেন।

ওদিকে ভারেনেসে (Varennes) ঢোকার সময় রাজার পরনে ছিল ধূসর রঙের সাধারণ পোশাক। এছাড়া *Le moine* শব্দটা সম্ভবত রাজার পুরুষত্বহীনতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। *Tranche* ক্রিয়াপদ। অর্থ হচ্ছে কেটে ফালি করা, আরেক অর্থে গিলোটিন।

রাজা লুইয়ের সস্ত্রীক ভারনেসে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে এরকম আরো একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন নস্ত্রাদামাস। সেটা এরকম :

Le part solus mari sera mitre,
Retour conflict passera sur le thuille
Par cinq cens un trahir sera tiltre
Narbonne et Saulce par couteaux avons d'huile.

9.34

অংশীদার, একাকী কিন্তু বিবাহিত, মাথায় বিশপের উঁচু টুপি পরানো হবে, যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে টুইলেরিসে। পাঁচশো এক বিশ্বাসঘাতক নৈতিক মনোনয়ন দেবে। নারবোন ও সাউলস, আমরা আমাদের ছুরির জন্য তেল পাব।

এটি একটি বিশিষ্ট পদ্য। রাজকীয় দম্পতি, ষষ্ঠদশ লুই ও রানী অ্যান্টোনেট্টি ভারনেসে এসে যে লোকের বাড়িতে রাত কাটান, তার নাম সাউলস (Saulce, আধুনিক বানান Sauce)। তাদের পরিবার ছিল মোমবাতি, তেল, সাবান ও মসলা ইত্যাদির কারবারি। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে ভারনেসে স্থায়ীভাবে বসবাস করত তারা। এটায় রাজা-রানীর বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং টুইলেরিসে ফিরে আসার ব্যাপারে যা ছিল, তা বিস্ময়কর রকম বিস্তারিত।

১৭৯২ সালের জুন মাসের ২০ তারিখে রাজা টুইলেরিসে ফিরে আসেন। জনতা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে মাথায় স্বাধীনতার বৈপ্লবিক টুপি পরতে বাধ্য করে, যা দেখতে অনেকটাই বিশপদের উঁচু চূড়াওয়ালা টুপির মতো। *Couteaux* বলে পদ্যে যে শব্দটি আছে, আমার এবং অন্য আরো কয়েকজন অনুবাদকের ধারণা সেটা ভুল ছাপা হয়েছে। আসলে শব্দটি হবে Quartants, অর্থাৎ তেল খুচরা বিক্রি হয়।

আগেই বলেছি আমাদের মঁশিয়ে সাউলসের পারিবারিক ব্যবসা ছিল তেল, সাবান, মসলা ও মোমবাতি প্রভৃতির। আর ইতিহাসবিদ থিয়ারস তাঁর *History of France*-এ বলেছেন, জনতার যে দলটি রাজাকে টুইলেরিসে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তারা সংখ্যায় পাঁচশোজন ছিল। অর্থাৎ রাজাকে নিয়ে সংখ্যাটা দাঁড়ায় পাঁচশো একজনে।

নেপোলিয়নকে কখনো কখনো ডেস্ট্রয়ার অথবা থান্ডারবোল্ট বলে সম্বোধন করেছেন নস্ত্রাদামাস। গ্রিক ভাষায় এই নামটির উচ্চারণ হয় NEAPOLLUN, যার অর্থ ডেস্ট্রয়ার বা বিধ্বংসী। নেপোলিয়নের বেঁচে থাকা অবস্থায় এভাবেই লেখা হত তাঁর নাম। ১৮০৫ সালে নির্মিত ভেনডোম প্রাসাদে বানানটা এভাবে লেখা আছে : NEAPOLIO IMP. AUG.

১.৭৮ নং পদ্যে নস্ত্রাদামাস d'un nom farouche বলে একটি অমার্জিত, অসংস্কৃত নামে ডেকেছেন তাঁকে।

D'un nom qui onques ne fut au Roy Gallois
Jamais ne fut une fouldre si craintif :
Tremblant l'Italie, l'Espagne et les Anglois
De femmes estrangiers grandement attentif.

4.54

এমন এক নাম, যা কখনো কোনো ফরাসি রাজা ধারণ
করেনি, এত ভয়ঙ্কর কোনো থান্ডারবোল্ট (বজ্র) কখনো
ছিল না। ইটালি, স্পেন ও ইংল্যান্ড ভয়ে কাঁপে।
বিদেশী মহিলার প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা যাবে তার।

ফরাসি রাজাদের নামের সারিতে নেপোলিয়ন সত্যি একটা নতুন অংশ যোগ করেন–বোনাপার্ট। পরবর্তীকালে অনেক রাজাই উপাধিটি ধারণ করেছিলেন, যেমন ষষ্ঠ লুই, হেনরি দ্বিতীয়, চার্লস দ্বিতীয় এবং ফ্রান্সিস দ্বিতীয়। ইয়োরোপ আর ইংল্যান্ড যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভয়ে কাঁপত, সেকথা তো সবারই জানা।

আর নেপোলিয়ন নিজের দুই বিদেশী স্ত্রী, ক্রিয়োল জোসেফাইন ও অস্ট্রিয়ান মেরি লুইসের প্রতি ভীষণ আসক্ত ছিলেন। পোলিশ রক্ষিতা মেরি ওয়েলওয়াস্কার প্রতিও তাঁর অপরিসীম আসক্তি ছিল। নেপোলিয়নের জীবন নিচের পদ্য দুটিতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

Le grand Empire sera tost ranslate
En lieu petit, qui bien tost viendra cristre:

Leu bien infime d'exigue comte,
ou au milieu viendra poser son sceptre.

1.32

মহান সম্রাটকে অল্প সময়ের মধ্যে ছোট্ট এক জায়গায়
চলে যেতে হবে, যেটা খুব শীঘ্রি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
তারপর আরো ছোটো জায়গায় চলে যেতে হবে, যার
মাঝখানে তাঁকে তাঁর রাজদণ্ড সমর্পণ করতে হবে।

এই পদ্যে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা হল "ট্রিগার শব্দ" সম্রাট, সম্রাজ্য নয়। সম্রাটকে সব ছেড়ে বাধ্য হয়ে ছোট্ট এক দ্বীপ এলবায় আশ্রয় নিতে হয়। তিনি পালিয়ে এসে আবার ক্ষমতা দখল করেন এবং ১০০ দিন কাটান। তারপর আবারও পরাজিত হন নেপোলিয়ন এবং আরো ছোটো দ্বীপ, সেইন্ট হেলেনায় নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

সেখানে তিনি দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো রাজদণ্ড সমর্পণ করেন এবং ক্ষমতার দাবি ত্যাগ ছেড়ে দেন। একই সেঞ্চুরিতে নস্ত্রাদামাস আরো এক "সম্রাট" উপাখ্যান লিখেছেন।

সেটা ছিল এরকম :

Un Empereur naistra pres d'Italie
Qui a l'Empire sera vendu bien cher...

1.60

ইটালির কাছেই এক সম্রাটের জন্ম হবে, যার জন্য
সাম্রাজ্যকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে...

নেপোলিয়নের জন্ম হয়েছিল ইটালির কাছের কর্সিকা নামের ছোটো একটি দ্বীপে। ফ্রান্সের নতুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে তাঁর সামরিক উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য জনসংখ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, উভয় দিকে থেকেই অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। নস্ত্রাদামাস ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক।

ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। কাজেই তিনি যখন এ ধরনের অচিন্তনীয় কিছু লেখেন যে, লন্ডনের পার্লামেন্টের নির্দেশে দেশের একজন রাজাকে হত্যা করা হবে, তখন মনে হয় তিনি বুঝি প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার মতো কিছু বলছেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে ১৬৪৯ সালে সে দেশের রাজা চার্লস প্রথম-এর হত্যাকাণ্ডকে মেলানো কোনো কঠিন কাজ নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সালের সাথে

পদ্যের নম্বরও ছিল এক ১০.৪৯। তবে আমার ধারণা, এটা নিশ্চয়ই কোনো দৈব-সংযোগ হবে। সেটা এরকম : "... *Senat du Londres mettront a mort leur Roi ...*" এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি এটাও জানতেন যে রাজাকে টাওয়ারে বন্দি করে রাখা হবে।

La forteresse aupres de la Tamise
Cherra par lors, le Roi dedans serre
Aupres du pont sera veu en chemise
Un devant mort, puis dans le fort barre.

8.37

টেমস নদীর কাছের দুর্গ আক্রান্ত হবে এবং তার পতন হবে, রাজাকে তার মধ্যে আটকে রাখা হবে। তাঁকে সার্ট পরা অবস্থায় ব্রিজের কাছে দেখা যাবে, মৃত্যুর আগে একবার, তারপর আবার তাকে দুর্গের মধ্যে আটকে রাখা হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যথেষ্ট বিস্তারিত। ১৬৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধে হেরে যাওয়া এবং ধরা পড়ার পর চার্লসকে প্রথমে উইন্ডসর ক্যাসলে নিয়ে যাওয়া হয়। টেমস নদী দেখা যেত ক্যাসল থেকে। সেখানে তাঁকে ১৬৪৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। ক্যাসলটির "পতন" হয় পার্লামেন্টারিয়ানদের হাতে। জানুয়ারির ৩০ তারিখ চার্লসের বিচার হয়। বধ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর গায়ে ছিল সাদা সার্ট।

আধুনিক ওষুধের আবিষ্কারক বলে পরিচিত লুই পাস্তুর সম্পর্কে সরাসরি নাম ও সময় উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন নস্ত্রাদামাস। সেটা এরকম :

Perdu trouve, cache de si long siecle,
Sera Pasteur demi Dieu Honore :
Ains que la lune acheve son grand siecle,
Par autres vents sera deshonore.

1.25

হারানো, বহু শতাব্দী লুকিয়ে থাকা জিনিস আবিষ্কৃত হবে। পাস্তুরকে প্রায় ঈশ্বরের মতো সম্মান করা হবে। চাঁদ যখন তার দীর্ঘ পৃথিবী প্রদক্ষিণ (অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সাইকেল) শেষ করবে, তখন শোনা যায় তাঁকে অপদস্থ করা হবে।

লুই পাস্তুর ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর ইনস্টিউট পাস্তুর স্থাপন করেন। চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ চলে ১৫৩৯ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত, প্রায় নির্ভুল হিসাব। পাস্তুর যা আবিষ্কার করেছিলেন ; জীবাণু পরিবেশকে দূষিত করে, তখনকার দিনে সেটা ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যুগান্তকারী এক আবিষ্কার। লিস্টারের জীবাণুমুক্ত (স্টেরিলাইজেশন) করার থিয়োরিকে সমর্থন করে পাস্তুরের সে আবিষ্কার। এজন্য এমনকি *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* পর্যন্ত লুই পাস্তুরকে "demi Dieu" বা "যুগের মেডিক্যাল আন্দোলনের পথিকৃৎ" বলে আখ্যা দিয়েছিল। তাঁর অপদস্থ হওয়ার প্রসঙ্গ আসে এরপর। "অপদস্থ" বলতে এখানে অ্যাকাডেমির বয়স্ক, পদস্থ সদস্যরা হাইড্রোফোবিয়ার বিপরীতে পাস্তুরের আবিষ্কার করা ভ্যাকসিনেশনের নতুন প্র্যাকটিসের ব্যাপারে যে আপত্তি তুলেছিলেন, তাকে বোঝানো হয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি না এখানে হিটলার সম্পর্কিত সেই পদ্যটা যোগ করা ঠিক হবে কি না। তবে এই অধ্যায়ের জন্য যে সেটা আসলেই বিস্ময়কররকম উপযুক্ত হবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই অধ্যায়ে যখন তাঁর কিছু "বুলস্ আই" ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করতে চাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের এবং বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষিতে যেগুলোকে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

নস্ত্রাদামাস নেপোলিয়নকে যিশুখ্রিষ্টের এক নম্বর এবং হিটলারকে দু নম্বর শত্রু বলে গেছেন। তৃতীয় খ্রিষ্টশত্রুর পরিচয়ের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি ১৯৮০ সালের শেষদিকে জন্ম নেবেন। হিটলারকে যে Hifter বানান করে লেখা হয়েছে–লম্বা *l* অথবা *f* দিয়ে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সেগুলো ছিল অনিশ্চিত অর্থবোধক। তার ওপর অক্ষর দুটো দেখতেও অনেকটা একই রকম ছিল।

দেখে মনে হয় তাঁর নাম এভাবে লেখার বিশেষ কোনো কারণ ছিল নস্ত্রাদামাসের। আর যে সমস্ত বর্ণনা আছে হিটলারের ব্যাপারে, সেগুলোকে আমার আরো বেশি উপযুক্ত মনে হয়। বিশেষ করে যখন "বৃহত্তর জার্মানির অধিনায়ক", "থার্ড রাইখ", "সোয়াস্তিকার ধারক" অথবা "জার্মানির সন্তান যে আইন মানে না" প্রভৃতি বলে উল্লেখ করা হয়, তখন তো মনে না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

Bestes farouches de faim fleuves tranner,
Plus part du champ encontre Hister sera.
En caige de fer le grand fera traisner,
Quand rien enfant de Germain observera.

11.24

ক্ষুধায় উন্মত্ত পশুরা নদী পার হবে, অধিকাংশ সময় যুদ্ধ হবে হিটলারের বিরুদ্ধে। অনেক মহান ব্যক্তিত্বকে সে

টেনে-হিঁচড়ে লোহার খাঁচায় ভরবে, জার্মানির সন্তানেরা
কোনো আইন মানবে না তখন।

Hister/Hitler শব্দটাকে যদি কেউ উপেক্ষা করতেও চায়, পদ্যের শেষ লাইনে ফিউরারের খুব স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া আছে। জন্ম অস্ট্রিয়ায় হলেও হিটলার মূলত জার্মানিরই সন্তান ছিলেন। এখানে লক্ষ করার মতো একটা মজার ব্যাপার হলো, ১৯৩০ সালের আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বক্তাই Hister-শব্দটিকে ইয়োরোপের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী দানিয়ুবের আদি ল্যাটিন নাম Ister ভেবে এসেছেন।

কিন্তু আসলে সেটা কোনো নদীর নাম নয়, একজন মানুষের নাম, এক প্রবল ক্ষমতাধর বিশ্ব-শক্তির নাম। হিটলারের সাথে ইংল্যান্ডকে যুক্ত করে অনেকগুলো পদ্য লেখা আছে, যেগুলোকে নদী ধরা হলে ভৌগলিক দিক থেকে অসম্ভব মনে হবে। এরমধ্যে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একটা বিপজ্জনক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্রমে বাস্তব রূপলাভ করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে এখানে।

সেটা হচ্ছে, নস্ত্রাদামাসের এইসব নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে হিটলার অনেক আগেই নিজেকে চিনে নিতে পারেন এবং তাঁর প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস, ১৯৩৬ সালের দিকে নিঃসন্দেহে সেগুলোকে কাজে লাগাতে শুরু করেন। সবাই জানেন, তাঁর স্ত্রী, ড. ফ্রাউ গোয়েবলস জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতির প্রতি অসম্ভব বিশ্বাসী ছিলেন। হয়ত সেই প্রভাবে পড়ে গোয়বলস প্রথমে প্রভাবিত হন, তারপর তাঁর প্রিয় নেতা হিটলারকে পরোক্ষে প্রভাবিত করেন।

১৯৩৯ সালে প্রফেসর হ্যানস হেরম্যান ক্রিটজিঙ্গার *Mysterien von Sonne und Seele* নামে একটা বই প্রকাশ করেন। বইটিতে নস্ত্রাদামাসকে নিয়ে একটা অধ্যায় ছিল। সেখানে তাঁর এরকম একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যাতে বলা হয় : ১৯৩৯ সালের দিকে পোল্যান্ডকে কেন্দ্র করে গ্রেট ব্রিটেন বড়ো ধরনের এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে। ফ্রাউ ড. গোয়েবলস সেদিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই নাৎসিবাদে অন্ধ বিশ্বাসীদের মনে ইহুদি বিরোধী ঘৃণার আগুন জ্বেলে দেয়।

এই ঘটনা এবং হিটলারের প্রধান জ্যোতিষী, আর্নস্ট ক্র্যাফটের করুণ পরিণতি সম্পর্কে এলিক হাউই তাঁর বই *Nostradamus and the Nazis*-এ স্পষ্টভাবে বলেছেন। আমি যেহেতু নস্ত্রাদামাসের সফল কিছু অতীত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি ; পরে আলোচনা করব আগামীর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে, তাই দুঃখজনক হলেও বইটির আর সব উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইছি না।

যা হোক, *Nostradamus and the Nazis*-এ হিটলারের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Un capitaine de la grand Germanie,
Se viendra rendre par simule secours...

9.90

বৃহত্তর জার্মানির এক অধিনায়ক মিথ্যে সাহায্যের
আশ্বাস দিয়ে এগিয়ে আসবে...

শুনে মনে হয় এই জার্মানি হিটলারের থার্ড রাইখেরই জার্মানি। মিথ্যে সাহায্যের বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। হিটলার সাহায্যের কথা বলেই পোল্যান্ডে আগ্রাসন চালিয়েছিলেন। ৩.৫৮ নম্বর পদ্য পড়লে বোঝা যায়, তাতে অস্ট্রিয়া থেকে আসা এক লোকের কথা বলা হয়েছে। যিনি ক্রমে জনগণের মহান নেতায় পরিণত হবেন এবং হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডকে রক্ষা করবেন। তাঁর পরিণতি নিশ্চিতভাবে কখনো জানা যাবে না।

Aupres du Rhin des Montaignes Noriques
Naistra un grand de gens trop tard venu,
Qui defendra Saurome et Panoniques
Qu'on ne scaura qu'il sera devenu.

3.58

নোরিস পর্বতমালা থেকে বয়ে আসা রাইন নদীর
কাছে জনগণের এক মহান নেতার জন্ম হবে। তিনি
পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁর
নিজের শেষ পরিণতি কী হবে, সে কথা কেউ
কোনোদিনও জানতে পারবে না।

এরকম মৃত্যু আর কতজন একনায়কের হয়েছে ? সন্দেহ করা হয় হিটলার তাঁর রক্ষিতা ইভা ব্রাউনকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার এরকম সম্ভাবনার কথাও আলোচিত হয় যে তিনি কুখ্যাত "ভ্যাটিকেন রুট" ধরে দক্ষিণ আমেরিকান দেশ আর্জেন্টিনায় পালিয়ে গেছেন। ইতিহাসে উল্লেখ করার মতো এমন কোনো বিখ্যাত মানুষ নেই যার সাথে বাঁকা ক্রসের (সস্তিকা) সম্পর্ক আছে বা ছিল : "le croix par fer ne reffe ne riffi." (৬.৪৯)। বড়োই দুঃখজনক ব্যাপার যে এই আহরন ক্রস জার্মানির পরাক্রমের প্রতীক হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

এখানে আমি আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে চাই যেটায় হিটলারের সাথে মুসোলিনির কুখ্যাত মৈত্রীর কথা উল্লেখ আছে।

La liberte ne sera recouvree
L'occupera noir fier vilain inique :
Quand la matiere du pont sera ouvree
D'Hister, Venise fasche la republique.

5.29

স্বাধীনতা আর পুনরুদ্ধার হবে না ; এক কালো, উদ্ধত,
দুর্বৃত্ত এবং বিচারবোধহীন লোকের হাতে চলে যাবে।
পোপের ব্যাপারটা যখন হিটলারের দ্বারা উন্মোচিত
হবে, তখন ভেনিস প্রজাতন্ত্রও কন্টকাকীর্ণ হবে।

১৯৩৪-৩৮ সাল পর্যন্ত হিটলারের সাথে মুসোলিনির যে মৈত্রী চুক্তি ছিল, তার প্রচুর দালিলিক প্রমাণ আছে। এই দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ ভেনিসে হয়। বিখ্যাত ভেনিস তখন প্রজাতন্ত্র ছিল এবং মুসোলিনি ছিলেন তার একনায়ক। এই পদ্যে নস্ত্রাদামাসের বর্ণনাগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কালো রংকে মন্দ বোঝানোর সাধারণ অর্থ ছাড়াও তাতে এস. এস-এর কালো ইউনিফর্ম, অর্থাৎ ফ্যাসিস্টদের প্রসঙ্গের আভাস হয়েছে।

এটায় "পোপের ব্যাপার" বলতে নিঃসন্দেহে ১৯২৮ সালে পোপ ও মুসোলিনির মধ্যেকার ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। আবার তার সাথে পোপ পায়াস দুই-এর নাজিদের প্রতি মনোভাবের কথাও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। তিনিই নাজিদের দক্ষিণ আমেরিকায় পালাবার রুট খোলার আয়োজন করে দিয়েছিলেন।

হিটলারের জ্যোতিষী আর্নস্ট ক্র্যাফটের ভবিষ্যদ্বাণীকে অপব্যবহার বা অমর্যাদা, যা-ই বলা হোক না কেন, করার একটা চমৎকার উদাহরণ আছে। হিটলারের ইচ্ছে অনুযায়ী নস্ত্রাদামাস এবং তাঁর 'হিস্টার' ভবিষ্যদ্বাণীটির অনুকূল অনুবাদ করে না দেয়ার অপরাধে জ্যোতিষিবিদ্যার আরো কয়েকজন ছাত্রের সাথে তাকে বন্দি করা হয়েছিল। তবু মাথা নত করেননি জ্যোতিষী আর্নস্ট ক্র্যাফট, ১৯৪১ সালে এক এস.এস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

তবে তার আগে, ১৯৩৯ সালে নস্ত্রাদামাসের ৬.৫১ নম্বর পদ্যটি অনুবাদ করেছিলেন তিনি, যেটায় সে বছরেরই নভেম্বর মাসে একটা মিটিঙে হিটলারকে হত্যা করার জন্য হামলা হবে বলা হয়েছিল। হিটলার তখন সেই মিটিঙেই যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ক্র্যাফট তাঁকে সতর্ক করার জন্য সাথে সাথে টেলিগ্রাম করেন, যদিও কোনো বিপদ ঘটার আগেই হিটলার মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। যে রুমে মিটিং চলছিল, সেটার একটা পিলারের পিছনে সত্যি সত্যি একটা বোমা লুকানো ছিল।

হিটলার বোমা ফাটার আগেই মিটিংরুম ছেড়ে চলে এসেছিলেন বলে সেবারের মতো প্রাণে বেঁচে যান। অন্যদের ভাগ্য অবশ্য অতটা ভালো ছিল না। তাদের অনেকে মারাত্মক আহত হয় বোমার আঘাতে। ভবিষ্যদ্বাণীটা ছিল এরকম :

Peuple aasemble, voir nouveau expectacle,
Princes et Rois par plusieures assistans
Pilliers faillir, murs, mais comme miracle
Le Roi sauve et trente des instants.

6.51

নতুন, দর্শনীয় কিছু দেখতে মানুষ জড়ো হয়েছে।
দর্শকদের মধ্যে যুবরাজ এবং রাজারা আছে। পিলার,
দেয়াল পড়ে গেছে, কিন্তু যেন কোনো অলৌকিক
শক্তিবলে রাজা এবং উপস্থিত ত্রিশজন বেঁচে গেল।

আমি এই পদ্যটির ভাবার্থ উদ্ধার করার ভার পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই পদ্যটিই জ্যোতিষী আর্নস্ট ক্র্যাফটের সুনাম বৃদ্ধি করেছিল এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি হিটলারের আস্থা জন্মেছিল। কারো একটা ভবিষ্যদ্বাণীর দুবার দুভাবে অনুবাদ হওয়া বা ভুল অনুবাদ হওয়া ভবিষ্যদ্বক্তাদের বড়ো সমস্যাগুলোর একটি। সন্দেহ নেই, কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণীর তরজমা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশি স্পর্শকাতর।

তবে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো অনুবাদকের অগ্রজ্ঞানের গুপ্ত প্রতিভার ট্রিগার হিসেবেও কাজ করে থাকে। অ্যাবি টর্ন নস্ত্রাদামাসের এক ভবিষ্যদ্বাণী দুবার অনুবাদ করেন। কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্যি যে, সেটা ছাপা হতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মহলের চাপে সরকারকে ফ্রান্স-জার্মানি সীমান্তে ম্যাজিনো লাইন (Maginot line) খাড়া করতে হয়।

কিন্তু ১৯৪০ সালে জার্মানদের হাতে খুব দ্রুত পতন হয় সে লাইনের। ভবিষ্যদ্বাণীটা ছিল এরকম :

Pres du grand fleuve, grand fosse terre egeste,
En quinez pars sera l'eau divisee
La cite prinse, feu, sang, cris conflict mettre
Et la plus part concerne au collisee.

4.80

বিশাল নদীর কাছে, দীর্ঘ একটি পরিখা, মাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে : পানি পনেরোটি ভাগে ভাগ হবে। শহর দখল করা হয়ে গেছে, আগুন, রক্ত, চিৎকার এবং লড়াই চলছে। বৃহত্তর অংশ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে (যুদ্ধে)।

জেমস ল্যাভার এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সন্দেহাতীতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলে ধরে নিয়েছেন। কেননা হিটলারই ম্যাজিনো লাইনকে উপেক্ষা করেন এবং জার্মান বাহিনী অন্যান্য ফ্রন্ট হয়ে ঝড়ের বেগে ফ্রান্সের দিকে তাদের অগ্রাভিযান শুরু করে। প্রথম সেঞ্চুরির ৩১ নম্বর পদ্যে নস্ত্রাদামাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের পতন হবে।

গোটা পতন অধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকবে তাঁর মতে ফ্র্যাঙ্কো নামের এক লোক। ১৯৩৬-৩৯ পর্যন্ত চার বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের পর ক্ষমতা গ্রহণকারী তাঁর নতুন সরকার বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু এই "নিরপেক্ষ অবস্থা" অনেকের কাছেই সন্দেহজনক ছিল।

De castel Franco sortira l'assemblee
L'Ambassadeur non plaisant fera scisme
Ceux de Ribiere seront en la meslee
Et au grand goulphre desnier ont l'entree.

9.16

ক্যাস্টিল দুর্গ থেকে ফ্র্যাঙ্কো অ্যাসেম্বলি বের করে নিয়ে আসবে, রাষ্ট্রদূতরা ফাটলের প্রশ্নে সম্মত হবে না। জনতার মধ্যে রিভেয়েরার মানুষও থাকবে, এবং মহান ব্যক্তিটি উপ-সাগরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে।

স্পেনের একনায়ক ছিলেন প্রাইমো ডি রিভেয়েরা (ধ্বনিগতভাবে *b* এবং *v*-এর উচ্চারণ বুঝতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়)। ফ্র্যাঙ্কো তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁকে হটিয়ে দিতে সফল হন। এ জন্য ফ্র্যাঙ্কোকে মরক্কোয় নির্বাসন দেয়া হয়। গৃহযুদ্ধের আগ পর্যন্ত দেশে ফিরতে দেয়া হয়নি তাঁকে। ৩.৬৮ নম্বর পদ্যে ফ্র্যাঙ্কো এবং "একনায়ক" মুসোলিনির কথা বলা আছে।

অনেক সময় এরকমও দেখা গেছে, ভবিষ্যদ্বক্তারা অন্যদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বাধ্য করেন। তাদের সতর্কবাণী কতখানি অনুধাবন করা হয়, আদৌ হয় কি না, তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে এটা ঠিক যে, তাদের অগ্রজ্ঞান একেবারে অস্বীকার করাও যায় না।

হেঁয়ালিময় পদ্য : ১৯৪৫-১৯৮০

বর্তমান অধ্যায়টি যে এ বইয়ের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কোনো পাঠক যখন সেইন্ট অগাস্টিন বা টমাস মুর পড়তে বসেন, তখন সেসবের অর্থ নিয়ে তাঁর মনে তেমন কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ দেখা দেয় না। সেসবের বিষয়বস্তুর মধ্যেও সাধারণত তেমন জটিল কোনো বিষয় থাকে না।

কিন্তু নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জিনিস। এর সাথে কোনকিছুরই কোন তুলনা হয় না। এ বইটি পড়তে গিয়ে আমি এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মুখোমুখি হয়েছি, যার প্রতিটাই অন্তর্ভুক্ত করার মত। অথচ এগুলোর একটার সাথে অন্যটার কোনোরকম যোগসূত্র কিন্তু নেই। এরকম কিছু যাচাই-বাছাই করে পত্রস্থ করা লেখক বা সম্পাদক, উভয়ের জন্যই দুঃস্বপ্নের মতো।

এই অধ্যায়ে তিনটি সুনিশ্চিত এবং দুটি সন্দেহজনক পদ্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আমার বিবেচনায় এই পাঁচটি পদ্যই এ বইয়ের সবচেয়ে জোরালো এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। যদি এই অধ্যায় পর্যন্ত এসে আপনার বিরক্তি ধরে গিয়ে থাকে বা আপনি রেগে ওঠেন, তবু আমি অনুরোধ করবো, দয়া করে থামবেন না। পড়তে থাকুন। কথাটা কেন বললাম, তা আরো খানিকদূর পড়ে গেলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

আমি যদি এটায় কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ না করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই অনেক নস্ত্রাদামাস বিশেষজ্ঞ ভাবতেন আমি হয়ত পাঠকের সাথে প্রতারণা করছি। কিন্তু তা ভাবলেই কি সমস্যা মিটে যাবে ? এতসব ভবিষ্যদ্বাণী, তার মধ্যে থেকে কোনটা রাখব, কোনটা বাদ দেব, তা ঠিক করাও কি মহা কঠিন একটা কাজ নয় ?

তবে অনেক পদ্যে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি থাকলেও পাঠকের বিরক্তির কথা ভেবে আমি তা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যা হোক, পাঠকরা চিঠি লিখে সহায়তা করায় এসব পদ্যের অনেকগুলোরই সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। সে জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

নস্ত্রাদামাসের অসংখ্য পদ্যের মাঝে আমার পছন্দের একটি পদ্য এরকম :

Laict, sang, grenouilles escoudre en Dalmatia,
Conflict donne, peste pres de Balennes
Cri sera grand par toute Esclavonie,
Lors naisrtra monstre pres et dedans Ravenne.

2.32

দুধ, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি ডালমাশিয়ায় প্রস্তুত করা হবে। যুদ্ধ শুরু হবে, ব্যালেনেসের (Balennes) কাছে মহামারী দেখা দেবে। স্লাভোনিয়ার (Slavonia) এক আস্ত শহর উড়ে যাবে, রাভেনায় (Ravenna) এক দানবের জন্ম হবে।

রক্ত, দুধ আর ব্যাঙ বৃষ্টির সত্যতা

নস্ত্রাদামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীটির লক্ষ্য ছিল অ্যাড্রিয়াটিকের উভয় তীর। সে অঞ্চলে এই তিনটি বস্তুর ; রক্ত, দুধ আর ব্যাঙের বৃষ্টি একবার সত্যিই হয়েছিল। প্রথম ব্যাঙ বৃষ্টি হয় ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামের সাটন পার্ক এলাকায়, ১৯৫৪ সালে। একদিন আকাশ থেকে বৃষ্টির সাথে শত শত খুদে ব্যাঙ ঝরে পড়তে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে সেখানকার মানুষজন। প্রথমে ছাতার ওপর পড়ে সেগুলো, তারপর টুপ টুপ করে রাস্তায় পড়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়। ভয়ে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল লোকজন, নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করল। এরকম ঘটনা আরো কয়েকবার ঘটেছে। তবে মজার ব্যাপার হল, কোনোবারই পূর্ণ আকারের ব্যাঙ বা ব্যাঙাচি ছিল না সেসব। ছিল ছোটো ছোটো আকারের ব্যাঙ।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারির ২ তারিখে আমেরিকার আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে এরকম ঘটনা আরো একবার ঘটেছিল। একদল লোক গলফ খেলছিল, সে সময় "তাদের মাথার ওপর বৃষ্টির সাথে ছোটো ধাতব মুদ্রা আকৃতির হাজার হাজার ছোট ব্যাঙ ঝরে পড়ে।"

রক্ত বৃষ্টি মানুষের কাছে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর একটা। অথচ ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসের ২৭ তারিখে ব্রাজিলের কসপাভা এবং সাও হোসে ডোস ক্যাম্পসের মাঝখানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার এক স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিট একনাগাড়ে রক্ত-মাংসের বৃষ্টি

হয়েছিল। পরীক্ষায় প্রমাণ হয় মানুষেরই রক্ত-মাংস ছিল সেগুলো, অথচ সে সময় কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি সে তল্লাটে। সেটা ছিল অবিশ্বাস্য ঘটনা। ব্যাখ্যাবিহীন এবং ব্যতিক্রমধর্মী।

রঙিন বৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে। ১৮৮০ সালে জেনিভার প্রফেসর ব্রান মরক্কোয় এ ধরনের একটা বিষয় আবিষ্কার করেন, জেবেল সেকরার পাথর ও লতা-গুল্ম এক রকম লাল মরিচার মতো কিছুর তলায় ঢাকা পড়ে আছে। সেগুলোকে তিনি প্রটোকক্কাস ফ্লাভিয়ালিস (Protococcus Fluvialis) নামের এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র অর্গানিজম বলে শনাক্ত করেন।

ডালমাশিয়ার অবস্থান অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পুবদিকে। বেলেনেস হল ট্রেবুলা। বেলিয়েনসিসের অবস্থান কাপুয়ার কাছে, অন্যদিকে ব্যাভেনা কেন্দ্রীয় ইটালিতে অবস্থিত। প্রাক্তন স্লাভোনিয়া প্রদেশ এখন উত্তরাঞ্চলীয় ইউগোস্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ (অতি সম্প্রতি পৃথক একটি স্বাধীন দেশ)।

ডক্টর নস্ত্রাদামাস

Ce que vivra et n'ayant ancien sens,
Viendra leser a mort son artifice :
Austun, Chalan, Langres, et les deux Sens,
La gresle et glace fera grand malefice.

1.22

যে বস্তু মৌলিকত্ব ছাড়াও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, একদিন সে চাতুরীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে। অটান, চালান, ল্যাঙ্গারস এবং সেনসে ...

বিরল মেডিক্যাল ঘটনা

নস্ত্রাদামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবে পরিণত হয় গ্র্যানসিয়ার্স-এ। তাঁর হেঁয়ালিপূর্ণ এই পদ্যের প্রথম ইংরেজ অনুবাদক এটির ব্যাখ্যা করেন, ১৬১৩ সালে এক মহিলার গর্ভ থেকে একটি পাথরে পরিণত হওয়া ভ্রূণ অপারেশনের (চাতুরীর) মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। মহিলার নিবাস ছিল সেনস, তার নাম কলাম্বিয়া চ্যানট্রি। এটা বাস্তবিকপক্ষেই একটা বিরল ঘটনা। পদ্যটিতে যে সমস্ত শহরের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল ডাচি অব বুরগ্যান্ডির অধীনে। ১৬১৩ সালের দিকে ঘটেছিল এ ঘটনা।

নকল বৃষ্টির উৎপাদন

De nuict par Nantes L'Iris apparoistra,
Des artz marins susciteront la pluie:
Arabique goulfre grand classe parfondra,
Un monstre en Saxe naistra d'ours et truie.

6.44

রাতেরবেলা নানতেসের কাছে রংধনু দেখ দেবে, নৌ-শিল্প বৃষ্টি ঝরাবে। আরব উপসাগরে বিশাল নৌ-বহর নিমজ্জিত করা হবে। স্যাক্সনিতে এক পূর্ণবয়স্ক শূকরীর গর্ভে এক ভল্লুকের দানবীয় আকৃতির সন্তানের জন্ম হবে।

এটি সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন কি উপায়ে নকল বৃষ্টি উৎপাদন করতে হয়। বলা হয়েছে, নানতেসে যখন রাতেরবেলা রংধনু দেখা দেবে, তখন একটি নৌ-বহর দক্ষিণের লোহিত সাগর অথবা আরব সাগরে নিমজ্জিত হবে (যেহেতু গালফ অব অ্যারাবিয়া নামে কোনো সাগর নেই)। অথবা পুবের পারস্য উপসাগরেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ওই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর উপস্থিতির ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাপারটা কি হতে পারে তাহলে ? আয়াতুল্লাহ খোমেনির ইরান এবং সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের মধ্যেকার সংঘাতের কথা বলা হয়েছে এটায় ? নাকি উপসাগরে ইরানের সাম্প্রতিক শেলিঙের কথা বলা হয়েছে ?

কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি : গ্রিক কায়দার আগুন

La legion dans la marine classe,
Calcine, Magnes souphre et poix bruslera :
Le long repos de l'asseuree place,
Port Selyn, Hercle feu les consumera.

4. 23

নৌ-বহরের সৈন্য বাহিনী পুড়ে খতম হয়ে যাবে, লাইম (কুইক লাইম), ম্যাগনেসিয়া, সালফার এবং পিচ। নিরাপদ কোনো এক স্থানে দীর্ঘ বিশ্রাম ; বন্দর সেলিন (Selin), মোনাকোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে আগুন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বেশ অদ্ভুত। পদ্যটির দ্বিতীয় লাইনে গ্রিক কায়দার আগুনের উপাদানের কথা বলা আছে–যেগুলোকে বলা হয় গ্রিক ও বাইজেন্টাইনদের বিখ্যাত "গোপন অস্ত্র"। নস্ত্রাদামাস ঠিক কথাই বলেছিলেন। কারণ ব্যাপক গবেষণার পর লে. কর্নেল হাইম জানিয়েছেন, এখানে কুইকলাইমের উপস্থিতি প্রমাণ করে জিনিসটা সেই আমলে গ্রিকদের আগুন লাগানোর খুব পরিচিত একটা উপাদান যা আর সবকিছু থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়।

জিনিসটার সাথে অন্যান্য যে সমস্ত উপাদানের কথা বলা আছে, তার সবগুলোকে একসাথে মেশালে তা পানির সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ক্রমে সাগর যুদ্ধের সময় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। তবে পোর্ট সেলিন ; যদি জেনোয়া ও মোনাকোর মতো সেটাকেও আমি সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরে থাকি, ইতিহাস অনুযায়ী নস্ত্রাদামাসের আমল থেকে আজও পর্যন্ত কখনো বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়নি।

অবশ্য ১৫৪০ সালে বারবারোসা ফরাসিদেরকে তাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তুলোঁ বন্দর ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ নস্ত্রাদামাস এটায় অতীত পর্যালোচনা করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।

অনন্যসাধারণ ব্যক্তি

La magna vaqua a Ravenne grand trouble,
Conduictz par quinze enserrez a Foranse
A Rome naistre deux monstres a teste double
Sang, feu, deluges, les plus grands a l'espase.

9.3

র‍্যাভেনার নিকটবর্তী মাগনা ভাকুয়া কঠিন সমস্যায় পতিত হবে, নেতৃত্ব দানকারী পনেরোজনকে ফরনেসে আটকে রাখা হবে ; রোমে দুই মাথাওয়ালা দুই দানবের জন্ম হবে, রক্ত, আগুন, বন্যা, বাতাসে বৃহত্তম লড়াই।

মনে হয় এই পদ্যের সাথে ঝুলন্ত ও দুই মাথাওয়ালা দৈত্যের এবং পোপের শাসনাধীন রাজ্যগুলো ও ভ্যাটিকেনের কোনো সম্পর্ক আছে। ১৫৬০ এর দশকের স্যালনের কাছে নস্ত্রাদামাস যার আসন্ন আলামত দেখতে পেয়েছিলেন–ফ্রান্সের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া। ফ্রান্স সে সময়ে (১৫৬২-৬৩) সবে এক ধর্মীয় যুদ্ধের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে এবং আরো সাতটা যুদ্ধ আসন্ন ছিল।

অথবা দুই মাথাওয়ালা দৈত্য বলতে নস্ত্রাদামাস দুই ডি মেডিসি কাজিনকে বোঝাননি তো, যাঁরা দুর্নীতির মাধ্যমে পোপের আসন দখল করেছিলেন ? তাঁরা ছিলেন লিও দশম, জিয়ান্নি এবং গিউলিও। গিউলিও পরে হন ক্লিমেন্ট সপ্তম।

ভবিষ্যৎ ফ্রান্সের জন্য দুজনেই অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। ক্যাথেরিন ডি মেডিসি, যিনি ফ্রান্সের হেনরি দ্বিতীয়কে বিয়ে করেন, তাঁদের ভাগ্নি ছিলেন তিনি।

মার্কসবাদ

অনেকগুলো পদ্য আছে যেগুলোকে মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের মতবাদ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এখানে বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, তাতে ক্রমান্বয়ে সে মতবাদের পতন হবে বলেও আভাস দেয়া আছে। যদিও সেসব নস্ত্রাদামাসের একার ভাবনা। বাস্তবে অবশ্যম্ভাবী নয়। নিচের পদ্যটির ব্যাপারে নস্ত্রাদামাস স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি চতুরতার আশ্রয় নিয়েছেন।

France a cinq pars par neglect assaille
Tunis, Argel esmuez par Persiens :
Leon, Seville, Barcelonne faille
N'aura la classe par les Venetiens.

1.73

পাঁচ অংশীদার কর্তৃক ফ্রান্স অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত হবে। তিউনিস ও আলজিয়ার্সকে পার্সিয়ানরা উত্তেজিত করে তুলবে। সেভিল ও বারসেলোনা ব্যর্থ হবে কেননা ভেনিসিয়ানদের কারণে তাদের কোনো নৌ-বহর নেই।

এখানে পাঁচ অংশীদারের নামের উল্লেখ নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে পারস্যের সমস্যা ছিল। তখন ইরান অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল ; যে অংশ পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করে নিয়েছিল। নস্ত্রাদামাস অনুভব করেছিলেন রাশিয়ানরা মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটে জড়িত ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর চরশো বছর পর তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

Unqui des dieux d'Annibal infernaux,
Fera renaistre, effrayeur des humains :
Oncq' plus d'horreur ne plus dire journalx,
Qu'avint viendra Babel aix Romains.

2.30

মানবজাতির আতঙ্ক হ্যানিবলের নারকীয় দেবতাদের হাত থেকে মানুষ উদ্ধার পেতে পারে। এত ভীতি আগে ছিল না, কাগজেও কখনো এত আজেবাজে বিষয় নিয়ে লেখা ...

কাগজ বলতে এখানে নিশ্চয়ই খবরের কাগজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, নস্ত্রাদামাসের সময়ে পৃথিবীতে খবরের কাগজ বলে কোনোকিছুর অস্তিত্বই ছিল না। মাঝে-মধ্যে পুস্তিকা, বই প্রভৃতি ছাপা হত। তবে সেগুলোর মানও তত ভালো ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা, সেসব যেমন ছিল বিরল, তেমনি ব্যয়বহুল।

তারপরও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে মুদ্রিত প্রচারণা বড়ো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বাস্তবিকপক্ষে *Prophecies* লিখে নস্ত্রাদামাস নিজেই সেই কাজটিই করে গেছেন।

তেল

Las qu'on verra grand peuple tourmrnte
Par la loi saincte en totale ruine,
Par autres loix toute la Chestiente
Quand d'or, d'argent, trouve nouvelle mine.

1.53

হায় ! একটা মহান জাতি কত বেদনাদায়ক সমস্যায় পড়তে পারে এবং পবিত্র আইন পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে। যখন তারা নতুন বিত্ত হিসেবে সোনা ও রূপা আবিষ্কার করে, খ্রিষ্টান ধর্ম তখন বিভিন্ন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তেল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ক্ষমতার প্রধান উৎস এবং অস্ত্র। এখনো তাই আছে। সেখানকার বেশিরভাগ দেশের অস্ত্র আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তেল চুক্তির অধীনে। ব্রিটেন তার নর্থ সি-র তেল ক্ষেত্রগুলোর জন্য ভাগ্যবান, তবে দুর্ভাগ্যবশত সেসব ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি। নস্ত্রাদামাসের সময়ে সোনা আর রূপাকে সম্পদের একমাত্র উৎস হিসেবে ধরা হত, কিন্তু বর্তমানে সে বাস্তবতা বদলে গেছে।

ভবিষ্যতের সমরাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক নমুনা

Par feu du ciel la cite presque aduste,
L'urne menace encor Ceucalion...

2.81

আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত আগুনে শহর প্রায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পানি আবার Ceucalion কে হুমকি দেবে (এটা নিঃসন্দেহে Deucalion-এর জায়গায় ভুল ছাপা হয়েছে)।

কী ভয়াবহ বিপর্যয় আসন্ন, মার্জিত ভাষায় তার তুলানমূলক বর্ণনা রয়েছে এই পদ্যে। ভয়ঙ্কর গোলকের মধ্যে মৃত্যু। নস্ত্রাদামাস যা দেখেই এটা লিখে থাকুন না কেন, তা বলের মতো কামানের গোলা নয়। নিশ্চয়ই আধুনিক কালের যুদ্ধের কোনো অস্ত্র হবে।

হয়ত আণবিক বোমা, যা ব্যাপক ধ্বংস আর অগ্নিকাণ্ডের কারণ। মনে হয়, হিরোশিমা ও নাগাসাকির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন নস্ত্রাদামাস।

Aupres des portes et dedans deux cites
Sernot deux fleaux et oncques n'apperceu un tel :
Faim, dedans peste, de fer hors gens boutes,
Crier secours au grand Dieu immortel

2.6

সরোবরের কাছের দুই শহরে মাথার ওপর নেমে আসবে এমন দুটো বস্তু, যা আগে কেউ কখনো দেখেনি। তারপর আসবে ক্ষুধা আর মহামারী। লোহা থেকে প্রস্তুত জিনিস (তলোয়ার ?) দিয়ে লোকজনকে

বাইরে ফেলে দেয়া হবে। মানুষ মহান ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করবে।

জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকি, দুটো শহরই সাগরের তীরে। সেই দুই শহরে আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার কারণে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মহামারীর শিকারের মতো কাতারে কাতারে মরেছে। মানবজাতি তার আগে পর্যন্ত কখনো এই বোমা প্রকাশ্যে ব্যবহার হতে দেখেনি। পাঠক, লক্ষ করুন নস্ত্রাদামাস কীভাবে তেজস্ক্রিয়তাকে *dedans peste* এর মধ্যেকার মহামারী বলে উল্লেখ করেছেন। সে সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটত, তাকে বলা হত *"Le Charbon"*, কারণ সে রোগে আক্রান্ত রোগীদের সারা শরীর বড়ো, কালো কালো পুঁজে ভরা ফুসকুঁড়িতে ভরে যেত। তেজস্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট ক্ষতও কালো হত। আর পদ্যের শেষের লাইন সহজেই অনুমেয়।

এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আর একটি পদ্য আছে যার কথা এখনো উল্লেখ করা হয়নি। আশা করছি এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আমার যেন ভুল হয়ে থাকে। পদ্যটিতে বলা হয়ছে : ছোটো একটা আণবিক বোমা গ্রিসের কোথাও অথবা বলকান অঞ্চলে নিক্ষেপ করা হবে, এবং নিঃসন্দেহে সেটাকে বর্তমান কালের মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সাথে সুন্দরভাবে জুড়ে দেয়া হবে।

Dans les cyclades, en perinthe et larisse,
Dedans Sparte tout le Pelloponnesse :
Si grand famine, peste par faux connisse,
Neuf mois tiendra et tout le chevronesse.

5.90

সাইক্লেডস, পেরিন্থিয়াস আর লারিসায়, স্পার্টা এবং সমগ্র পেলোপনেসাসে : অকল্পনীয় মহামারী দেখা দেবে, নকল ধুলোর (মানুষের তৈরি) কারণে। সমগ্র উপদ্বীপে তা দীর্ঘ নয় মাস স্থায়ী হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে, নকল ধুলা জিনিসটা কী ? নস্ত্রাদামাস মহামারী, আর সব মেডিক্যাল সমস্যা এবং গানপাউডার প্রভৃতি সম্পর্কে জানতেন। তাহলে এটা কী হতে পারে ? তেজস্ক্রিয় ধুলোবালি নয়ত?

ভবিষ্যৎ যুদ্ধপরবর্তী সময়ের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ?

Mars et le sceptre se trouvera conjoinct,
Dessoubz Cancer calamiteuse guerre :
Un peu apres sera nouveau Roi oingt,
Qui par long temps pacifiera la terre.

6.24

মঙ্গলগ্রহ ও রাজদণ্ড সংযুক্ত হবে। কর্কট রাশির প্রভাবে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তার কিছুদিন পর এক নতুন রাজার আবির্ভাব হবে, যিনি বিশ্বে দীর্ঘদিনের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

এটা মনে হয় নস্ত্রাদামাসের কোনো ভাসাভাসা আশাবাদের ভবিষ্যদ্বাণী। সে যাই হোক, তিনি অন্তত এই আভাস দিয়েছেন যে বিশ্বে কিছুদিনের জন্য হলেও শান্তি আসবে। কৌশলগত দিক থেকে দেখতে গেলে কথাটা খেটে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা এ পর্যন্ত মোটামুটি 'শান্তিতে' দিন কাটিয়েছি। এখানে রাজদণ্ড বলতে বৃহস্পতিকে বোঝানো হয়েছে।

পরের পদ্যটিতে নস্ত্রদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী করা অন্য একটা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিছুকালের শান্তির পর ১৯৮০-এর দশকে সংঘটিত হবে সে যুদ্ধ।

Soleil levant un grand feu l'on verra
Bruit et clarte vers Aquilon tendants :
Dedans le rond mort et cris l'on orra
Par glaive, feu, faim, mort las attendants.

2.91

ঠিক সূর্যোদয়ের সময় আগুনের বিশাল কুণ্ডের দেখা পাওয়া যাবে, ভয়াবহ শব্দ আর আলো উত্তরদিকে প্রসারিত হতে থাকবে। মৃত্যু আর চিৎকারে ভারি হয়ে উঠবে পরিবেশ। আরও মৃত্যু অপেক্ষা করবে, আগুন এবং দুর্ভিক্ষ।

পদ্যটি পড়লে মনে হয়, উত্তর গোলার্ধের কোনো একটি দেশে সূর্যোদয়ের সময় হঠাৎ করে বোমাবর্ষণ করা হবে বলা হয়েছে। নস্ত্রাদামাসের বেশিরভাগ

ভবিষ্যদ্বাণীর মতো এটায়ও 'উত্তর' আছে। বোমাবর্ষণের পর কিছুকাল যাবত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলবে।

১.৯২ পদ্যে নস্ত্রাদামাস বলেছেন, শেষ পর্যন্ত আমেরিকাই বিজয়ী হবে, কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে। নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণীতে আশার বাণী খুব অল্পই আছে, তবে নিচের পদ্যটিতে মনে হয় আশা জাগানোর মতো কিছু আছে। শেষের লাইনের বক্তব্য বাদে অবশ্য। পদ্যটি এরকম :

Nouveau venus lieu basti sans defence.
Occuper la place par lors inhabitable :
Pres, maisons, champs, villes prendre a plaisance.
Faim, Peste guerre arpen long labourable.

2.19

পতিত জায়গায় নবাগতরা থাকার জন্য নিরাপত্তাহীন একটা জায়গা গড়ে তুলবে। তৃণভূমি, বাড়িঘর, মাঠ এবং শহরে মানুষ খুশিমনে বাস করবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং যুদ্ধ, চাষযোগ্য বিশাল জমি।

মহাশূন্য বিষয়ক একজোড়া পদ্য

Si grand famine par unde pestifere.
Par pluie longue le long du polle arctique,
Samarobrin cent lieux de l'hemisphere,
Vivront sans loi exempt de pollitique.

6.5

মহামারীর কারণে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে এবং আর্কটিক পোল পর্যন্ত সে তার বৃষ্টি প্রসারিত করবে। সামারোব্রিনরা গোলার্ধের তিনশো মাইল দূরে (একশো লিগ) রাজনীতির অব্যাহতি পাওয়া আইনবিহীন জীবন যাপন করবে।

এই পদ্য আমাকে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। রাশিয়ান বর্ণমালা অনুযায়ী সামোরোবিন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে দুটো শব্দ Samo এবং Robin থেকে। সামো অর্থ স্বয়ং বা স্বীয়, এবং রবিন অর্থ পরিচালক। এটা একটা মানুষবিহীন মহাশূন্য যানের নাম। আধুনিক রাশিয়ায় প্লেন Samoylot নামে পরিচিত, যার রুশ অর্থ সেলফ-ফ্লাইং বা স্বয়ংচালিত।

এই পদ্যটির অনুবাদ করে দেয়ার জন্য আমি ইংল্যান্ডের ব্রুনেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ড. জন এ মরিসের কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম। এটায় বৃষ্টি বলতে নস্ত্রাদামাস সম্ভবত এক ধরনের আণবিক অথবা পারমাণবিক দূষণকে বোঝাতে ছেয়েছেন।

Dedans le coing de luna viendra rendre,
Ou sera prins et mis en terre estrange,
Les fruitz immeurs seront a la grand esclandre
Grand vitupere a l'un grand louange.

9.65

সে নিজেকে লুনার একেবারে এক প্রান্তে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে আটক করে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। অপরিণত ফল ভীষণ দুর্নাম ও দোষারোপের কারণ হবে, তার আগের সমস্ত অর্জন যত মহানই হোক না কেন।

এই পদ্যে উল্লেখ করা লুনাকে যদি আক্ষরিক অর্থে চাঁদ ধরা হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় বিস্ময়কর। বলা হয়েছে, যে মহাশূন্যচারী চাঁদে প্রথম পা রাখবে, তাকে নিঃসন্দেহে বিদেশের মাটিতে নিয়ে যাওয়া হবে। অপরিণত ফল বলতে আমেরিকানরা অ্যাপোলো-১৩ নিয়ে যে ভীষণ সমস্যায় পড়েছিল, সম্ভবত তার কথা বলা হয়েছে।

রকেট ঠিকমত কাজ করছিল না বলে মহাশূন্যচারীদের পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। ব্যাপারটা মহা কেলেঙ্কারির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা ফিরে আসতে সফল হবে, বেশিরভাগ লোকই তা আশা করেনি।

রাশিয়া মহাশূন্য গবেষণায় আমেরিকার চেয়ে বেশি মানুষ হারিয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাশিয়া সেসব গবেষণার অফিসিয়াল কোনো রেকর্ড রাখেনি।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতার কেন্দ্রের জায়গাবদল

Le neuf empire en desolation
Sera change du pole aquilonaire

8.81

জনমানবের অভাবের কারণে নতুন সাম্রাজ্য উত্তরাঞ্চলীয় পোল (নর্দার্ন পোল) থেকে স্থানান্তর করা হবে।

এই পদ্যটির প্রথম দুটি লাইনের বক্তব্য খুব লাগসই বলেই মনে হয়েছে।

এ নিয়ে ইংল্যান্ডের জডরেল ব্যাঙ্কে কর্মরত এক বিজ্ঞানীর সাথে কয়েক বছর আগে আমার বেশ মজার এক আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, যদি খুব বড়ো ধরনের আণবিক যুদ্ধ ঘটে, তাহলে সমুদ্র ও বাতাসের বেগের কারণে সাউথ পোলের ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের মতো জায়গা হবে বসবাসের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ।

সেখানকার ছাগল-ভেড়া চরে বেড়ানো কোনো পাহাড়ের চূড়ায় হোয়াইট হাউস দাঁড়িয়ে আছে, ভাবতে মন্দ লাগছে না কিন্তু।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ধারাবাহিকতা

Le grand empire sera par Angleterre,
Le pempotam des ans plus de trois cens :
Grandes copies passer par mer et terre,
Les Lusitains n'en seront pas contents.

10.100

এক মহান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থাকবে, সর্বময় শক্তির অধিকারী এবং তিনশো বছরেরও বেশিকাল রাজত্ব করবে। তার বিশাল বাহিনী দিকে দিকে যাবে। পর্তুগিজরা তাতে সন্তুষ্ট হবে না।

এটা বেশ আকর্ষণীয় এক ভবিষ্যদ্বাণী। তবে নস্ত্রাদামাসের সময় ব্রিটেন উল্লেখ করার মতো একটা রাজনৈতিক শক্তি থাকলেও স্পেন, ফ্রান্স বা রোমান সাম্রাজ্যের মতো ক্ষমতা বা সম্পদ, কোনোটাই তার ছিল না। তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উনবিংশ শতাব্দীর চেহারা দেখতে পেয়ে এটা লিখেছিলেন নস্ত্রাদামাস।

তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সে সাম্রাজ্য মোটামুটি তিনশো বছরের মতো টিকবে। বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বক্তা সেটাকে প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে রানী ভিক্টোরিয়ার সময় পর্যন্ত ভেবেছেন। তাতে অবশ্য নস্ত্রাদামাসের হিসাবের চেয়ে বছর পঞ্চাশেক বা আরোও কিছু বেশি হয়। তিন নম্বর লাইনের বক্তব্য একদম খাঁটি, তবে পর্তুগিজদের সম্পর্কে তিনি কী বলতে চেয়েছেন আমি তার ব্যাখ্য দাঁড় করাতে পারিনি।

এমন এক ভাসাভাসা, ধোঁয়াটে বক্তব্যের মাধ্যমে বাণী শেষ করার (এটাই এ ধরনের শেষ ভবিষ্যদ্বাণী) পিছনে নস্ত্রাদামাসের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক কারণ থাকতে পারে কি ?

সে যা হোক, পরের পদ্যটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিণতির ব্যাপারে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

Sept fois changer verrez gent Britannique
Taintz en sang en deux cents nonante an:
Franche non point par appuy Germanique,
Aries double son pole Bastarnien.

3.57

ব্রিটিশ জাতিকে সাতবার বদলে যেতে দেখা যাবে,
দুশো নব্বই বছর যাবত সে রক্তে বিধৌত হবে।
পোল্যান্ডের বিষয়ে জার্মানির সংশ্লিষ্টতা থেকে কখনো
মুক্ত হতে পারবে না।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সমস্যা হল, নস্ত্রাদামাস কোন তারিখ থেকে যে ব্রিটেনের সাতটি বড়ো ধরনের পরিবর্তনের ২৯০ বছর গুনতে শুরু করেছেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। যদি ১৬০৩ সালকে শুরুর বছর ধরা হয় ; তাহলে যুক্তিনির্ভর না হলেও পুরোটা মোটামুটি মিলে যায়। বিশেষ করে শেষের লাইনটি, যাতে পোল্যান্ডকে (Bastarnien) নিয়ে ইংল্যান্ডের যেভাবেই হোক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা বলা আছে। মেষরাশি (Aries) হচ্ছে সৌরপথের প্রথম রাশি, যা পূর্বদিকের পরিচালিকা শক্তি।

নস্ত্রাদামাস বোঝাতে চাইছেন, পোল্যান্ডে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং একই সময় ইংল্যান্ডকে জার্মানির সাথে বড়ো ধরনের এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাতে আরো বলা হয়েছে, সে সময়ে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন যে রাজ পরিবার থাকবে, সেটাই হবে সে দেশের উল্লেখ করার মতো শেষ রাজবংশ। তার অর্থ এই হতে পারে, জন্মগতভাবে একজন ব্যাটেনবার্গ, যুবরাজ চার্লস ইংলিশ সিংহাসনের শেষ রাজা হবেন।

এ ক্ষেত্রে যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে তারিখ ধরা হয়, তাহলে প্লুটো ২৬৫ বছরে তার পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে ; যা ১৯৯৫ সালে শেষ হবে। শান্তির নতুন যুগ শুরুর নির্দিষ্ট সময়টা কখন আসবে, নস্ত্রাদামাস ১০.৭২ পদ্যে বলেছেন। অতএব সাত বছরের প্রদক্ষিণ সম্ভবত ১৭৩০ সালে শুরু হয়েছে। যুবরাজ চার্লস ও লেডি ডায়ানার দুই ছেলে, উইলিয়াম ও হেনরির ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য নিয়ে যারা আবেগতাড়িত ভাবনা ভাবেন, তাদেরকে হিসেবের বাইরে রাখলে রাজনৈতিকভাবে ব্যাপারটাকে একেবারে অসম্ভব মনে হয় না।

কিন্তু গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন সংস্করণে পরের পদ্যটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি বাধ্য হয়ে সেটার বক্তব্য বাতিল করে দিয়েছি। কারণ রাজ পরিবারের কোন সন্তান সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হয়েছেন বলে ; বিশেষ করে বৈমানিকরূপে, আমার জানামতে ঘটেনি।

তবে যুবরাজ অ্যান্ড্রিউ যেহেতু ফকল্যান্ড যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং তিনি একজন পাইলট ছিলেন, সেহেতু আমি পরের পদ্যটি উল্লেখ করতে পারি। ভবিষ্যতে তিনি কোনো ছোটোখাটো আঘাত পাবেন কি না, চাইলে তা নিয়ে বিতর্ক চালানো যেতে পারে। তবে বিষয়টা বেশ অবাক করার মতো।

Un prince Anglais Mars a son coeur de ciel,
Voudra poursuivre sa fortune prospere :
Des deux duelles l'un percera le fiel
Hai de lui, bien aime de sa mere.

3.16

একজন ইংরেজ যুবরাজ, যুদ্ধ যাঁর হৃদয় আকাশে
বেঁধে রেখেছে, উন্নতিশীল ভবিতব্য অনুসরণ করতে
চাইবেন তিনি। দুটো দ্বৈত-যুদ্ধের একটাকে তিনি ঘৃণা
করবেন, যে যুদ্ধে তাঁর গলব্লাডার বিনষ্ট হবে। কিন্তু
তিনি তাঁর মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান।

মুদ্রাস্ফীতি

Les simulacres d'or et d'argent enflez,
Qu'apres le rapt au lac furent gettez
Au desouvert estaincts tous et troublez.
Au marbre script prescript intergetez.

8.28

সোনা ও রূপার অনুকৃতির ব্যাপক স্ফীতি ঘটবে,
যেগুলো চুরি করে লেকের পানিতে ফেলে দেয়া
হয়েছে, যেসব উদ্ধারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সকল
পাণ্ডুলিপি আর দলিল চিরতরে হারিয়ে যাবে।

এটা সম্ভবত ১৯২০-এর দশকে ইয়োরোপে যে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল, সেই ঘটনাকে নিয়ে লেখা। আমি নস্ত্রাদামাসের কয়েকটা খুব জটিল ভবিষ্যদ্বাণীর

আক্ষরিক অনুবাদ করিনি, এটা তার একটা। নিজে না করে ড. ফন্টব্রুন (১৯৩৯)-এর অনুবাদ ব্যবহার করেছি।

কাগুজে টাকা (সোনা ও রূপার অনুকৃতি) আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগে মারা গেছেন, এমন একজন এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কৌতূহলের ব্যাপার বটে ! পরাজিত নাজি বাহিনী আত্মসমর্পণের আগে যে বিপুল ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দিয়েছিল, *লেকের পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে* বলতে সম্ভবত তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন নস্ত্রাদামাস। সে ধন-সম্পদ অনেক চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মোনাকোর রাজকুমারী গ্রেসের পরিণতি

নিচের পদ্যটির যে অনুবাদ আমি করেছি, তাতে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তবে রাজকুমারীর মৃত্যুর পর আমি পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র পেয়েছি। তাদের বক্তব্য, তারা সে অনুবাদ গ্রহণ করেছে। পদ্যটা ছিল এরকম :

De sang et faim plus grand calamite,
Sept fois s'appreste a la marine plage :
Monech de faim, lieu pris, captivite,
Le grand mene croc en ferre caige.

3.10

রক্ত ও দুর্ভিক্ষের সাথে আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ; সাতবার তা সমুদ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে আসবে। ক্ষুধা থেকে মোনোকোর বন্দিত্ব। খ্যাতিমান সোনালিজন লোহার খাঁচায় ধরা পড়বে।

মোনাকোর রাজকুমারী গ্রেস, সোনালি ছায়াছবির জগতের সোনালি চুল ও সোনালি জীবনের অধিকারিনী লোহার খাঁচায়, অর্থাৎ তাঁর দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত গাড়ির মধ্যে মারা গেছেন। অবশ্য তাঁকে মহান (*Le grand*) বলা যাবে কি না, আমার ধারণা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ তিনি গোটাকয়েক হলিউডি ছবিতে অভিনয় করা ছাড়া জীবনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এমন কিছু অর্জন করেননি যেজন্য তাঁকে মহান বলা যেতে পারে।

Apres cambat et bataille navale,
Le grand neptune a son plus haut befroi :
Rouge adversaire de peur viendra paste
Mettant le grand Ocean en effroi.

3.1

লড়াই এবং ব্যাপক নৌ-যুদ্ধের পর নেপচুন যখন তার সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে : লাল প্রতিপক্ষ তখন ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠবে। সকল সাগর-মহাসাগরকে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

কমিউনিজম বিদায় নেয়ার আগে পর্যন্ত রাশিয়া নিজেকে যে বিশাল নৌ-পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল, এই পদ্যটি হয়ত সেই কথা বলছে। আর *নেপচুন তার সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে* বলতে সম্ভবত বলা হয়েছে কোনো বড়ো ধরনের নৌ-যুদ্ধের কথা।

বড়ো আশ্চর্যের কথা যে, এই পদ্যে নস্ত্রাদামাস রাশিয়াকে 'লাল প্রতিপক্ষ' হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, সে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠবে। যদিও সাগর-মহাসাগরে অন্যরাই বরং রুশ নৌ-শক্তির কারণে সারাক্ষণ তটস্থ থাকত। যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হবে, সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলেননি।

তবে কমিউনিজমের অন্তিম লগ্নে পূর্বাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগরে রুশ নৌ-শক্তির মোকাবিলায় যেভাবে মার্কিন নৌ-বহরগুলো সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকত, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত রুশ ট্রলার বা সাবমেরিনগুলো অহরহ যেভাবে নিজেদের পানি-সীমা অতিক্রম করত, তার ফলে গোটা বিশ্ব সারাক্ষণ সঙ্কিত হয়ে থাকত।

এবার আমরা আরেকটা পদ্যের দিকে নজর ফেরাব। এই বইটি প্রথমবার ছাপা হওয়ার সময় এই পদ্যটিকে আমার কাছে তেমন অর্থবহ মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হয় ব্যাপারটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এটা পড়লে বোঝা যায়, নস্ত্রাদামাস বিশ্বাস করতেন ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে। সেটায় লিবিয়ার কথা আছে। প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি এবং পশ্চিমা জগতের ওপর তাঁর প্রভাব, ফিলিস্তিনীদের সাথে তাঁর জড়িত থাকা, সিরিয়ার সাথে নতুন মৈত্রী এবং তেল নিয়ে পশ্চিমের সাথে বিরোধ প্রভৃতির কথা আছে।

১৯৮৪ সালের নভেম্বরে সাদকে নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরাঁর সাথে লিবিয়ার চুক্তির কথাও আছে। তবে আরবি ভাষার কোনো দলিলকে ফরাসিতে অনুবাদ করার বিষয়টি অবাক করার মতো। পদ্যটি এরকম :

আক্ষরিক অনুবাদ করিনি, এটা তার একটা। নিজে না করে ড. ফন্টব্রুন (১৯৩৯)-এর অনুবাদ ব্যবহার করেছি।

কাগুজে টাকা (সোনা ও রূপার অনুকৃতি) আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগে মারা গেছেন, এমন একজন এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কৌতূহলের ব্যাপার বটে ! পরাজিত নাজি বাহিনী আত্মসমর্পণের আগে যে বিপুল ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দিয়েছিল, *লেকের পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে* বলতে সম্ভবত তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন নস্ত্রাদামাস। সে ধন-সম্পদ অনেক চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মোনাকোর রাজকুমারী গ্রেসের পরিণতি

নিচের পদ্যটির যে অনুবাদ আমি করেছি, তাতে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তবে রাজকুমারীর মৃত্যুর পর আমি পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র পেয়েছি। তাদের বক্তব্য, তারা সে অনুবাদ গ্রহণ করেছে। পদ্যটা ছিল এরকম :

De sang et faim plus grand calamite,
Sept fois s'appreste a la marine plage :
Monech de faim, lieu pris, captivite,
Le grand mene croc en ferre caige.

3.10

রক্ত ও দুর্ভিক্ষের সাথে আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ; সাতবার তা সমুদ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে আসবে। ক্ষুধা থেকে মোনোকোর বন্দিত্ব। খ্যাতিমান সোনালিজন লোহার খাঁচায় ধরা পড়বে।

মোনাকোর রাজকুমারী গ্রেস, সোনালি ছায়াছবির জগতের সোনালি চুল ও সোনালি জীবনের অধিকারিনী লোহার খাঁচায়, অর্থাৎ তাঁর দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত গাড়ির মধ্যে মারা গেছেন। অবশ্য তাঁকে মহান (*Le grand*) বলা যাবে কি না, আমার ধারণা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ তিনি গোটাকয়েক হলিউডি ছবিতে অভিনয় করা ছাড়া জীবনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এমন কিছু অর্জন করেননি যেজন্য তাঁকে মহান বলা যেতে পারে।

Apres cambat et bataille navale,
Le grand neptune a son plus haut befroi :
Rouge adversaire de peur viendra pasle
Mettant le grand Ocean en effroi.

লড়াই এবং ব্যাপক নৌ-যুদ্ধের পর নেপচুন যখন তার সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে : লাল প্রতিপক্ষ তখন ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠবে। সকল সাগর-মহাসাগরকে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

3.1

কমিউনিজম বিদায় নেয়ার আগে পর্যন্ত রাশিয়া নিজেকে যে বিশাল নৌ-পরাশক্তিতে পরিণত করেছিল, এই পদ্যটি হয়ত সেই কথা বলছে। আর *নেপচুন তার সর্বোচ্চ শিখরে থাকবে* বলতে সম্ভবত বলা হয়েছে কোনো বড়ো ধরনের নৌ-যুদ্ধের কথা।

বড়ো আশ্চর্যের কথা যে, এই পদ্যে নস্ত্রাদামাস রাশিয়াকে 'লাল প্রতিপক্ষ' হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, সে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠবে। যদিও সাগর-মহাসাগরে অন্যরাই বরং রুশ নৌ-শক্তির কারণে সারাক্ষণ তটস্থ থাকত। যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হবে, সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলেননি।

তবে কমিউনিজমের অন্তিম লগ্নে পূর্বাঞ্চলীয় ভূমধ্যসাগরে রুশ নৌ-শক্তির মোকাবিলায় যেভাবে মার্কিন নৌ-বহরগুলো সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকত, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত রুশ ট্রলার বা সাবমেরিনগুলো অহরহ যেভাবে নিজেদের পানি-সীমা অতিক্রম করত, তার ফলে গোটা বিশ্ব সারাক্ষণ সঙ্কিত হয়ে থাকত।

এবার আমরা আরেকটা পদ্যের দিকে নজর ফেরাব। এই বইটি প্রথমবার ছাপা হওয়ার সময় এই পদ্যটিকে আমার কাছে তেমন অর্থবহ মনে হয়নি। কিন্তু এখন মনে হয় ব্যাপারটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এটা পড়লে বোঝা যায়, নস্ত্রাদামাস বিশ্বাস করতেন ফ্রান্স ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে। সেটায় লিবিয়ার কথা আছে। প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি এবং পশ্চিমা জগতের ওপর তাঁর প্রভাব, ফিলিস্তিনীদের সাথে তাঁর জড়িত থাকা, সিরিয়ার সাথে নতুন মৈত্রী এবং তেল নিয়ে পশ্চিমের সাথে বিরোধ প্রভৃতির কথা আছে।

১৯৮৪ সালের নভেম্বরে সাদকে নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়া মিতেরাঁর সাথে লিবিয়ার চুক্তির কথাও আছে। তবে আরবি ভাষার কোনো দলিলকে ফরাসিতে অনুবাদ করার বিষয়টি অবাক করার মতো। পদ্যটি এরকম :

Prince libinique puissant en Occident,
Francois d'Arabe viendra tant enflammer,
Scavans aux lettres sera condescendant'
La langue Arabe en Francois translater.

3.27

পশ্চিমা বিশ্বে লিবীয় যুবরাজের প্রচুর প্রভাব ও ক্ষমতা থাকবে। ফরাসিরা আরবির প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে উঠবে যে তারা নিজেদেরকে অবনমিত করে তা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করবে।

এতে বোঝা যায়, এই দুই ভাষা এবং উভয় পক্ষের রীতিনীতির বন্ধন কতখানি দৃঢ়। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর ওপর ফরাসি প্রভাব অতীতেও ব্যাপক ছিল, আজও আছে।

সুইস ব্যাঙ্কের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হবে

সবাই জানে, সুইস ব্যাঙ্কগুলো তাদের মক্কেলদের সব ধরনের গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অন্তত দীর্ঘদিন থেকে দিয়ে এসেছে। কিন্তু ইদানীংকালে কিছু কিছু অপরাধীর কারণে তাদেরকে সে ঐতিহ্য ভঙ্গ করতে হয়েছে তাদেরকে। আন্তর্জাতিক চাপে এ পদক্ষেপ নিয়ে হয়েছে সুইসদেরকে। এখন কোর্ট বা সংশ্লিষ্ট দেশের অফিসারদের প্রয়োজন দেখা দিলে তারা মক্কেলদের একান্ত ব্যক্তিগত দলিলপত্র তাদের দেখার জন্য সরবরাহ করে থাকে।

সে জন্যই নস্ত্রাদামাস লিখেছিলেন :

Leur grand amus de l'exile malefice,
Fera Sueve ravir leur grand contract

1.61

বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র গচ্ছিত থাকার জন্য সুইস ব্যাঙ্কগুলো তাদের শর্ত ভঙ্গ করতে বাধ্য হবে।

এটায় সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুইসদের নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকারের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে নাজি যুদ্ধপরাধীদের পালিয়ে যাওয়া এবং তাদের গোপন দলিল ও টাকা-পয়সা তাদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার কথা বলা হয়েছে।

অলিম্পিক গেমসে ইসরাইলি অ্যাথলেটদের পাইকারি হত্যা

An revolu du grand nombre spetiesme
Apparoistra au temps jeux d'Hecartombe,
Non esloigne du grand eage milliesme
Que les entres sortiront de leur tomve.

10.74

মহান ৭ সংখ্যার বছরের শেষভাগে যখন খেলার সময় পাইকারি হত্যাকাণ্ড ঘটবে, মহান মিলেনিয়াম তখন দোরগোড়ায় থাকবে, যখন মৃতরা তাদের কবর থেকে উঠে আসবে।

এই দ্ব্যর্থক পদ্যে সম্ভবত ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক গেমসে ইসরাইলি অ্যাথলেটদেরকে হত্যা এবং মহান ৭ সংখ্যার বছর বলতে দশক শেষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে, লস অ্যাঞ্জেলসে।

কোনো মৃত কবর থেকে উঠে আসেনি, তবে পুরো সোভিয়েত ব্লক সে গেমস বর্জন করায় তার ধারণাই বদলে গিয়েছিল।

এনোসিস ও প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিওস

এটি সম্ভবত গ্রিসের সাথে সাইপ্রাসের যুক্ত থাকা নিয়ে ১৯৫০ সালে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাকে নিয়ে লেখা।

En ce temps la sera frustree Cypress,
De son secours de ceux de mer Egee:
Vieux trucidez, mais par mesles es lyphres
Seduict Leur Roy, Royne plus outragee.

3.89

সে সময় সাইপ্রাস এজিয়ান সাগরের তীরের বন্ধুদের সাহায্য পাবে না। বুড়ো মানুষ হত্যা করা হবে, কিন্তু কামান এবং অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে রাজার জয় হবে, রানী আরো বেশি ক্রুদ্ধ হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর বক্তব্যে মনে হয়, গ্রিসের সাথে সাইপ্রাসের কখনো পুরোপুরি একীকরণ সম্ভব হবে না বোঝাতে চেয়েছেন নস্ত্রাদামাস। রাজা (কনস্ট্যান্টাইন ?) বিপথে চালিত হবেন এবং রানী ; সম্ভবত অজনপ্রিয় ফ্রেডারিকা ইংল্যান্ডে তাদেরকে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হতে মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন। বুড়ো মানুষ হত্যা বলতে হয়ত আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং প্রকারান্তরে তাঁর মৃত্যুর কথাই বলা হয়েছে।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের দুঃখজনক ইতিহাসের কথা এই পদ্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Les dieux feront aux humains apparence,
Ce qu'il seront auteurs de grand conflict :
Avant ciel veu serein espee et lance
Que vers main gauche sera plus grand afflict.

1.91

ঈশ্বর মানবজাতির সামনে স্পষ্ট করে তুলবেন যে, তারাই সে ব্যাপক যুদ্ধের সৃষ্টিকারী। আকাশ অস্ত্র এবং রকেটমুক্ত হতে দেখার আগেই বাঁ তীরে ভয়ঙ্কর ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে নস্ত্রাদামাস যে ধরনের অস্ত্রের কথা বলেছেন, তাতে নিশ্চিত যে এটা বিংশ শতাব্দীকে উদ্দেশ করেই লেখা–বিশেষ করে *lance* বা আকাশে রকেটের কথায়। ম্যাপের বাঁ দিকে যে দেশটি আছে ; অর্থাৎ পশ্চিমে, পদ্যে সেটাকে পরাজিত দেশ বলা হয়েছে।

দেশটি নিঃসন্দেহে আমেরিকা। গত শতাব্দীতে ভিয়েতনামে সে দেশের এই পরাজয় ছিল সবচেয়ে লজ্জাজনক এবং শোচনীয় পরাজয়।

La foy Punicque en Orient rompue
Grand Jud et Rosne, Loire et Tag changeront.
Quand du mulet la faim sera repue,
Classe espargie, sang et corps nageront.

2.60

পূর্বে আফ্রিকার সাথে বিশ্বাস ভেঙে গেছে, জর্ডান, রোন, লোইর এবং টাগাস নদী বদলে যাবে। গাধার ক্ষুধা মিটতে বহর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং দেহ রক্তের নদীতে ভাসবে।

এই পদ্যের প্রথম ছত্রে কী বলা হয়েছে ? ব্রিটেন এবং আফ্রিকানদের মধ্যে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে যে আলোচনা বৈঠক হয়েছে, তার কথা ? এই সমস্যার সময় মধ্যপ্রাচ্যের জর্ডানের নদীসমূহ, ফ্রান্সের রোন ও লোইর এবং স্পেনের টাগাস নদীর যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে, তার কথা ?

এর অর্থ হতে পারে, পুরনো দেশগুলোর সীমানারেখা বদল হবে এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে নৌ-বিপর্যয় ঘটবে। ব্যাপারটা একেবারে অস্পষ্ট–তবে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন এবং পিএলওর সাথে ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আলোচনার সূত্রে প্যালেস্টাইনের সাথে জর্ডানের যোগসূত্র ঘটানোর বিষয়টা বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

এটায় বহর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে বলতে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-মধ্যসাগরে যে জাহাজ ও বিমানবাহী পাঠিয়েছিলেন, তার কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা

Du lac Leman les sermons fascheront,
Les jours seront reduicts par les sepmaines:
Puis mois, puis an, puis tous deffailliront'
Les magistrats damneront leurs loix vaines.

1.47

লেক জেনেভার কঠোর সমালোচনা অতিষ্ঠ করে তুলবে। দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে বছরের

পর বছর গড়াবে, তারপর সব ব্যর্থ হবে। ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের অর্থহীন আইনকে ধিক্কার দেবে।

এটায় একদম স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, লেক জেনেভাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা লিগ অব নেশনস্ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়বে। হয়েছেও তাই। বছরের পর বছর অর্থহীন বিতর্ক আর ব্যর্থতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে সেটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অবশ্য অনেকের দাবি, ১৯৪০ সালেই সেটার অস্তিত্ব অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

ন্যাটো ও তার ব্যর্থতা

Le camp Ascap d'Europe partira,
S'adjoignant porche de l'isle submergee :
D'Arton classe phalange pliera,
Nombril du monde plus grand voix subrogee.

2.22

উদ্দেশ্যবিহীন সৈন্যদল ইয়োরোপ থেকে যাত্রা করবে এবং ডুবন্ত দ্বীপের কাছে গিয়ে মিলিত হবে। ন্যাটো নৌ-বহর তাদের পতাকা ভাঁজ করে রাখবে এবং আরও শক্তিশালী কোনো কণ্ঠ বিশ্বের নাভির দায়িত্ব নেবে।

৯.৩১ পদ্যেও নস্ত্রাদামাস 'ডুবন্ত দ্বীপের' কথা লিখেছিলেন, সেখানে দ্বীপটাকে ব্রিটেন বলে উল্লেখ করা হয়। উদ্দেশ্যবিহীন সৈন্যদল বলতে কি তারা মহড়ায় রয়েছে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি ? পতাকা ভাঁজ করে রাখার কথাটা সে বিশ্বাসই দৃঢ় করে। বিশ্বের কেন্দ্র এবং নাভি বলতে ইটালিকে বোঝানো হয়। নস্ত্রাদামাস বলতে চাইছেন, আরো বেশি ক্ষমতাধর কোনো সংস্থা ন্যাটোর দায়িত্বভার নিতে যাচ্ছে।

ইয়োরোপের দেশগুলো একজোট হয়ে গড়ে তুলেছে এই North Atlantic Treaty Organisation বা ন্যাটো। ন্যাটো বর্তমানে ইয়োরোপ এবং ইংলিশ চ্যানেল, দু' জায়গাতেই সামরিক মহড়া দেয়।

১৯৫৬ হাঙ্গেরির বিদ্রোহ

নিচের পদ্যটির বক্তব্য মনের ওপর গভীর দাগ ফেলার মতো নির্ভুল এক ভবিষ্যদ্বাণী। কারো পক্ষে ৩৮৮ বছর আগে (১৫৬৮) এমন কিছু দেখা কঠিনই বটে।

Par vie et mort change regne d'Ongrie,
La loi sera plus aspre que service :
Leur grand cite d'hurlements plaincts et crie,
Castor et Pollux ennemis dans la lice.

2.90

জীবন ও মৃত্যুর বিনিময়ে হাঙ্গেরির শাসন বদলে যাবে। আইন হয়ে উঠবে দাসত্বের চেয়েও তিক্ত। তাদের প্রধান শহর চিৎকার করে ডাকবে, বিলাপ করবে। ক্যাস্টর (Castor) ও পোলক্স (Pollux) মাঠে শত্রু হয়ে উঠবে।

১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাগি ওয়ারশ জোট থেকে তার দেশের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করার তিন দিন পর, ৪ তারিখে রাশিয়া সে দেশে সামরিক অভিযান চালায়। ইতিহাস সাক্ষী, রুশ লাল ফৌজের সেই নগ্ন আক্রমণে হাজার হাজার হাঙ্গেরিয়ানের মৃত্যু হয় এবং প্রাণের ভয়ে আরো হাজার হাজার পশ্চিম পালিয়ে যায়।

সে সময় রুশদের সাথে হাঙ্গেরীয় প্রতিরোধ বাহিনীর তুমুল যুদ্ধে রাজধানী বুদাপেস্টের ভীষণ ক্ষতি হয়। আমি শেষ লাইনটার অনুবাদ করেছি এভাবে : রুশপন্থি হাঙ্গেরীয়রা দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়েছে। ক্যাস্টর (Castor) ও পোলক্স (Pollux) দুই যমজ ভাই, রুশপন্থি ছিল তারা।

ত্যাগ করা বিষয়ক একজোড়া পদ্য

Pour ne vouloir consentir au divorce,
Qui puis apres sera cogneu indigne'
Le Roi des Isles sera chasse par force
Mis a son lieu que de roi n'aura signe.

10.22

তালাকের অনুমতি না নেয়ার জন্য ; পরে যে তালাক অর্থহীন মনে হবে, দ্বীপের রাজা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। অন্য একজনকে তার জায়গায় বসানো হবে যার কোনো রাজত্ব নেই।

মিসেস সিম্পসনের জন্য অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দেয়াকে ইংরেজরা ভালোভাবে নেয়নি। পরে মিসেস সিম্পসনের সামাজিক অবস্থানের জন্য তাকে ইংল্যান্ড ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পরে ষষ্ঠ জর্জ ; যার রাজত্ব চালানোর কথা ছিল না, তাকে ক্ষমতায় বসতে বাধ্য করা হয়।

Le jeune nay au regne Britannique,
Qu'aura le pere mourant recommande,
Icelui mort LONOLE donra topique,
Et a son fils le regne demande.

10.40

ব্রিটেনের রাজপরিবারে জন্ম নেয়া তরুণকে অন্তিম মুহূর্তে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে গেছেন পিতা। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর তার সাথে লন্ডনের মতানৈক্য দেখা দেবে এবং তার কাছ থেকে রাজত্ব ফেরত চাওয়া হবে।

এটা ১০.২২-এর অনুসৃতি। পরবর্তী রাজা হিসেবে অনুমোদিত ছিলেন অষ্টম এডওয়ার্ড। কিন্তু মিসেস সিম্পসনের সাথে কেলেঙ্কারি প্রভৃতি কারণে তিনি সিংহাসনের মায়া ছাড়তে বাধ্য হন। পরে ষষ্ঠ জর্জ সিংহাসনে বসেন।

নিক্সন

এই পদ্যটি সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সুনির্দিষ্ট বর্ণনা।

Le grand senat discernera la pompe
A l'un qu'apres sera vaincu chasse,
Ses adherans seront a son de trompe,
Biens publiez ennemis deschassez.

10.76

মহান সিনেট যে একজনের প্যারেড দেখবে, তাকে বিতাড়িত করা হবে। সে মিলিয়ে যাবে। অনুসারীরা তাঁর বিজয় উল্লাসের (ট্রাম্পেট) সময় থাকবে। তাদের যাবতীয় কিছু বিক্রি হবে। শত্রু বিতাড়িত হবে।

আশঙ্কা পরে সত্যি হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তাঁর কোলিগদের কয়েকজনকে বরখাস্ত করেছিল সিনেট। পরে নিক্সনসহ তাদের প্রত্যেকে নিজেদের 'অতীত স্মৃতি' বিক্রি করেছেন।

শত্রু বিতাড়িত হবে, রিপাবলিকান হোক আর ডেমোক্র্যাট, মার্কিন রাজনীতির নৈতিকতার কতবড় দৈন্য !

নস্ত্রাদামাস বলে থাকুন আর না-ই বলে থাকুন, কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় আছে কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভ্যাটিকেন সংযোগ

মধ্যযুগে মিলেনিয়াম (সহস্রাব্দ) সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পোষণ করা হত, আধুনিক ভবিষ্যদ্বক্তা এডগার কেসি ও জিন ডিকসনের মতো নস্ত্রাদামাসেরও সেই ভয়টা অত্যন্ত প্রবল ছিল।

যিশুখ্রিষ্টের জন্মের একশো বছর পূর্তির সময় এরকম হয়েছে ; ১০০০ সাল যত এগিয়ে আসছে, সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্বের মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা ততই মন্থর হয়ে আসছে। মাঠে মানুষের কাজ থেমে গেল, জীবনের আর সব ক্ষেত্রও প্রায় থেমে গেল।

কেন ? কারণ, খ্রিষ্টান সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে পরিচিত প্রতিটা গির্জার প্রতিটা বেদি থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছিল, যিশুর জন্মের পর ১০০০ বছর পূর্ণ হতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টান বিশ্ব এতটাই আস্থাশীল ছিল যে, তেমন কিছু ঘটেনি দেখার পরও ব্যাপারটা মেনে নিতে তাদের আরো পুরো দুই শতাব্দী লেগেছে।

বিশ্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে পা রাখার পর একটু একটু করে আশ্বস্ত হয় তারা, 'ঈশ্বরের ঘোষণা করা' অনিবার্য কেয়ামত তাহলে এখনই আর ঘটছে না। তারপর আবার স্বাভাবিক সামাজক জীবনযাত্রা চালু হয়। কিন্তু না, ভয় পুরো কাটেনি। অবচেতন মনে সেটা থেকেই গেল। সাধারণ, অশিক্ষিত গোঁয়ো-মূর্খদের মনে তো বটেই; অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, গির্জার নিয়ন্তাদের অনেকের মনেও তা রয়ে গেল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে লাগল। ২০০০ সাল যত এগিয়ে আসছে, তার গুরুত্বও তত বাড়তে লাগল। মানুষ ভাবল একবার গির্জার ভুল হতে পারে, দুবার নিশ্চয়ই হবে না। এই ধারণার সাথে তথাকথিত দ্বাদশ শতাব্দীর আইরিশ ভবিষ্যদ্বক্তা ম্যালাচির উল্কার অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসাত্মক পরিভ্রমণের 'কারণ' আবিষ্কার এবং সে সময়কার ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যেকার নানান বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার, সবকিছু মিলে একাকার।

তারপর যখন জানা গেল, ১৭২০ সালের নেক্সেল এবং ১৯৭৩/১৯৭৪ সালের কোহুটেকের পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ধূমকেতু হ্যালি ১৯৮৬ সালে দেখা দেবে। সময়টা ২০০০ সালের কাছাকাছি বলে সরল বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের শঙ্কা আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। নস্ত্রাদামাসও সে দলের বাইরের নন। অবশ্য তাঁর কাছে ধূমকেতু বিশ্বের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অগ্রদূত ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসবের প্রভাবই সকল অমঙ্গলের ও পৃথিবী ধ্বংসের কারণ। আমি লক্ষ করেছি, ধূমকেতু প্রশ্নে গির্জা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সব সময় একটা পরস্পরবিরোধী বিভাজন আছে।

একদল বলে যিশুখ্রিষ্টের জন্ম মহা আনন্দের বিষয়। তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা। আরেক দল বলে সেটা বিপর্যয়।

আমাদের আধুনিককালের পাঠকদের বুঝতে হবে যে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীরা ধূমকেতুর প্রভাবকে একেবারেই অপরিবর্তনীয় মনে করত। তারা ভাবত ধূমকেতুর প্রভাবেই যুদ্ধ শুরু হয় বা শেষ হয়, রাজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে। এছাড়া সাধারণ আর সমস্ত বিষয়ে কত কী যে ভাবত, তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য পৃথিবী থেকে দেখা যায়, এমন বিখ্যাত ধূমকেতুর প্রভাব যে আছে, সেটা স্রেফ কুসংস্কার বা বাজে কথা নয়।

আমি প্রায় সময়ই ১৯৮৩ সালের ৯ মে রাতে দেখা দেয়া তথাকথিত ইলেকশন কমেটের কথা ভাবি। সে রাতেই মিসেস মার্গারেট থ্যাচার তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোর আকস্মিক ঘোষণা দেন এবং তাতে জয়ী হন। আমাদেরও বোধহয় ধূমকেতুকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া উচিত।

এই অধ্যায়টিতে ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে তৃতীয় খ্রিষ্টবিরোধীর আগমন পর্যন্ত ইতিহাস এবং নস্ত্রাদামাসের ঘোষণা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

De l'Otient viendra la coeur Punique
Facher Hadrie et les hoirs Romulides
Accompagne de la classe Libyque
Temples Mellites et porches isles vuides. 1.9

পুব থেকে (মধ্য?) আফ্রিকার হৃৎপিণ্ড আসবে হাদরি
ও রোমুলাসের উত্তরিধাকারদেরকে সমস্যায় ফেলতে,
লিবিয়ান বহরের সাথে। মালটা এবং ধারে কাছের
দ্বীপসমূহের সমস্ত মন্দির পরিত্যক্ত হবে।

উত্তর আফ্রিকার সাদে (Chad) লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট, কর্নেল গাদ্দাফি ও তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের সৃষ্ট সমস্যার সাথে এই পদ্যের বক্তব্যের অদ্ভুত মিল আছে। পদ্যের তৃতীয় লাইনে লিবিয়ার নাম থাকায় সম্ভাবনাটা জোরালো হয়েছে। দ্বীপ বলতে হয়ত লেবানন ও তার আশপাশের এলাকাকে বোঝানো হয়েছে–বছরের পর বছর ধরে যার বুকে ভয়াবহ যুদ্ধ চলে আসছে এবং এই মুহূর্তে এমনকি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী পর্যন্ত সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

নস্ত্রদামাসের ধারণা, এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৬ সালের দিকে বড়ো ধরনের একটা যুদ্ধ বেধে যাবে এবং তার কেন্দ্র হবে মধ্যপ্রাচ্য। তারপর আসবে তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট অথবা হয়ত একই সাথে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা (ব্যাপারটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়)।

এতক্ষণ উল্কা প্রশ্নে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মানুষের কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা হল। এবার সে সময়কার খ্রিষ্টান সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী পোপের দুনিয়ার ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থা কী ছিল, তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। সে কালে পোপের ধর্মীয় ক্ষমতা অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো পৃথিবীর সমস্ত খ্রিষ্টান দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার পার্থিব ক্ষমতা আর সম্পদের যে পরিমাণ ছিল, তা কল্পনার বাইরে।

সে সময় রাজনীতির মাঠে ফ্রান্স বা রোমান সাম্রাজ্য, দুটোকে একই দলভুক্ত ভাবার কোনো উপায় ছিল না। ভ্যাটিকেন তখন কেবল একটা প্রতীকই ছিল না, ছিল পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্রও। মুসলিম জগত তখন ধীরে ধীরে ভাঙছে। তারপরও, নস্ত্রাদামাসের জীবদ্দশাতেও তাদের নৌ-শক্তি ছিল ভূ-মধ্যসাগরের ত্রাস।

ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের হাত থেকে গ্রানাডাকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু মূর মুসলমানদের ক্ষমতা তখনো ইয়োরোপের স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে।

তখন ভ্যাটিকেনের আরোপিত ক্ষমতা ও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা নস্ত্রাদামাসের পক্ষে এক কথায় ছিল অকল্পনীয়। জোর করে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানে রূপান্তরিত হয়েছিল নস্ত্রাদামাসকে, কিন্তু তাঁর মন দখল করে রেখেছিল কাবালা এবং ইহুদি ধর্মের সন্ন্যাস জীবনের মতবাদ। তাঁর দৃষ্টিতে ভ্যাটিকেনের অবাধ্য হওয়ার অর্থ ছিল পুরনো ধর্মমতের ইতি টেনে দেয়া। এবং তার ফল হত নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ অরাজকতা।

পোপের জগত সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছিল। এভিগননে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পোপের দূতের স্থায়ী কোর্ট ছিল, যেখানে বিচার-আচার হত। পোপের চেয়ে দূতের ক্ষমতা কোনো অংশে। নস্ত্রাদামাস কিছুকাল সেখানে থেকে এসেছেন। সে সময় তিনি কাম-উদ্দীপক এক ওষুধ আবিষ্কার করেন। যে তথ্য পরে তাঁর *Traite des fardemens*-এ ছাপা হয়েছিল।

তবে সে ওষুধের যে সমস্ত উপাদান ছিল, তার কিছু কিছু আজকের আধুনিক যুগে খুব দামি। যেমন মুক্তো, বহু মূল্যবান পাথর প্রভৃতি। এর অর্থ কি নস্ত্রাদামাস তিনি যে বিশাল ধন-সম্পদ রেখে গেছেন, এ থেকেই তার বেশিরভাগ অর্জিত হয়েছে ধরে নেয়া যায়।

পোপ পায়াস দ্বাদশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে অবস্থান নিয়েছিলেন, নস্ত্রাদামাস তা অনুমোদান করেননি। তিনি বরং ইঙ্গিত দেন যে, পোপ যুদ্ধাপরাধীদের পালাতে সাহায্য করেছেন। আইরিশ ভবিষ্যদ্বক্তা/অনুবাদক ম্যালাচি পোপের কর্তৃত্ব সম্পর্কে যে মূলমন্ত্র দিয়েছিলেন, তা ছিল শ্লেষপূর্ণ।

নিচের পদ্যটির মাধ্যমে নস্ত্রাদামাস হিটলার ও পোপ পায়াস দ্বাদশকে পরস্পরের মিত্র বলে উল্লেখ করেন।

De la partie de Mammer grand Pontife
Subjugera les confins du Danube
Chasser les croix par fer raffe ne riffe,
Captifz, or, bagues plus de cent mille rubes.

6.49

দানিয়ুবের সীমানাকে যে যোদ্ধাদল বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করবে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত। বাঁকা ক্রসের উদ্দেশ্য বন্দি করা ; সোনা, মণিরত্ন ও একশো হাজারেরও বেশি পদ্মরাগমণি।

আয়রন ক্রসকে বর্ণনা করা হয়েছে raffe ne riffe হিসেবে। যার অর্থ বাই হুক অর বাই ক্রুকও হতে পারে, আবার জটিলও হতে পারে। সেটা যে কেবল সোয়াস্তিকা, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হিটলারের নাজি পার্টির জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ায়, অর্থাৎ দানিয়ুব।

পদ্যের শেষ লাইনে আছে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের ব্যক্তিগত গহনা-গাটি, সোনা ও সম্পত্তির কথা। নাজিরা যেগুলো কেড়ে নিয়েছিল ; বিশেষ করে তাদের অসংখ্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটক ইহুদি বন্দিদের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে পোপের মনোভাব পরিষ্কার ছিল না। তার ওপর নাজিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান না নিয়ে যুদ্ধের পর উল্টে তাদেরকে ভ্যাটিকেনে আশ্রয় নিতে দেয়ার কারণে প্রবলভাবে সমালোচিত হন তিনি। এ প্রসঙ্গে ম্যালাচির ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কিছু খোলামেলা আলোচনা করা যাক।

নস্ত্রাদামাস সেসব সম্পর্কে জানতেন কী জানতেন তা স্পষ্ট নয়, তবে বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে অনেক মিল ছিল দুজনের। ম্যালাচি ছিলেন আইরিশ, দ্বাদশ

শতাব্দীর নামকরা ভবিষ্যদ্বক্তা/অনুবাদক। তাঁর মতে দুই সহস্রাব্দীতে পোপের কর্তৃত্ব শেষ হওয়ার কথা। আমি তাঁর সেসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত মূল বই ভ্যাটিকেন সিটিতে দেখেছি।

ম্যালাচির মতে পায়াস দ্বাদশের পরে আর মাত্র ছয়জন পোপ কর্তৃত্ব করবেন খ্রিষ্টান বিশ্বের। পায়াস দ্বাদশ মারা যান ১৯৫৮ সালে। একজন নির্বাচিত পোপ হিসেবে গড় বয়স বিবেচনায় ওই সময় তাঁর মৃত্যু খুব অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।

সে যা হোক, তাঁর হিসাব অনুযায়ী বর্তমান পোপ জন পলের পর আর মাত্র দুজন পোপ বাকি আছেন। জন পলের প্রাণের ওপর একবার হামলা হয়ে গেছে। কাজেই ম্যালাচি ও নস্ত্রাদামাসের কথামত ২য় সহস্রাব্দীর মধ্যে ভ্যাটিকেনের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে।

পায়াস দ্বাদশের পর পোপ নির্বাচিত হন জন ত্রয়োবিংশতি (১৯৫৮-১৯৬৩)। তারপর নির্বাচিত হন মনটিনি ; যিনি পরে পল ষষ্ঠ উপাধি ধারণ করেন। ইনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ইরান/ইসরাইল সঙ্কট নিরসন এবং ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান আছে তাঁর। মধ্যপ্রাচ্যের আরো কিছু কিছু সমস্যা সমাধানেও সব কাজ করেছেন পোপ পল ষষ্ঠ। এখানে কৌতূহল জাগানোর বিষয় হল, নস্ত্রাদামাস তাঁকে অভিজাতিক চিহ্ন 'কোট অব আর্মস' দিয়েছিলেন।

নিচের পদ্যটি পড়লে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এটি ছাপা হয় ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরিতে। পদ্য নং ২০ :

L'union faincte sera peu de duree
Des uns changes reformes la plus part:
Dans les vaissaux sera gent enduree,
Lors aura Rome un nouveau liepart.

6.20

লোক দেখানো সংঘ অল্পদিন বজায় থাকবে, তারপর কিছু পরিবর্তন শেষে বৃহত্তর অংশ পুনর্গঠিত হবে। জাহাজে লোকে কষ্ট ভোগ করবে, তারপর রোমে এক নতুন চিতাবাঘ দেখা দেবে।

সেকালে প্রাচীন কুল মর্যাদার চিহ্ন হিসেবে সিংহকে চিতাবাঘ বলা হত। বাঁ দিকে হেঁটে যাচ্ছে সেটা, মুখ দর্শকের দিকে ফেরানো। পোপ জনের কোট অব আর্মসে তাই ছিল। এমন সময়, যখন আশা করা হয়েছিল অনেক কিছু পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। লায়নস অব সেইন্ট মার্কের ব্যাপারে একটা তির্যক পদ্যও আছে।

Quand le sepulchre du grand Romain trouve
Le jour apres sera esleu Pontif :
Du Senat gueres il ne sera prouve
Empoisonne son sang au sacre scyphe.

3.65

যখন মহান রোমানের সমাধি আবিষ্কৃত হবে, তা পরদিন একজন নতুন পোপ নির্বাচিত হবে। সিনেট তাঁকে অনুমোদন দেবে না, পবিত্র পানপাত্রে তাঁর রক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

১৯৭৯ সালে সেইন্ট পিটারের সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে। সে বছরই পোপ জন পল প্রথমের নির্বাচিত হওয়া ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পর তাঁকে কার্ডিনালদের সাথে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সে রাতেই সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়োরোপীয় সংবাদপত্রগুলো ভীষণভাবে ভ্যাটিকেনের পিছনে লাগে। অবশ্য পরে তা কোনোরকমে সামাল দেয়া হয়। পরে তদন্তে প্রকাশ পায়, যেসব নানের সে রাতে নব-নির্বাচিত পোপের দেখাশুনার দায়িত্বে থাকার কথা ছিল, তারা অনুপস্থিত ছিল।

তার ওপর তাকে কবর না দিয়ে সন্দেহজনকভাবে অত্যন্ত দ্রুত দাহ করা হয়। অবশ্য পোপ যে সিনেটের বাকি সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে অজনপ্রিয় ছিলেন, সে কথাও ঠিক। আরো দুটো পদ্যে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করার কথার উল্লেখ আছে।

Celui qu'aura gouvert de la grand cappe
Sera induict a quelques patrer.
Les douzes rouges viendront fouiller la nappe
Soubz meutre, meutre se viendra perprtrer.

6.11

আলখাল্লা পরা সরকার যার পক্ষে, তাকে একাধিক মামলায় জড়িয়ে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হবে। বারোজন লাল এসে গোপনীয়তা নষ্ট করবে। এক খুন চাপা দিতে আরো খুন করা হবে।

Elseu en Pape, d'esleu sera mocque
Subit soudain esmeu prompt et timide,

Par trop bon doulz a mourir provocque,
Crainte estainte la nuit de sa mort guide.

10.12

নির্বাচিত পোপ হলেও সিনেট সদস্যরা তাকে হঠাৎ,
অপ্রত্যাশিতভাবে পদ থেকে সরিয়ে দেবে। খুব দ্রুত,
চকিতে। নিজের মৃত্যুর রাতে সে ভয় পাবে গার্ডের
হত্যার কথা ভেবে।

এই দুটি পদ্যে বোঝা যায়, যদি পোপ জন পল প্রথম বেঁচে থাকতেন, তাহলে সিনেটে পরিবর্তন আনার নির্দেশ দিতেন, যা অন্যদের পছন্দ ছিল না। কার্ডিনালরা যে কারণে খুব দ্রুত মাঠ নেমে পড়ে। অবশ্য গার্ডের মৃত্যুর ব্যাপারটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এসব চাপা দিতে ভ্যাটিকেনকে নিঃসন্দেহে ভালো কসরত করতে হয়েছে। তবে সে সময় পশ্চিমের অনেক দেশ : এমনকি আমেরিকার তুলনায়ও ভ্যাটিকেনের প্রভাব ছিল অনেক অনেক বেশি।

বর্তমানের পোপ, পোপ জন পল দ্বিতীয় ছিলেন একজন পোলিশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে হত্যা করার প্রথম প্রচেষ্টা চালানো হয় ১৯৮১ সালের ১৩ মে, রোমের ভ্যাটিকেন স্কয়ারে। হবু হত্যাকারী ছিল এক তুর্কি, মেহমেত আলি আগচা। পোপ সে হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। এই হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে রাজনীতিক এবং পুলিশের তরফ থেকে যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে, তা ছিল হয় বিভ্রান্তিকর, নয়ত শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা।

নস্ত্রাদামাস একটা বিপর্যয়ের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, যা ভ্যাটিকেন ও গির্জাকে সামগ্রিকভাবে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে। যখন "Le grand estoille" বা হ্যালির ধূমকেতু দেখা দেবে। তাঁর মতে সেটা দেখা দিলে দুটো ঘটনা ঘটবে, সম্ভবত। হয় পোপের সত্যিকারের, নয়ত 'ধর্মীয়' মৃত্যু ঘটবে, যার ফলে নস্ত্রাদামাসের মতে পোপকে রোম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। অবশ্য পোপ অন্যভাবে নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করতে সাহায্য করছেন। তিনি পোপের প্রভাব ও কর্তৃত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। নস্ত্রাদামাস একাধিক পদ্যে বলেছেন : খুব শীঘ্রি একজন মুখ্য পুরোহিতকে পবিত্র শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। এর সবগুলোই ১৯৮৬ সালের হ্যালির ধূমকেতু উদয় হওয়ার সাথে যুক্ত। সেটার উপস্থিতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে, তখন ভ্যাটিকেনে পল নামের এক পোপ আসীন থাকবেন।

Le grand estoille par sept jours bruslera,
Nuee fera deux soleils apparoir,

Le gros mastif tot nuict hurlera
Quand grand Pontife changera de terroir.

2.41

বিশাল নক্ষত্র সাতদিন ধরে জ্বলবে এবং মেঘের
কারণে সূর্য মনে হবে দুটো জ্বলছে। যখন মুখ্য
পুরোহিত তাঁর নিবাস বদল করবে, তখন প্রহরারত
বিশাল কুকুর সারারাত ধরে একটানা চিৎকার করবে।

এই পদ্যটির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার আগে এর সাথে অন্য একটাকে জুড়ে নেয়া যায়। সেটা এরকম :

Un peu devant monarque trucide
Castor, Pollux en nef, astre crinite
L'erain public par terre et mer vuide
Pise, Ast, Ferrare, Turin terre interdicte.

2.15

কিছুক্ষণ আগে এক রাজাকে হত্যা করা হয়েছে,
ক্যাস্টর ও পোলক্স জাহাজে, এক দাড়িওয়ালা নক্ষত্র।
জনগণের সম্পদ মাটিতে ও সমুদ্রে খালি করা হবে।
পিসা, আসতি, ফেরারে এবং তুরিন নিষিদ্ধ ভূমি।

১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধূমকেতু দেখা দেয়ার কথা আছে। সেটা হচ্ছে নতুন আবিষ্কৃত আইরাস আসকারি আলকক (Iras Askari Alcock)। গত দুশো বছরে দেখা ধূমকেতুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সেটা। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্যি হয়, তাহলে যুদ্ধ খুব নিকটেই। গুরুত্বপূর্ণ এই ধূমকেতুর দেখা দেয়ার সাথে পোপের কর্তৃত্ব এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী এক মার্কিন পরিবারের তৃতীয় সন্তানের পরিণতির কথা একাধিকবার বলা হয়েছে। তাঁকে কেনেডি পরিবারের ধরে নিলে কোনো ভুল হবে বলে মনে হয় না।

কারণ নস্ত্রাদামাস দুই ভাই, জন এফ কেনেডি ও রবার্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছিলেন এবং সেগুলো এরমধ্যে ঘটেও গেছে। এরপর তৃতীয় ভাই, এডওয়ার্ড কেনেডিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি। সেটাও সত্যি হয়েছে। কাজেই কেনেডি পরিবারই সেই অত্যন্ত প্রভাবশালী মার্কিন পরিবার।

পরের পদ্যটি তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট (খ্রিষ্ট শত্রু) সংক্রান্ত। এটি পড়লে বোঝা যায়, আসল চেহারা দেখানোর অনেক আগে থেকেই সে পর্দার আড়ালে বসে বিপজ্জনক খেলা খেলে চলেছে।

Les deux unis ne tiendront longuement,
Et dans treize ans au Barbare Satrappe
Au deux costez sernot tel perdement
Qu'un benira la Barque et sa cappe.

5.78

দুজনের মৈত্রী বেশিদিন স্থায়ী হবে না : তেরো বছরের মধ্যে তারা এক বর্বর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। উভয় পক্ষে এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে যে, এক পক্ষ বারকু ও নেতাকে সমর্থন দেবে।

এখানে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, নস্ত্রাদামাস এটায় দুই মিত্র বলতে যে কোন দুজন বা দুই পক্ষকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। হতে পারে তিনি হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মৈত্রীকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিউবান-গ্রানাডা সমস্যার হোতা এবং ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি যাত্রীবোঝাই কোরিয়ান বেসামরিক বিমানকে গুলি করে ফেলে দেয়ার মতো জঘন্য ঘটনার হোতা হিসেবে এক্ষেত্রে রাশিয়া কোনো পক্ষ হতে পারে না। চীনের হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

অন্যদিকে, যদি এক পক্ষকে আমেরিকা অথবা পশ্চিম ইয়োরোপ ধরা হয়, তাহলে প্রতিপক্ষ বা বর্বর শক্তি বলতে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধকে অপর পক্ষ ধরা যেতে পারে। কিন্তু তাতে পোপের কর্তৃত্ব কীভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে, ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়।

১৫৬৮ সালে নস্ত্রাদামাস ছাপা হওয়ার পর বেশ কয়েকজন পোপ তাঁদের ঠিকানা বদল করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুজনের একজন হচ্ছেন পোপ পায়াস ষষ্ঠ। তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বন্দি অবস্থায় ভ্যালেন্সিতে মারা যান। অপরজন পোপ পায়াস সপ্তম। তাঁকেও কিছুদিন ফ্রান্সে বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল।

কিন্তু এ দুটো ঘটনার কোনোটাই ২.৪১ নং পদ্যে উল্লেখ করা 'দুটো সূর্য' হতে পারে না। কেননা নস্ত্রাদামাস একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। ধূমকেতুর ফেলে যাওয়া গ্যাসের লেজ যে অদ্ভুত সব বিভ্রান্তিকর দৃশ্যে অবতারণা করতে পারে, তিনি তা ভালোই জানতেন। কাজেই কথাটার সঠিক ভাবার্থ এরকম হতে পারে, দৃষ্টি বিভ্রমের কারণে সূর্যকে ক্ষণিকের জন্য দুটো দেখা যাবে।

নিচে পদ্যটিতে পল নামের কোনো এক পোপের মৃত্যু, ইয়োরোপের যুদ্ধ এবং তিন কেনেডি ভাইয়ের করুণ পরিণতির কথা যথেষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় বলা আছে।

*Pol mensolee mourra trois lieus du Rosne**
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horrible trosne,
De coq et d'Aigle de France, freres trois.

8.46

রোম থেকে তিন লিগ দূরে পল মারা যাবে। সবচেয়ে নিকটতম দুজন দানবের হাত থেকে পালিয়ে যাবে। যখন মারস (যুদ্ধ) তার সিংহাসন কেড়ে নেবে, মোরগ এবং ঈগল, ফ্রান্স, তিন ভাই।

নস্ত্রাদামাস এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পর মোট চারজন পল পোপের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনো করছেন। পল পঞ্চম– ১৬২১, পল ষষ্ঠ– ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮, জন পল প্রথম– ১৯৭৮ এবং বর্তমান পোপ, জন পল দ্বিতীয়– ১৯৭৮ থেকে–? তিন কেনেডি ভাইয়ের মৃত্যুর উল্লেখ থাকায় পদ্যটির শেষ ভাইয়ের পরিণতির সময় বলতে গেলে একেবারেই সাম্প্রতিক। এক সমসাময়িক পোপ পলের মৃত্যু রোমের বাইরে অথবা ফ্রান্সে হবে বলা হয়েছে, যদি Ronse লেখায় বানানের ভুল না হয়ে থাকে। মোরগ হচ্ছে ফ্রান্সের প্রতীক এবং ঈগল আমেরিকার প্রতীক। তারপর রয়েছে তিন কেনেডি, জন এফ কেনেডি, রবার্ট কেনেডি এবং এডওয়ার্ড কেনেডির পরিণতির কথা। চারশো বছর আগে এই তিনটি বিষয়কে একসূত্রে গেঁথেছে যে ক্ষমতা, তার নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান।

পরের পদ্য কিছুটা দ্ব্যর্থবোধক হলেও একটি ধূমকেতু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৃতীয় এন্টিক্রাইস্টের অপ্রতিরোধ্য আগমন, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র ঘটিয়েছে।

Apres grand troche humaine plus grands'appreste,
Le grand moteur des Siecles renouvelle.
Pluie, sang, laict, famine fer et peste,
Au feu ciel veu courant longue estincelle.

2.46

মানবজাতির মহাবিপর্যয়ের পর শতাব্দী তার চক্র শেষে নতুন যাত্রা শুরু করতে তারচেয়েও বড়ো বিপর্যয় দেখা দেবে। রক্ত, দুধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও

রোগের বৃষ্টি হবে। আকাশে আগুন ও তার ঝলকের
লম্বা ধারা দেখা দেবে।

পদ্যটিতে বলা হয়েছে, শতাব্দীর শেষদিকে একটা ধূমকেতুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে এসব ঘটবে। এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নিজের সময়কালে বর্তমান সময়ের 'স্থানীয় যুদ্ধ', যেমন ভিয়েতনাম, ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ, প্রভৃতির পার্থক্য নির্ণয় করা নস্ত্রাদামাসের মতো একজন শিক্ষিত, জিওপলিটিক্যাল রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষের পক্ষেও কঠিন ছিল।

সময়ের হিসেবে দেখা যায় সেন্ট্রাল আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়কাল নির্ধারণে তাঁর কিছু বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু সেজন্য নস্ত্রাদামাসকে দোষ দেয়া যায় কি ? নিজের উপলব্ধির ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি যতদূর সম্ভব নির্ভুলই ছিলেন, তবে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের বর্তমান যুগের অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি তাঁর বোধের অগম্য ছিল বলে তিনি এ সময়ের অনেকগুলোর মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় ও সন্দেহাতীত মাধ্যম, হ্যালির ধূমকেতুর ওপর বেশি বেশি নির্ভর করেছিলেন।

আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন, তাহল ধূমকেতু দেখা দেয়ার সময় মানবজাতি ধ্বংসের পথ ধরে এতদূর এগিয়ে যাবে, যেখান থেকে তার ফিরে আসার আর কোনো উপায় থাকবে না। তখন নানাদিক থেকে বিশ্বের বহু ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠবে। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

বলা হয়েছে, তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট সম্ভবত জন্ম নিয়েছেন এবং এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। হয়তো পর্দার আড়ালে থেকে ক্ষমতায় আরোহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি, এবং শীঘ্রি সিদ্ধান্ত নেবেন কখন মাঠে নামবেন। এ ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

La grand copie que passera les monts
Saturne en l'Arq tournant du poisson Mars.

2.48

শনি যখন ধনুরাশিতে থাকবে এবং মঙ্গল মীনরাশিতে
প্রবেশ করবে, তখন বিশাল সৈন্যবাহিনী পর্বতমালা
অতিক্রম করবে।

শনি ও মঙ্গলের এ ধরনের অবস্থানকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'স্কয়ার' বলে। এটা অত্যন্ত বিরল। এরকম আগে ঘটেছিল ১৭৫১ সালের জুলাই মাসে এবং শেষবার ১৯৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কোন সৈন্যবাহিনী তা অবশ্য বলা হয়নি।

যা হোক, আবার পোপের কর্তৃত্বের প্রশ্নে আসা যাক। পরের পদ্যটি পড়লে মনে হয় পোপ জন ত্রয়োবিংশতির ব্যক্তিত্বের প্রতি নস্ত্রাদামাস আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটা এরকম :

Quand ans le siege quelqu'un bien peu tiendra,
Un surviendra libidineux du vie :
Ravenne et Pise, Verrone soustiendront,
Pour eslever la croix du Pape envie.

6.26

যখন অল্প কয়েক বছরের জন্য আসন (ভ্যাটিকেন)
ছোটো ছোটো ভালোর জন্য ধরে রাখা হবে। যে
তাতে সফল হবে সে লম্পট হবে। রাভেনা, পিসা
এবং ভেরোনা তাকে সমর্থন জানাবে, পোপের ক্রুশকে
সমুন্নত রাখার আশায়।

জন ত্রয়োবিংশতি ঠিক সাড়ে চার বছর (১৯৫৯–৬৩) পোপের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সম্ভবত তাঁর পরবর্তী পোপের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে ভালোই অবহিত ছিলেন তিনি। সবার ধারণা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বর্তমান পোপ, জন পল দ্বিতীয়-এর চেয়ে অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত ছিল। তাঁর ইচ্ছেকৃতভাবে পুনর্বহাল করা অনেক পুরনো মতবাদ পুরোহিতম লীর মধ্যে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

Par le trepas du tres viellarrt Pontife,
Sera eslu Romain de bon aage.
Qu'il sera dict que le siege debisse,
Et long tiendra et de picquant ouvrage.

5.56

খুব বয়স্ক পোপের মৃত্যুর পর রোমে উপযুক্ত বয়সের
আরেকজন নির্বাচিত হবেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হবে
তিনি পবিত্র আসনকে দুর্বল করবেন, তবে
যন্ত্রণাদায়ক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেটাকে দীর্ঘদিন
আঁকড়েও থাকবেন।

এই উদ্ধৃতির বক্তব্য ; যেটাকে আমি পোপ জন পল দ্বিতীয়কে উদ্দেশ করে লেখা বলে ধরে নিয়েছি, পড়তে গিয়ে প্রথমবারের মতো জটিল মনে হচ্ছে না। শেষ

লাইনটিতে তাঁকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পোপের সেরে ওঠার বিষয়টা একদম স্পষ্ট।

আইরিশ ম্যালাচির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পরের পোপ 'Olivarius' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট হবেন বলা হলেও নস্ত্রাদামাসের সমসাময়িকদের মতে তিনি হবেন একজন বেনেডিক্টাইন মঙ্ক। বর্তমানে ভ্যাটিকেনের মঙ্কদের সিনেটে (কিউরিয়া) একজন বেনেডিক্টাইন মঙ্ক আছেন, তিনি ওয়েস্টমিনিস্টারের ইংরেজ কার্ডিনাল বাসিল হিউম। শোনা যায়, সতীর্থদের মধ্যে বাসিল হিউম খুব জনপ্রিয় এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সবার মতে যথেষ্ট খোলামেলা।

তবে নস্ত্রাদামাস এ বিষয়ে একজন ফরাসি পোপের আভাস দিয়েছেন। সেটা এভাবে :

Nul de l'Espaigne mais de l'antique France
Ne sera esleu pour le tremblant nacelle,
A l'ennemi sera faicte fiance,
Qui dans son regne sera peste cruelle.

5.49

দোদুল্যমান জাহাজ সামাল দিতে স্পেন নয়, প্রাচীন ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত হবেন তিনি। নিজের শাসনামলে যে শত্রু ভয়াবহ মহামারীর সৃষ্টি করবে, তার কাছে তিনি অঙ্গীকার করবেন।

যেহেতু নস্ত্রাদামাস বেঁচে থাকতে কোনো ফরাসি পোপ নির্বাচিত হননি, সেহেতু ধরে নেয়া যায় ব্যাপারটা হয়ত ভবিষ্যতের কোনো এক সময় ঘটবে। এটায় বোঝা যায়, পোপ পদের জন্য প্রধান প্রার্থী থাকবেন দুজন–একজন স্প্যানিশ ও একজন ফরাসি এবং গির্জার দিনকাল তখন দোদুল্যমান জাহাজের মতো কঠিন থাকবে। এমন হতে পারে ফরাসি প্রার্থী হয়ত নির্বাচিত হবেন, তারপর কমিউনিজমের সাথে আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবেন। যদিও সাফল্য আসবে খুব কম।

ভ্যাটিকেন কয়েক বছর আগে ঘোষণা করেছে, সেইন্ট পিটারের কবর খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু নস্ত্রাদামাসের মতে পাওয়া যায়নি। তবে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, কোনো এক এপ্রিল মাসে, প্রলয়ঙ্করী এক ভূমিকম্পের পর। সম্ভবত পূর্ব-ঘোষণা মতো ভূ-পৃষ্ঠের সান আন্দ্রিয়াস ফল্ট স্থানচ্যুত হলে ?

Au fondement de la nouvelle secte
Seront les oz du grand Romain trouves,
Sepulchre en marbre apparoistra couverte,
Terre trembler en Avril, mal enfouetz.

6.66

নতুন সম্প্রদায়ের হাড়গোড় আবিষ্কারের সময় মহান রোমানকে পাওয়া যাবে। মার্বেল পাথরে ঢাকা একটি সমাধি দেখা দেবে। এপ্রিলে ভূমিকম্প হবে। ভীষণভাবে পুড়ে যাবে।

এখানে সম্প্রদায় বলতে ভ্যাটিকেনের সংস্কারবাদীদের কথা বলা হয়ে থাকতে পারে। আরেক সূত্রে আভাস দেয়া হয়েছে মে মাসের ১৪ তারিখে ভূমিকম্প হবে। তবে দুর্ভাগ্য যে নস্ত্রাদামাস সাল উল্লেখ করেননি।

পরের পদ্যটি আরো বেশি কল্পনাপ্রবণ। আমার মতে এটায় ব্যবহার করা Medusine অ্যানাগ্রামটি ভাঙলে Deus in me হবে। শব্দ নিয়ে নস্ত্রাদামাসের আদর্শ কৌতুক এটা।

Roi expose parfaira l'hecatombe
Apres avoir trouve son origine
Torrent ouvrir de marbe et plomb la tombe
D'un grand Romain d'enseigne Medusine.

9.84

নিজের উৎসের সন্ধান পেলে রাজা তাঁর খুন-খারাবি সমাপ্ত করবেন। প্রবল বর্ষণে কবরের মার্বেল পাথর ও সিসার ঢাকনা খুলবে, যার মধ্যে থাকবে মেডিউসিন প্রতীক ও মহান রোমান।

এটায় মূল বক্তব্য লুকিয়ে আছে Medusine শব্দটির মধ্যে। Deus in me সম্পর্কে যদি আমার ধারণা সত্যি হয়, তাহলে সেটা সেইন্ট পিটারেরই চিরনিদ্রার শয্যা হবে।

উদীয়মান ইসলাম

নস্ত্রাদামাসের একটা অভ্যাস আছে, বিশেষ কিছু বিষয়ের কথা নির্দিষ্ট বিরতি পরপর প্রায় নিয়মিতভাবে উল্লেখ করে যাওয়া। আমার ধারণা তাঁর মতো এত ব্যাপক বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, এমন আর সব ভবিষ্যদ্বক্তাও নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য এ কাজটা করে থাকেন।

এরকম নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ইরানের শাহ, রেজা শাহ্ পাহলভির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ঘটনা। তার মাত্র কিছুদিন আগে তৃতীয় স্ত্রী ফারাহ দিবার সাথে তাঁর বিবাহ-বার্ষিকী পালন উপলক্ষে শাহ মরুভূমিতে যে শানদার খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ওই একই সময় কেউ একজন প্যারিসে বসে তাঁকে ক্ষমতা থেকে উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

সেই লোকটি ছিল ফ্রান্সে বসবাসকারী সাদা পাগড়ির মানুষ। একদিন সে শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করবে, পারস্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, ব্যাপারটা পশ্চিমা বিশ্বের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল। তারপর এক রহস্যময় ব্যক্তি তাকেও সময়মত দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেবে। যার নাম শুধু 'পারসি'। নীল পোশাক পরিহিত পারসিয়ান। আরো দুটো নামের যোগসূত্র আছে তার সাথে–আলাস ও মাবুস। তারা সম্ভবত নস্ত্রাদামাসের উল্লেখ করা সেইসব চরিত্র, যাদের উদ্দেশ্য অশুভ। তাঁর মতে এরাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হবে। যার ভয়াবহ পরিণতি এমনকি নস্ত্রাদামাস নিজেও জানেন না।

আমার নামে মাঝেমধ্যে অভিযোগ তোলা হয় আমি নাকি হতাশাবাদী। এখানে মনে রাখা জরুরি, আমি স্রেফ একজন অনুবাদক ও ভবিষ্যদ্বাণীর পরীক্ষামূলক দোভাষী। নস্ত্রাদামাসের বাণী ভবিষ্যতে সফল হবে কি হবে না, তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে অতীতে তাঁর বাণী যে পরিমাণে সফল হয়েছে, তার মাত্রা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁর ভুলও হয়েছে। হাজার হোক, এগুলো চারশো বছর আগে লেখা।

তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের ধারণা অনিশ্চিত। তবে 'পারসিই' যে পৃথিবী ধ্বংসের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করবে, সে ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। আমার ধারণা, নস্ত্রাদামাস হয়ত পারসিকে এসবের অগ্রদূত ধরে নিয়ে মনে মনে তার ছবি এঁকেছেন। ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট সম্ভবত কোনো

মানুষ নয়, বরং একটা অভিমত। যদিও নস্ত্রাদামাস তাকে সব সময় মানুষ হিসেবেই দেখেছেন।

পারসির প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে পরের পদ্যটিতে। তাতে বলা হয়েছে আয়াতুল্লাহ খোমেনি মৃত শাহ-এর ক্ষেত্রে যা করেছে, আয়াতুল্লাহকে ক্ষমতা থেকে হটাতে পারসিও তাই করবে।

La teste bleu fera la teste blanche
Autant de mal que France a faict leur bien.
Mort a l'anthene grand pendu sus la branche
Quand prins des siens le Roy dira combien.

2.2

ফ্রান্স তাদের যত উপকার করেছে, নীল মাথা (নেতা)
সাদাজনের ততই ক্ষতি করবে। মৃত্যু ডালে ঝুলছে।
যখন রাজা জানতে চাইবেন তাঁর কতজন লোক শত্রুর
হাতে ধরা পড়েছে।

সাদা কাপড়ের পাগড়ি পরা নেতাকে আয়াতুল্লাহ খোমেনি হিসেবে ধরা হয়েছে। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সবাই সাদা কাপড় দিয়েই তাদের মাথা ঢাকতেন। এটায় যা বলা হয়েছে তা স্পষ্ট। এই সাদা নেতাকে ক্রমান্বয়ে নীল পোশাক পরা নেতা পরাজিত করে ইরানকে আরো বাজে অবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

Plui, faim, guerre en Perse non cessee,
La foi trop grand trahira le monarque:
Par la finie, en Gaule commencee,
Secret augure pour a un estre parque.

1.70

বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ, পারস্যে এসবের শেষ
কোনোদিনও হবে না। সম্রাটের বিশ্বস্ত একজন বিশ্বাস
ভঙ্গ করবে। ফ্রান্সে শুরু হওয়া গোপন কর্মকাণ্ড
পার্সিয়ায় শেষ হবে। একটা গোপন প্রতীক।

তারপর পারসি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রসার ও সাফল্যের জন্য মধ্যপ্রাচ্য, মিশর ও গ্রিসের দিকে হাত বাড়াবে। তার কারণে এসব জায়গায় প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করা হবে।

Par feu et armes non loing de la marnegro,
Viendra de Perse occuper Trebisonde
Trembler Phatos Methelim, Sol alegro,
De sang Arabe d'Adrie couvert onde.

5.27

আগুন এবং অস্ত্র নিয়ে কৃষ্ণ সাগরের কাছ থেকে
আসবে সে, পারসি থেকে, ট্রেবিসোন্ড দখল করতে।
ফ্যাতোস ও মাইটিলেন ভয়ে কাঁপবে। সূর্য উজ্জ্বল,
অ্যাড্রিয়াটিক সাগর আরবদের রক্তে ঢেকে যাবে।

Dans Foix entrez Roy ceiulee Turbao,
Et regnera moins revolu Saturne,
Roi Turban blanc Bisance coeur ban,
Sol, Mars, Mercure pres de la hurne.

9.73

নীল পাগড়ির রাজা ফয়িকস-এ প্রবেশ করবে। শনির
আবর্তনের চেয়েও কম সময় টিকবে তার ক্ষমতা। সাদা
পাগড়ি পরিহিত রাজা, যার অন্তর বাইজেন্টিয়ামে
নির্বাসিত, কুম্ভরাশির কাছে মঙ্গল ও বুধ।

এই দুজনের একজনকে পারসি এবং অন্যজনকে আয়াতুল্লাহ খোমেনি ধরে নিলে পদ্যটির অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। পারসির রাজত্ব শনির একবার আবর্তনের মত অল্প সময়ের হবে, অর্থাৎ সাড়ে উনত্রিশ বছরের। দুর্ভাগ্য যে আমরা সঠিক সময়কাল জানতে পারিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারিখটা সম্ভবত ১৮ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু কোনো বছরের তা বলা নেই। কেউ কি বিশ্বাস করবে এই কঠোর বাস্তবের কথা নস্ত্রাদামাস ১৫৬৮ সালে বলে গিয়েছিলেন ?

আয়াতুল্লাহ খোমেনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন পাহলভি পারিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংগ্রামে, এবং তিনি তা করে গেছেন। তবে পদ্যের শেষ লাইনটার বক্তব্য অস্পষ্ট। আয়াতুল্লাহর অধীন ইরান ছিল রক্তের সাগর। নিষ্ঠুর, কঠোর। শাহের নির্বাসনে যাওয়া এবং মিশরে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি সম্ভবত পরের পদ্যটিতে বলা হয়েছে :

Des grands d'entre eux pas ezile esgares
Par teste perse Bisance fort pressee.

5.86

তাদের মধ্যেকার কিছু নামকরা ব্যক্তিত্ব নির্বাসনে চলে যাবে। পারস্যের নেতা বাইজেন্টিয়ামের (তুরস্ক) ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

নস্ত্রাদামাসের মতে ইরানের রাজনীতিতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, তেল নিয়ে সৃষ্টি হওয়া জটিলতা এবং দৃশ্যপটে পারসির চূড়ান্ত আগমনকে কেন্দ্র করে আয়াতুল্লাহর খোমেনির শাসন বেশ দ্রুত, বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যায়। পরের পদ্যে রাশিয়ার প্রভাব এবং সম্ভবত ইরাকের জড়িত হওয়ার আভাস দেয়া হয়েছে।

La Loi Moricque on verra de faillir,
apres un autre beaucoup plus seductive :
Boristhenes premier viendra faillir,
Par dons et lanfue une plus attractive.

3.95

মূরদের আইন ব্যর্থ হতে দেখা যাবে, অন্য এক আইন
আসবে যা হবে যথেষ্ট সহনীয়। অনেক বেশি
গ্রহণযোগ্য। উপহার সামগ্রী আর আবেদনময় কথার
জন্য সবার আগে রাশিয়া হাত গুটিয়ে নেবে।

এটায় কী বলতে চাওয়া হয়েছে ? ইসলামী আইনের সমাপ্তি ঘটিয়ে আর কোনো শক্তি ইরানের ক্ষমতায় বসবে ? উপহার সামগ্রী আর আবেদনময় কথার জন্য সবার আগে রাশিয়া হাত গুটিয়ে নেবে কেন, আর কাউকে সুবিধা করে দেয়ার জন্য? ইসলামী আইনের ব্যর্থতা বলতে নস্ত্রাদামাস যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হয়ত ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল নিয়ে লেখা তাঁর পরের পদ্যে বেশ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। সেটা এরকম :

Nouvelle loi terre neuve occuper,
Vers la Syrie, Judee et Palestine :
Le grand Empire, barbare corruer,
Avant que Phoebus son siecle determine.

3.97

নতুন এক আইন কার্যকর হবে সিরিয়া, জুডিয়া এবং
প্যালেস্টাইনের নিকটে নতুন জন্ম নেয়া জমিতে।
পুরনো বর্বর আইনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সূর্যের
পরিক্রমণ শেষ হওয়ার আগেই।

এটায় কি ইসরাইলের জন্ম নেয়ার কথা বলা হয়েছে ? ইসরাইল ছাড়া সিরিয়া, জুডিয়া এবং প্যালেস্টাইনের কাছে আর কোনো নতুন দেশের জন্ম হয়নি। রাশিয়ার অকস্মাৎ নীতি পরিবর্তনের (৩.৯৫) কথাও মনে রাখতে হবে। সেটা হয়ত পারসির প্রভাবের কারণে সম্ভব হয়েছিল, অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের গড়ে তোলা বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডারের ভয়ে।

Par deux fois hault, par deux fois mis a bas
L'orient aussi l'occident foiblera,
Son adversaries apres plusiers combats
Par mer chasse au besoign faillira.

8.59

দুবার প্রতারিত ও হতাশাগ্রস্ত পূর্ব পশ্চিমকে দুর্বল করে তুলবে। প্রতিপক্ষকে কয়েকটি যুদ্ধের পর সাগরে তাড়া করা হবে, প্রয়োজনের সময় ব্যর্থ হবে।

এখানে আমরা দুটো বড়ো শক্তিকে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত দেখতে পাই। তারপর তৃতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা মৈত্রী করে। তবে সেটাও খুব অল্পদিন টিকবে। বিজয়ী হবে পশ্চিমা পক্ষ।

La regne a deux laisse bien peu tiendront
Trois ans sept mois passes feront la guerre.
Les deux vestales contre rebelleront,
Victor puis nay en armorique terre.

4.95

দুদল খুব অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারবে। তিন বছর সাত মাস হতে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। দুই ক্রীতদাস (দেশ) তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বিজয়ী আমেরিকার মাটিতে জন্ম নেবে।

পরিষ্কার বক্তব্য। দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হবে, কিন্তু তা টিকবে অল্পদিন। তিন বছর সাত মাসের ব্যর্থ কূটনীতির পর তারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এখানে অনুমান করা যেতে পারে, আমেরিকা কি তৃতীয় পক্ষ, না দুই মিত্র দেশের একটি ?

এই দুটি শক্তিশালী দেশ কোন কোনটি, নস্ত্রাদামাসের পদ্যে আমি তার কোনো জবাব খুঁজে পাইনি। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ফ্রেঞ্চ ব্রিটানিতে Armorique

ব্যবহার হত অপ্রচলিত শব্দ হিসেবে। আবার Armorique অর্থ আমেরিকা। আমার মতে এই পদ্যে উল্লেখ করা Armorique-এর এখানে প্রথমটি হওয়ার কোনো যুক্তি নেই, অতএব এটা আমেরিকাই হবে।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুই বৃহৎ মিত্র দেশের শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং তা ম্যান অব ব্লাড, এন্টিক্রাইস্টের গোচরে আসবে।

Un jour seront demis les deux grands maistres,
Leur grand pouvoir se verra augmente :
La terre neuf sera en ses hauts estres,
au sanguinaire, le nombre racompte.

2.89

একদিন দুই বৃহৎ শক্তি পরস্পরের বন্ধু হবে। তাদের যৌথ ক্ষমতা প্রসারিত হতে দেখা যাবে। নতুন দেশ তার ক্ষমতার শীর্ষে থাকবে। রক্তের মানুষকে সংখ্যা (সৈন্য, অস্ত্র ?) অবহিত করা হবে।

এটার বক্তব্যও একদম স্পষ্ট। যখন আমেরিকা, Terre Neuf, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো পর্যায়ে থাকবে, সে যেভাবেই হোক, আমাদেরকে আবার সেই পুরনো ধাঁধায় ফিরে যেতে হবে। জোটের অপর শক্তি কোনটা এবং 'রক্তের মানুষ' কার প্রতি অনুগত ?

তার পরিচিতির এক সম্ভাব্য বিবরণ পাওয়া যায় ৪.৫০ নং পদ্যে। যেটায় তাঁকে আমেরিকান নয়, এশিয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা এরকম :

Libra verra regner les Hesperies,
De ciel et terre tenir la monarchie :
D'Asie forces nul ne verra peries'
Que sept ne tiennent par rang la hierarchie.

4.50

পশ্চিমে সিংহকে শাসন করতে দেখা যাবে। আকাশে ও মাটিতে তার শাসন থাকবে। কেউ এশিয়ার শক্তি ধ্বংস হতে দেখব না, যতক্ষণ না একাদিক্রমে সাতজন পরপর ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

শেষের লাইনটি সময় ও তারিখ সম্পর্কিত। চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের মৃত্যুর পর সে দেশের নেতারা যে দ্রুততার সাথে একের পর এক ক্ষমতায় আসছেন আর

যাচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে ওদিক থেকেই রক্তের মানুষের আগমন ঘটবে। অর্থাৎ নস্ত্রাদামাসের কথায় খুব তাড়াতাড়িই বিশ্বাস স্থাপন করতে হতে পারে।

যখন সিংহ বা ভারসাম্য আমেরিকা শাসন করবে, তখন মনে হবে যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে শক্তিশালী। এ মুহূর্তে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সপ্তম চীনা নেতা ক্ষমতায় এলেই তৃতীয় এন্টিক্রাইস্টের প্রলয় শুরু হয়ে যাবে।

তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট

নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে নিউ ইয়র্ক শহর ও রাজ্যের ওপর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। বোমা ও রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে আক্রমণ করা হবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এভাবে :

Cinq et quarante degres ciel bruslera,
Feu approcher de la grand cite neufve,
Instant grand flamme esparse sautera ...

6.97

৪৫ ডিগ্রিতে আকাশে আগুন জ্বলে উঠবে, আগুন এগিয়ে আসবে বিশাল নতুন শহরের দিকে। সাথ সাথে বিশাল, বিচ্ছিন্ন অগ্নিকুণ্ড লাফিয়ে উঠবে ...

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অবস্থান ৪০ ও ৪৫তম সমান্তরালের মাঝখানে। ওপরের পদ্যটি পড়লে মনে হয়, নিউ ইয়র্কের ওপর আক্রমণটা হবে অত্যন্ত তীব্র এবং সেটা হবে ব্যাপক এলাকা নিয়ে–স্টেট ও নিউ সিটি বেড় দিয়ে। তখন ছড়ানো-ছিটিয়ে জ্বলতে থাকা আগুনের শিখাকে মনে হবে পামাণবিক বোমার সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড।

Jardin du monde au pres de cite neufve,
Dans le chemin des montaignes cavees,
Sera saisi et plonge dans la Cuve
Beuvant par force eaux soulfre envenimees.

10.49

নতুন শহরের কাছের পৃথিবীর বাগান, ফাঁপা পাহাড়ের রাস্তায়। দখল হয়ে যাবে এবং ট্যাংকের মধ্যে পড়ে যাবে। মানুষজনকে সালফার মিশ্রিত বিষাক্ত পানি পান করতে বাধ্য করা হবে।

আমি যখন প্রথমবার এই পদ্যটি অনুবাদ করি, তখন ভেবেছিলাম বোধহয় নিউ ইয়র্ক শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা হবে বলা হয়েছে : হয়ত সালফার বা আরো অত্যাধুনিক কোন রাসায়নিকের সাহায্যে যা নির্দিষ্ট করে বলা নস্ত্রাদামাসের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর শব্দভাণ্ডারে আমাদের বিংশ শতাব্দীর সব শব্দ ছিল না।

কিন্তু ১৯৮৩ সালে যখন জানা গেল পৃথিবীর বাগান পেনসিলভেনিয়ার হ্যারিসবার্গ পারমাণবিক রি-অ্যাক্টর থেকে তেজস্ক্রিয় মিশ্রিত বিষাক্ত পানি লিক করছে, ব্যাপারটা স্বভাবতই চিন্তা করার ভালো একটা কারণ দেখিয়ে দিয়েছে মানুষকে। ১৯৭৯ সাল থেকে চলে আসছিল এরকম। Cuve শব্দের আক্ষরিক অর্থ বিশাল ট্যাংক। আমার মতে সেখানকার দূষিত পানি রাখার ট্যাংক হবে সেটা। নিউ ইয়র্ক শহরকে ফাঁপা পাহাড়ের রাস্তা বলেছেন নস্ত্রাদামাস। আকাশছোঁয়া দালান-কোঠার শহরের পরিচয় জানাতে এরচেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর কী হতে পারে ?

দু নম্বর সেঞ্চুরিতে অদ্ভুত একটি পদ্য আছে, যেটায় সম্ভবত পারসি নামের ব্যক্তিটির পরিচয় পাওয়া যাবে।

Le penultriesme du sirnom du prophete
Prendra Diane pour son jour et repos:
Loing vaguera par frenetique teste
Et delivereant un grand peuple d'impos.

2.28

শেষের দুজন দৈবজ্ঞের একজন সোমবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে নেবে। সে তার পাগলামির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যাবে। এক মহান জাতিকে দমনের হাত থেকে রক্ষা করবে।

এটা নিশ্চয়ই কোনো খ্রিষ্টান নেতার উদ্দেশে নয় ; হয়ত কোনো মুসলমান বা এশিয়ান আর কোনো ধর্মের নেতাকে লক্ষ্য করে লেখা। যার নাম স্বাভাবিকভাবে মাহমেত (Mahomet) অথবা মোহাম্মদ (Mohammed) দিয়ে শুরু হবে। তবে সোমবার কোনো বড়ো ধর্মের পবিত্র দিন কি না, আমার তা জানা নেই। সে আসন্ন এন্টিক্রাইস্ট অথবা তার কোনো অগ্রদূত কি না, তা-ও পরিষ্কার নয়। তবে এটাকে এন্টিক্রাইস্ট সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের আগের করা একটা ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

Mabus puis tost alors mourra, viendra,
De gens et bestes une horrible defaite :

Puis tout a coup la vengeance on verra
Cent, main, soif, faim, quand courra la comete.

2.62

মাবুস খুব শীঘ্রি মারা যাবে এবং তারপর শুরু হবে মানুষ ও পশুর ভয়াবহ পাইকারি ধ্বংসযজ্ঞ। হঠাৎ প্রতিশোধ ফাঁস হয়ে যাবে। ধূমকেতু চলে যেতে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দেখা দেবে।

মাবুস/অ্যালাস (Mabus/Alus) কী ? এন্টিক্রাইস্টের নাম ওলট-পালট করে তৈরি করা নতুন কোনো শব্দ ? Mabus কে উল্টে নিলে Sabum=Saddam হয় ? একজন নামকরা ডাক্তার হিসেবে নস্ত্রাদামাস খুব ভালো করেই জানতেন, একযোগে মানুষ আর পশু মারা যাওয়ার মতো অসুখ একেবারেই অপরিচিত। এখানে পশু বলতে ইঁদুরের সম্ভাবনা আমি বাতিল করে দিচ্ছি, কারণ তিনিও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু ভেবে শব্দটা ব্যবহার করেননি। কাজেই জিনিসটা হয়ত পারমাণবিক কিছু হতে পারে। তেজস্ক্রিয় ধুলারাশি?

এ সম্পর্কিত আর একটা পদ্য আছে যেটায় অ্যালাসের উল্লেখ আছে। সেটা এরকম :

Sa main dernier par Alus sanguinaire
Ne se pourra par la mer guarantir :
Entre deux fleuves craindre main militaire
Le noir l'ireux le fera repentir.

6.33

তার হাত রক্তাক্ত অ্যালাসের মাধ্যমে, সে সমুদ্র দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। দুই নদীর মাঝখানে সে সামরিক হস্তক্ষেপের ভয় পাবে। কালো ও ক্রুদ্ধ লোকটি তাকে নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য করবে।

নস্ত্রাদামাস এটায় 'বোতামের ওপর আঙুল' ধরনের কিছু বলতে চেয়েছেন বলে আমি মনে করি না, কারণ তাঁর সময়কার মানুষের সেরকম কিছু ভাবার সুযোগ ছিল না। তবে বিংশ শতাব্দীর কারো কারো মনে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতেও পারে। হতেও পারে সেটা পারমাণবিক বোমার কন্ট্রোলের সুইচ।

পরের পদ্যটা অস্বস্তিকর। হয়ত এই সময়ের আমেরিকান ক্রুজ মিজাইল চুক্তি নিয়ে লেখা সেটা।

Le chef de Londers par regne l'Americh,
L'isle d'Ecosse tempiera par gellee
Roi Reb auront un si faux anti christ
Que les mettra trestous dans la meslee.

10.66

লন্ডনের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান ক্ষমতার মাধ্যমে ঠাণ্ডা জিনিসের সাথে স্কটল্যান্ড দ্বীপের বোঝা কাঁধে তুলে নেবে। পোলার। ভীতিকর এক এন্টিক্রাইস্টের জন্য রয় রেবকে ভীষণ ভুগতে হবে।

সোভিয়েত হুমকি মোকাবেলায় ব্রিটেন স্কটল্যান্ডে অনেকগুলো ক্রুজ ও পার্সিং মিজাইল ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। অনেকে ভেবেছিল, প্রয়োজনের সময় শেষ মিজাইলটি গ্রিনহ্যাম কমনের সেইসব ঘাঁটির কোনো একটা থেকেই ছোড়া হবে। আসলে রাজনৈতিক প্রচারণা ছিল সেটা। নস্ত্রাদামাস হয়ত সেটাকে হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের স্থাপিত পোলারিস, 'ঠাণ্ডা জিনিস' ভেবেছিলেন।

অনেকে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তারা বিশ্বাস করেন 'রয় রেব' শব্দ দুটি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের নামের (অ্যানাগ্রাম) বানান ওলট-পালট করে লেখা। নস্ত্রাদামাসের শব্দ-ভাণ্ডারে আমি অবশ্য তেমন কিছু খুঁজে পাইনি, তবে এর চেয়েও অনেক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে থাকে বলে ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর তর্কে যেতে চাই না। শত হলেও রিগ্যান প্রথম জীবনে হলিউডের রূপালি পর্দার জগতের নামকরা তারকা ছিলেন।

নস্ত্রাদামাসের 'আকাশে ধ্বংসাত্মক রকেট' নিয়ে আমি কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু তিনি চারশো বছর আগেই এসব চাক্ষুষ করেছিলেন ভেবে অবাক না হয়েও পারি না। তাঁর দেখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে পোপের কর্তৃত্বের সমাপ্তিও আছে।

Du pont Euxine et la grand Tartarie,
Un roi sera qui viendra voir la Gaule
Transpercera Alance et l'Armenie
Et dans Bisance lairra sanglante Gaule.

5.54

কৃষ্ণ সাগর এবং তাতার রাজ্যের ওপাশ থেকে এক রাজা আসবে ফ্রান্স সফর করতে। অ্যালানসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে দিয়ে আসবে সে, হাতের রক্তাক্ত রড রেখে যাবে বাইজেন্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপলে।

এটার বক্তব্য সোজা। এক লোক তাতার রাজ্যের, অর্থাৎ রাশিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে আসবে। অ্যালানিয়ান: প্রায় গোটা সেন্ট্রাল এশিয়ার সমান তাতার রাজ্যের ডিভিশন। এক সময় ককেসাসের উত্তরে ছিল, দক্ষিণে ছিল আর্মেনিয়ানরা। নস্ত্রাদামাস হয়ত কোনো 'রাজা' অথবা বিজেতাকে পারস্য হয়ে বলকানের দিকে যেতে দেখেছেন।

বলকানের ওপাশে আছে শুধু এশিয়া। ফ্রান্সের সাথে জড়িত এক 'রক্তাক্ত রড' হাতের মানুষের কথা ২.২৯ নং পদ্যেও উল্লেখ আছে। এরপর আসে নিচের পদ্য :

Tant attendu ne reviendra jamais
Dedans l'Europe; en Asie apparoistra
Un de la ligue islu du grand Hermes,
Et sur tous rois des orientz croistra.

10.75

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সে আর কখনো ইয়োরোপে ফিরে আসবে না। কিন্তু সে এশিয়ায় দেখা দেবে। গ্রিক দেবতার বার্তা বহনকারী একটি মৈত্রী প্রচার করবে। তার শক্তি ও ক্ষমতা প্রাচ্যের আর সব শক্তিকে ছাপিয়ে উঠবে।

এটা হয়ত পারসি অথবা এন্টিক্রাইস্ট সম্পর্কিত নতুন কোনো সূত্র। হারিমেটিক বা দুর্বোধ্য সাহিত্যে Hermes-এর অর্থ জুপিটার এবং মার্কারি, সাধারণ অর্থে তাতে ইসলাম বোঝায়। আগের দুজন এন্টিক্রাইস্ট ছিলেন নেপোলিয়ান ও হিটলার। তাঁরা দুজনেই ছিলেন ইয়োরোপীয়ান।

তবে তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট যে এশিয়াতেই জন্মগ্রহণ করবেন, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে লাগাতার গোলযোগ প্রভৃতিতে মনে হয় তাঁর আগমনের সংবাদই সরবে প্রচার করছে।

Sur le combat des grans chevaux legiers
On criera le grand croissant confond
De nuict tuer monts, habits de bergiers
Abismes rouges dans le fosse profond.

7.7

যখন বিশাল আলোর ঘোড়ার যুদ্ধ হবে, তখন দাবি করা হবে অর্ধেক চাঁদ (ইসলামের প্রতীক) ধ্বংস হয়ে গেছে। রাতে পর্বতমালায় হত্যা করতে মেষপালকদের পোশাক, গভীর গর্তে লাল উপসাগর।

এটায় উল্লেখ করা অর্ধেক চাঁদ পাঠককে আবার বিভ্রান্তিতে ফেলবে কারণ সেটা মুসলমানদের প্রতীক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী সে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাব্য একটা তারিখ পরের জটিল পদ্যটিতে দেয়া হয়েছে।

Faulx a l'estang joint vers le Sagitaire,
En son hault AUGE de l'exaltation.
Pest, famine mort de main militaire,
La siecle approche de renouvation.

1.16

ধনুরাশি উত্থানের চূড়ায় থাকা অবস্থায় কাস্তে পুকুরের সাথে যোগ দেবে। মিলিটারির হাত ধরে আসবে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু। শতাব্দী তখন নবজন্মের দিকে যাবে।

আমি এটার Siecle বা ইংরেজিতে Scythe শব্দটিকে দুই অর্থে দেখার চেষ্টা করেছি। একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে শনি, অন্যটা রাশিয়ার প্রতীক হাতুড়ি ও কাস্তের কাস্তে হিসেবে। পুকুর দিয়ে বোঝানো হয়েছে কুম্ভ। এই পদ্য অনুযায়ী নস্ত্রাদামাসের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করতে গেলে ধরে নিতে হবে, শনি ও ধনু যখন উত্থানের চূড়ায় সংযুক্ত অবস্থায় থাকবে, তখন এক প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধবে। যার ফল হবে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি। কিন্তু নস্ত্রাদামাস এই ভবিষ্যদ্বাণীর বেলায় পুরোপুরি সঠিক নন। কারণ শনি কখনো ধনুর সাথে সংযুক্ত হতে পারে না। এটা হয়ত রুশ কাস্তেই হবে।

আরেকটা পদ্যে ১৯৯৫ সালকে যুদ্ধের নির্দিষ্ট সময় বলা হয়েছে।

Chef d'Aries, Jupiter et Saturne,
Dieu eternal, quelles mutations ?
Puis par long siecle son maling temps retourne
Gaule et Italie, quelles emotions ?

1.51

মেষ, বৃহস্পতি এবং শনির মাথায় ঈশ্বর কী পরিবর্তন ঘটাবেন ? সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর আবার খারাপ সময় ফিরে আসবে, ফ্রান্স আর ইটালিতে কী ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে ?

আমি আগেই বলেছি মেষ, বৃহস্পতি এবং শনি শেষবার সংযুক্ত হয়েছিল ১৭০২ সালের ১৩ ডিসেম্বর। পরের বার ব্যাপারটা ঘটবে ১৯৯৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর। এই

হিসেব নতুন মিলেনিয়ামের সেই উভয় সঙ্কটকে আবার ডেকে নিয়ে আসে। পরের পদ্যে পরপর কয়েকবার ভূমিকম্প সংঘটিত হবে বলা হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ভূমিকম্প ঘটবে মে মাসে ১৪ তারিখে। বছরের কোনো উল্লেখ নেই।

Sol vingt de Taurus si fort terre trembler.
Le grand theatre rempli ruinera,
L'air ciel et terre obscurcir et troubler
Lors l'infidelle dieu et sainctz voguera.

9.83

সূর্য বৃশের বিশ ডিগ্রির মধ্যে পৌঁছলে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটবে। জনবহুল বিশাল শহর (থিয়েটার) লণ্ডভণ্ড হবে। অন্ধকার ও বাতাসে সমস্যার বার্তা, আকাশে ও জমিতে। যখন নাস্তিকরা ঈশ্বর ও সেইন্টদেরকে অগ্রাহ্য করবে।

অনেক পাঠক এই পদ্য ক্যালিফোর্নিয়ার সান আন্ড্রিয়াস ফল্টকে নিয়ে লেখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। যেখানে আরো আগেই মাটির উপরিভাগের স্থানচ্যুতির কারণে বড়ো ধরনের একটা ভূমিকম্প ঘটার কথা ছিল।

'Sol vingt de Taurus' কথাটার সোজা অর্থ হচ্ছে 'সূর্য বৃশের সৌরবন্ধনীর মধ্যে ঢোকার বিশদিন পর'। মে মাসের ১০ তারিখ ঘটবে সেটা। কোন বছর, তা অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলা নেই।

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roi deffraieur.
Rescusciter le grand Roi d'Angolmois.
Avant que Mars regner par bonheur.

10.72

১৯৯৯ সালের সপ্তম মাসে আকাশ থেকে সন্ত্রাসের অসাধারণ সম্রাট নেমে আসবে। সে মঙ্গলদের মহান রাজাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এর আগে এবং পরে নিয়ন্ত্রণহীন যুদ্ধের রাজত্ব চলবে।

আমার মতে এটার শেষ লাইনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার রাজা বা মঙ্গল রাজা যে-ই হোক, ১৯৯৯ সালের শেষদিকে দেখা দেবে তারা এবং কয়েক বছর যাবত

লড়াই চলবে। পৃথিবী নতুন শতাব্দীতে পড়ার পরও মনে হয় মানবজাতির জন্য তেমন একটা আশার আলো ফুটবে না। বিশেষ করে যারা বেঁচে থাকবে।

Apres grand troche humaine plus grands'appreste,
Le grand moteur des Siecles renouvelle.
Pluie, sang, laict, famine fer et peste,
Au feu ciel veu courant longue estincelle.

2.46

মানবজাতির মহাবিপর্যয়ের পর শতাব্দী তার চক্র শেষে নতুন যাত্রা শুরু করতে তারচেয়েও বড়ো বিপর্যয় দেখা দেবে। রক্ত, দুধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও রোগের বৃষ্টি হবে। আকাশে আগুন ও তার ঝলকের লম্বা ধারা দেখা দেবে।

পোপ বিষয়ক অধ্যায়ে আমি বারবার বলেছি, এসবের ক্ষেত্রে সন-তারিখ নির্ধারণে সাহায্য করতে এবং তার ভাবগাম্ভীর্যতা বোঝাতে ধূমকেতুর গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম। তাই পদ্যটির শেষ লাইনে যা আছে, সন্দেহ নেই তা ১৯৮৬ সালের হ্যালির ধূমকেতুকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে। সে যাই হোক, রক্ত আর দুধের বৃষ্টি ?

বড়ো অশুভ কথা। হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের পর আশপাশের দূষিত শহরগুলোতে পরের কয়েকদিন যাবত বিচ্ছিরি কালো তরল পদার্থের বৃষ্টি হয়েছিল। আবার সেই আশঙ্কার আভাস ? বড়ো অস্বস্তিকর একটা ভবিষ্যদ্বাণী। নস্ত্রাদামাস সব সময় অনুমান করে আসছেন, তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট নিজ হাতে জন এফ কেনেডি ও রবার্ট কেনেডিকে হত্যা না করলেও তাঁরই প্রভাবে এই দুই আলোড়ন সৃষ্টিকারী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

তিনি এটাও খুব স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, ছোটো ভাই এডওয়ার্ড কেনেডি একটু চাপা স্বভাবের হলেও একইরকম দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু বরণ করতে হবে তাঁকেও। তবে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান কখনো পূর্ববর্তী দুই ভাইয়ের মতো হবে না।

L'AntiChrist trois bien tost annichilez
Vingt et sept ans durera sa guerre.
Les heretiques mortz, captifs, exhilez.
Sang, corps humain, eau rougi gresler terre.

8.77

এন্টিক্রাইস্ট খুব শীঘ্রি 'তিনজনকে' নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তার যুদ্ধ চলবে সাতাশ বছরের মতো। অবিশ্বাসীরা মারা যাবে, বন্দি হবে, নির্বাসিত হবে। রক্ত, মানবদেহ, একটি লাল পানির ধারা মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

এই পদ্যের অর্থ খুঁজতে গেলে প্রথম লাইনের ষড়যন্ত্রমূলক 'ভবল' অর্থ দাঁড়ায়। নস্ত্রাদামাস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে আলাদা করে তিনজন এন্টিক্রাইস্টকে দেখিয়েছেন। কিন্তু 'তিনজনকে' যে নিশ্চিহ্ন করবে, সে নির্দিষ্টভাবে এই তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট। কেনেডিরা তিন ভাই ছাড়া বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী এত ব্যাপকভাবে পরিচিত তিনজনের দল আর নেই, কাজেই এ পদ্য তাঁদেরকেই উদ্দেশ করে।

এন্টিক্রাইস্টের যুদ্ধ সাতাশ বছর চলবে বলতে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে লড়াই চলে আসছে, সম্ভবত তার কথা বলা হয়েছে। আফ্রিকা ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথাও হতে পারে। আফ্রিকা সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

Le Monde proche du dernier periode,
Saturne encor tard sera de retour :
Translat empire devers nation Brodde ...

3.92

পৃথিবী তার শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। শনি ফিরে আসতে আবার দেরি করবে। সম্রাট একটি কালো (Brodde) জাতির দিকে ঝুঁকবে ...

Brodde শব্দের অর্থ কালো বা গাঢ় বাদামি। এই পদ্যে কি বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনীতির সাথে জড়িত আফ্রিকান জাতিগুলোর ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে ? নিকৃষ্টতর অবক্ষয়ের কথাও আছে। সম্রাট বলতে কি উগান্ডার ইদি আমিন ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সম্রাট বোকাসা ; যাঁর সিংহাসনে আরোহণ অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি নেপোলিয়নের বাড়াবাড়িকেও হার মানিয়েছিল। অবশ্য এসব জিম্বাবুয়ের উদ্দেশেও বলা হয়ে থাকতে পারে।

নস্ত্রাদামাস সাধারণভাবে যে ছবি এঁকেছেন সেটা এরকম : প্রথমদিকে দুই বৃহৎ শক্তি তৃতীয় একটা শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াতে মৈত্রী করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও তা হবে সংক্ষিপ্ত সময়ের। অবশ্য সে মৈত্রী যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে হবে, তা অবিশ্বাস্য। তার ওপর তৃতীয় এন্টিক্রাইস্ট পূর্বাঞ্চলীয় হবেন, এ কথায় তা আরো অসম্ভব মনে হয়।

Quant ceux du polle artiq unis ensemble,
En Orient grand effrayeur et crainte :
Esleu nouveau, soustenu le grand tremble
Rhodes, Bisance, de sang Barbare taincte.

6.21

উত্তরমেরুর মানুষেরা যখন একজোট হবে, পুবে ভয় ও শঙ্কা দেখা দেবে। একজন নতুন নেতা নির্বাচিত হবে, তাকে সমর্থন দেবে মহান একজন ; যে কাঁপবে। বর্বরদের রক্তে বাইজেন্টিয়ামের মাটি রাঙা হবে।

কিন্তু তা নিয়ে বেশি ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ নস্ত্রাদামাস বিজয়ী পক্ষের নামও ঘোষণা করে দিয়েছেন।

La regne a deux laisse bien peu tiendront
Trois ans sept mois passes feront la guerre.
Les deux vestales contre eux rebelleront,
Victor puis nay en Amorique terre.

4.95

শাসনভার দুজনের ওপর বর্তাবে, তারা খুব অল্প সময় তা পালন করবে। তিন বছর সাত মাস পর তারা যুদ্ধে অংশ নেবে। দুই অনুগত দেশ বিদ্রোহ করবে, বিজয়ী আমেরিকার মাটিতে জন্মগ্রহণ করবে।

যদি কথাটা সত্যি হয়, তাহলে বিশ্ব শান্তি মাত্র তিন বছর সাত মাস বহাল থাকবে এবং তারপর দুই মিত্র যুদ্ধের মতো অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। অনুগত দেশ দুটির নাম বলা অসম্ভব, তবে বিজয় শেষ পর্যন্ত যে পশ্চিমের হবে, তা নিশ্চিত।

এখানে বিশ্ববাসীকে একটা বিষয় অবশ্যই ভাবতে হবে। দুই বৃহৎ শক্তির কথা আবার বলা হয়েছে, সেই সাথে 'রক্তের মানুষের' কথাও।

Un jour seront demis les deux grands maistres,
Leur grand pouvoir se verra augmente :
La terre neuf sera en ses hauts estres,
au sanguinaire, le nombre racompte.

2.89

একদিন দুই বৃহৎ শক্তি পরস্পরের বন্ধু হবে। তাদের যৌথ ক্ষমতা প্রসারিত হতে দেখা যাবে। নতুন দেশ তার ক্ষমতার শীর্ষে থাকবে। রক্তের মানুষকে সংখ্যা (সৈন্য, অস্ত্র ?) অবহিত করা হবে।

এই পদ্যের মূল শব্দ হচ্ছে প্রথম লাইনের demis। এটা নিঃসন্দেহে ছাপার ভুল, হবে আসলে d'amis। সাধারণভাবে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় ঘৃণা, সেই অর্থ ধরলে পদ্যের আকি অংশের অর্থ বেকার হয়ে পড়বে। ক্ষমতা অর্ধেক হয়ে গেলে শক্তি কখনো বাড়তে পারে না। তৃতীয় লাইনে মনে হয় আমেরিকার সাথে আগের দুই শক্তির যোগসূত্র গড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।

এখন সমস্যা হল, নস্ত্রাদামাসের 'রক্তের মানুষ' কখন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করবে ? এবং কখন ভাবতে শুরু করবে যে, তার প্রতিপক্ষরা তার নিজের ও বিশ্বাসের প্রতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে?

পশ্চিমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার আদাজল খাওয়া প্রচেষ্টা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। নস্ত্রাদামাসের মতে পশ্চিমা জগতের অস্ত্রের ভাণ্ডার এত বিশাল, এত বেশি সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হয়েছে যে, তারা পূর্বকে যুদ্ধের মতো অবস্থানে চলে যেতে একরকম বাধ্য করে তুলছে বলা যায়। নিচের পদ্যটি বোধহয় সে কথাই বলছে।

L'horrible guerre qu'en l'occident s'apreste
L'an ensuivant viendra la pestilence,
Si fort horrible, que jeune, vieux ne beste,
Sang, feu, Mercure, Mars, Jupiter en France.

9.55

ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি পশ্চিমে গ্রহণ করা হবে, পরের বছর শুরু হবে মহামারী। সেটা এত বীভৎস হবে যে, তরুণ-বৃদ্ধ বা পশু, কেউ রেহাই পাবে না। রক্ত, আগুন, বুধ, শনি ও বৃহস্পতি থাকবে ফ্রান্সের মাথায়।

ভয়াবহ শঙ্কা জাগে মনে। এই মাত্রার মহামারী, এত ব্যাপক মৃত্যু, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় ছাড়া আর কিসের মাধ্যমে সম্ভব ?

নস্ত্রাদামাসের ভিশন বা অন্তর্দৃষ্টির পুরোটা জুড়ে আছে যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, দুর্ভিক্ষ এবং আরো নানান বিপর্যয়। সেসবের কথা বিভিন্ন পদ্যের মাধ্যমে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। এখানে আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, তিনি

বিপর্যয় আর বিষণ্নতার (Man of Doom & Gloom) অগ্রজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। কাজেই তাঁর মত একজনের কাছ থেকে কোন ভুয়া, আত্ন-প্রবঞ্চনামূলক সান্ত্বনার বাণী আশা করা যায় না।

বিশ্বের যে সমস্ত রাষ্ট্র নেতারা সত্যিকারের ক্ষমতাশালী, যাদের ওপর পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করে, তাঁদেরকে বলছি–হয়তো দেরি হয়ে যায়নি। হয়ত এখনো সময় আছে।

কাজের ফাঁকে একটু বিরতি নিয়ে, একটু ঠাণ্ডা মাথায় তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন, তাঁদের বর্তমান নীতি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বক্তার অপব্যবহার

ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহার হচ্ছে মূল শব্দ বা বাক্য ওলট-পালট করে সেটার অর্থ বদলে দেয়া। এটা নতুন কিছু নয়। গ্রিক দৈবজ্ঞরা যখন ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তখন থেকে এসব চলে আসছে। নস্ত্রাদামাসের বাণীর বেলায়ও তাই ঘটেছে। তাঁর আসল ভবিষ্যদ্বাণী সংযোজন-বিয়োজন করে ছাপা অনেকগুলো সংস্করণ বাজারে চালু আছে। কিন্তু কাজে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে, সেজন্য আমি আসল জিনিস খুঁজছিলাম ।

তাই ১৫৬৮ সালে ছাপা নস্ত্রাদামাসের প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণের একটা সেট জোগাড় করতে আমার ৭ বছর লেগে গেছে। এটা আমি সংগ্রহ করেছি সোসাইটি অব জিসাস বা জেসুইটস থেকে।

আমার জানামতে নস্ত্রাদামাসের ইদানীংকার অনুবাদকরা স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীর সংস্করণ দেখে কাজ করেছেন। অথচ সেটার মূল অংশের অনেক জায়গায় বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, অনেক ভুয়া পদ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত চারশো বছর ধরে নস্ত্রাদামাসের মূল বক্তব্যের অনেক অপব্যবহার করা হয়েছে।

আগ্রহী পক্ষগুলো শব্দ, লাইন এমনকি গোটা পদ্য বদলে দিয়ে যেখানে যা বলা নেই সেখানে তাই বলতে চেষ্টা করেছে, সে ভালোর জন্য হোক বা খারাপের জন্যই হোক। পার্থিব লাভের জন্য অথবা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ ভবিষ্যদ্বক্তাদের মূল বক্তব্যের অপব্যবহার সব সময়ই করে এসেছে।

নস্ত্রাদামাসের কাজ নিয়ে এ অপব্যবহার শুরু হয় তাঁর মৃত্যুর পরপরই। ছাত্র ডি শাভিগনির পর নস্ত্রাদামাসের প্রথম জীবনী রচয়িতা জউবার্ট (Jaubert) তাঁর তথাকথিত প্রথম ছেলে, মাইকেল লা জিউনের (Michel le jeune) কথা বলেছিলেন। কিন্তু নস্ত্রাদামাসের উইল থেকে জানা যায়, তাঁর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল।

ছেলেরা ছিলেন : সিজার, আঁদ্রে আর চার্লস। ১৬৬৬ সালে পিটন যাঁকে *Historire de la ville d'Aix*-এ "একজন ভালো কবি, চমৎকার অঙ্কনশিল্পী ও সক্ষম ইতিহাস রচয়িতা" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৫৯৮ সাল থেকে ১৬১৪ পর্যন্ত স্যালন-এর কনসাল ছিলেন। দ্বিতীয় ছেলে আঁদ্রে নস্ত্রাদামাসের মৃত্যুর

পরপরই প্যারিসে যান এবং দ্বৈত যুদ্ধে একজনকে হত্যা করার অপরাধে ধরা পড়েন।

কথিত আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলে তিনি নিজেকে ধর্মের পথে উৎসর্গ করবেন। সেই অনুযায়ী পরে তিনি কাপুচিন সদস্য হন এবং তুলোঁর নামকরা ব্রিংনোলস আশ্রমে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তৃতীয় ছেলে চার্লস ছিলেন কবি। মাইকেল লা জিউন কয়েকটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে Antoine Crespin Nostradamus। ১৫৬৮ থেকে ১৬১৫ সাল পর্যন্ত অনেক লেখা তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। ১৬১১ সালে Pierre Chevillot-এর নস্ত্রাদামাসের পাশাপাশি তাঁর নিজের লেখা *Predictions* নামের একটা বইও প্রকাশিত হয়।

তার অনেক আগেই ; ১৫৭৪ সালে পুসিন (Poussin) অবরোধের সময় মাইকেল লা জিউনের নাটকীয় জীবনাবসান ঘটে। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের স্ত্রীর দাদি, Mme. de Maintenon ঘটনাটিকে তাঁর *Histoire Universelle*-এ (1616-1620) এভাবে বর্ণনা করেন : "পরিত্যক্ত শহর লুটপাট হওয়ার অথবা আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত। তাদের আর্মিতে অল্পবয়সী এক নস্ত্রাদামাস ছিল, যে নিজেকে মাইকেলের ছেলে দাবি করেছিল। সেইন্ট লুক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পুসিনের পরিণতি কী হবে ? ভবিষ্যদ্বক্তা বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিল, 'আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে'। পরে দেখা গেছে, সে নিজেই জনশূন্য শহরে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।"

পরে এক সৈন্যের চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা। সে পেটের মধ্যে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে তার ভবিষ্যদ্বক্তার ক্যারিয়ারের ইতি ঘটায়। নিজহাতে আগুন লাগিয়ে নিজের 'নাম উজ্জ্বল করার' এরকম ঘটনা একবার প্রাচীন গ্রিসেও ঘটেছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে এক লোক 'নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য' এথেন্সের এক স্মৃতিস্তম্ভে আগুন লাগাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ঘটনার রেকর্ড থাকলেও ঘটনার হোতার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

১৬৪৯ সালে *Prophecies*-এর একটি ভুয়া সংস্করণ ছাপা হয়। তাতে নস্ত্রাদামাসের নামে দুটো অতিরিক্ত পদ্য অত্যন্ত চতুরতার সাথে চালিয়ে দেয়া হয়। ফরাসি দরবারে কার্ডিনাল মাজারিনের ক্ষমতা খর্ব করে রাজনৈতিক উদ্দেশ হাসিল করতে এই কাজটি করা হয়েছিল। নস্ত্রাদামাসের অসমাপ্ত ৭ম সেঞ্চুরিতে ঢোকানো পদ্যগুলো এরকম :

Quant Innocent tiendra le lieu de Pierre,
Le Nizaram cicilen (se Verra
En grands honneurs) mais apres il cherra
Dans le bourbier d'une civile gierre.

যখন নিরীহরা পিটারের স্থান ধরে রাখবে, তখন
সিসিলিয়ান মাজারিন (Nizaram) প্রচুর সম্মান অর্জন
করবে, কিন্তু পরে গৃহযুদ্ধের মুখে পড়ে তার পতন হবে।

2. *Latin in Mars, Senateurs en Credit,*
Par une nuict Gaulle sera troublee.
Du grand Croesus l'Horoscope predit
Par Saturnus, sa puissance exile.

মঙ্গলে ল্যাটিন, সিনেটররা আস্থাভাজন, কারণ এক
রাতে ফ্রান্স (Gaulle) সমস্যায় পড়বে, বিখ্যাত
মহাসম্পদশালীর হরস্কোপ, তাঁর ক্ষমতা নির্বাসিত,
শনির কারণে।

প্রচারণা হিসেবে সে সময় এসব কতখানি কার্যকর ছিল বলা মুশকিল। তবে বিশেষ করে প্রথম পদ্যটি যে নস্ত্রাদামাসের নয়, তা নিশ্চিত। কারণ তিনি কখনো পদ্যে বন্ধনী ব্যবহার করেননি। দ্বিতীয়টা তবু প্রথমটার চেয়ে ভালো। তবে Croesus বা Horoscope এর মতো শব্দ তাঁর *Prophecies*-এর আর কোথাও ব্যবহার হতে দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর এরকম অপব্যবহার/প্রতারণা দেশে দেশে যুগে যুগে হয়েছে। নেপোলিয়ানকে নিয়ে হয়েছে, হিটলারকে নিয়ে হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, ফ্রাউ গোয়েবলসের পরামর্শে হিটলার নস্ত্রাদামাসের *Prophecies*-এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তা থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেন। ১৯৪০ সালের মার্চ নাগাদ স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস আসলে নস্ত্রাদামাসের কাজের মধ্যে থেকে নিজের প্রয়োজনমত প্রচারণার মাল-মসলা খুঁজছেন।

শোনা যায় মে মাসের দিকে তিনি নাকি আকাশ থেকে ফ্রান্সের ওপর নস্ত্রাদামাসের ভুয়া ভবিষ্যদ্বাণী ছাপানো লিফলেট ফেলার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের অভ্যন্তরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক শরণার্থীদের দখল থেকে মুক্ত রাখা, যাতে জার্মান বাহিনী প্রয়োজনের সময় সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

১৯৪১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ হিটলারের ব্যক্তিগত জ্যোতিষী হ্যানস আর্নস্ট ক্র্যাফট (Hans Ernst Krafft) বেলজিয়াম থেকে একটি বই প্রকাশ করেন যেটাতে নস্ত্রাদামাসের চল্লিশটার মতো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেগুলো নিয়ে তিনি কট্টর জার্মানপন্থি আলোচনার অবতারণা করেন।

আর্নস্ট ক্র্যাফটসহ আরো কয়েকজন জ্যাতিষী এবং একই শ্রেণীর লোককে সে বছরের জুন মাসে গ্রেফতার করে গেস্টাপো। কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিয়ে আবার আটক করে। ১৯৪৫ সালে জানুয়ারি মাসে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার সময় আর্নস্ট ক্র্যাফটের মৃত্যু হয়।

ব্রিটিশরা গোপনে জার্মানিতে নস্ত্রাদামাসের কিছু ভুয়া প্যাম্ফলেট ও 'যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নস্ত্রাদামাসের বাণী' নামের বিভ্রান্তিমূলক কিছু বুকলেট বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। তাতে নস্ত্রাদামাসের পঞ্চাশটা ভুয়া ভবিষ্যদ্বাণী ও সেসবের তরজমা ছিল। কাজটা ছিল মূলত সেফটন ডেলমার নামের একজন দক্ষ লোকের।

এরকম আরেকটা অপব্যবহারের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। স্টুয়ার্ড রব ১৯৪১ সালে 'নস্ত্রাদামাস অন নেপোলিয়ান, হিটলার অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট ক্রাইসিস' নামে একটা বই প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য ভেতরের সবকিছু ছিল ভুয়া। বইটির তিনভাগের দুই ভাগ ছিল নেপোলিয়ানকে নিয়ে লেখা ভবিষ্যদ্বাণী ও তার তরজমার। কিছু ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কিছু ভবিষ্যতের নানান বিষয় নিয়ে।

হিটলারের মতো এক স্বৈরশাসকের পরাজয় এবং ধ্বংস আমার মতে একটা ভালো রাজনৈতিক সমাপ্তি। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও জার্মানি, উভয় পক্ষ থেকেই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপক অপব্যবহার করা হয়েছে। এটা একটা উপলব্ধি ব্যাপার যে এই 'কালো' অস্ত্র আধুনিক কালের যুদ্ধেও ব্যবহার হয়। অনেক ভবিষ্যদ্বক্তাও এ ব্যাপারে সচেতন। তারা মনে করেন, এভাবে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বা আর কোনোভাবে ফায়দা লোটা হলে তারা অসুস্থ বোধ করেন, কোনো কোনো সময় তাদের বিশেষ ক্ষমতা হারানোরও ঝুঁকি থাকে।

অবশ্য সব ভবিষ্যদ্বক্তা তা মনে করেন না। নস্ত্রাদামাস প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে মারা গেছেন। তাঁর ক্ষমতাও অক্ষুণ্ন ছিল।

এডগার কেসি একবার এরকম অপব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের এক ব্যবসায়ী একবার তাঁর সাথে কনসাল্ট করতে আসেন। কেসি মোহগ্রস্ত অবস্থা থেকে তার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ব্যবসায়ী উঠে চলে যান, কেসি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আগেই। পরে কেসি জানান, তাঁর বিশ্বাস যে লোকটি তাঁর অজান্তে নিউ ইয়র্ক স্টক মার্কেট সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জেনে নিয়েছিল যা তার অনেক উপকারে লেগেছে।

সে ঘটনার পর কেসি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর থেকে কেউ যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ফায়দা লুটতে না পারে, সেজন্য স্ত্রীকে পাশে না নিয়ে আর কখনো কনসাল্ট করতে বসেননি। অনেক বছর পর আরেকবার এক নিউ ইয়র্ক ফিনানসারের হয়ে স্টক মার্কেট সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেন এডগার কেসি। তাতে লোকটির প্রচুর বৈষয়িক মুনাফা হয়। সেই টাকা থেকে লোকটা একটা

হাসপাতাল খুলেছিল। সেখানে যেসব রোগী আসত, তাদের রোগ নির্ণয় করতেন স্বয়ং এডগার কেসি। মোহগ্রস্ত অবস্থায়।

১৯২৯ সালে স্টক মার্কেটে ধস নামতে যাচ্ছে বলে কেসি সতর্ক করে দেয়ার পরও সেই ফিনানসার সতর্ক হননি। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে এবং চাহিদা অনুযায়ী টাকার জোগান দিতে না পারায় হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩১ সালে ভবিষ্যৎ বলার অপরাধে কেসিকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য আদালত তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

হতাশ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছেড়ে দেন এডগার কেসি। ১৯৪৫ সালে বলতে গেলে গরিব অবস্থায় মারা যান তিনি।

শেষ কথা

নাৎসি পার্টির অধীন জার্মানিতে জ্যোতিষতত্ত্ব অনুযায়ী হিটলারের জীবন ও কল্যাণ প্রভৃতি নিয়ে কথা বলতে যাওয়া ছিল মারাত্মক অপরাধ। সোভিয়েত ইউনিয়নেও ভবিষ্যদ্বাণী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কোন জায়গা ছিল না।

এটা হয়ত কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, গত প্রায় এক শতাব্দীতে বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা দুই প্রভাবশালী ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন আমেরিকান–তাঁরা হলেন এডগার কেসি ও জিন ডিকসন। আমার মতে একমাত্র পশ্চিমে এসবের কদর আছে। তবে কোন মাত্রা পর্যন্ত, তা নিয়ে গবেষণা করে দেখা যেতে পারে। হয়ত আমরা একটা কাঠামো তৈরি করে নিতে পারি, যার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে।

জুলিয়াস সিজারকে এক ভবিষ্যদ্বক্তা পরোক্ষে বলেছিলেন সতর্ক থাকতে, নইলে তাঁকে হত্যা করা হবে। সিজার শোনেননি। আরো অনেকে সরাসরি সতর্ক করেন তাঁকে, সব অগ্রাহ্য করেন তিনি। কেন ? সিজার কি কোনো একভাবে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন, নাকি তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আয়োজন এত বেশি কড়া ছিল যে, তিনি সেসব পূর্বাভাসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিজেকে পূর্ণ সক্ষম ভেবে নিয়েছিলেন ?

যিনি সম্ভবত রাজা হতে চেয়েছিলেন, এমন একজন একনায়ক হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার ফল হয়েছে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ। ভারসাম্যের দিক থেকে আমার মতে রোম হেরেছিল সিজারের মৃত্যুতে। কাজেই এ ধরনের সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কাম্য, তেমনি সঠিক।

গ্রিক ও রোমানদের বিশ্বে অতীতে ভবিষ্যদ্বাণী শুধু কাম্যই ছিল না, বরং একান্ত প্রয়োজনীয়ও ছিল। আগের দিনে তারা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাস না জেনে জাতীয় পর্যায়ের বড়ো ধরনের সিদ্ধান্ত কখনই নিত না। অবশ্য রোমানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর রোমে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে সেসবের ওপর লেখা কিছু বই রয়ে যায়, যেগুলো ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নস্ত্রাদামাসের গোচরে আসে।

১৫১৮ সালে হের্নানদো কোর্টেজের নেতৃত্বে স্প্যানিয়ার্ডরা মেক্সিকোতে অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসার আগেই শাসক মন্টেজুমা তাঁর জাতির সামনে আসন্ন ভয়াবহ বিপর্যয় সম্পর্কিত একাধিক সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী পেয়ে গেছেন। তার মধ্যে একটা পুরনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এরকম : তাদের ঈশ্বর

কুয়েটসালকোট (Quetzalcoatl) পুবদিক থেকে ফিরবেন। তাই অনেক মেক্সিকান স্প্যানিয়ার্ড বাহিনীর প্রধান কোর্টেজকেই তাদের ঈশ্বর ধরে নেয়।

আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতির এমন এক পরিচিতি কোনো সন্দেহ নেই স্প্যানিয়ার্ডদের অভিযান সফল করতে অনেক সাহায্য করেছে। এখানে মন্টেজুমার কানে আসা নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি কাম্য ছিল কি ছিল না, তা কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে তার ওপর নির্ভর করে।

একটা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, যিশুখ্রিষ্টের নতুন কিছু অনুসারী জুটেছে ; রোগশোকে আরো মানুষ মরেছে, যারা বেঁচে গেছে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীটি অ্যাজটেকদের আগেই ঘাবড়ে দিতে অনেক সাহায্য করেছে।

প্রাকৃতিক অথবা মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয়ের ব্যাপারে বিশ্বস্ত সূত্রের সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে সবার কাম্য। এখানে 'বিশ্বস্ত' বলতে হুঁশিয়ারিরূপে বিবেচিত অস্বস্তিবোধকে বোঝানো হয়েছে–স্বপ্নে দেখা, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দেখা অথবা উপলব্ধি করা প্রভৃতি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাব্যতা বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা যেতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ভূমিকম্প, বন্যা, দাবানল, ভূমিধস প্রভৃতি।

অন্যদিকে মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বোমা হামলা, সেনাবাহিনীর আক্রমণ, ট্রেন দুর্ঘটনা। আর কিছু কিছু ঘটনা ; যেমন জাহাজ ধ্বংস, দুভাবেই হতে পারে।

১৯৬৮ সালে নিউ ইয়র্কে কেন্দ্রীয় প্রিমোনিশনস রেজিস্ট্রি (হুঁশিয়ারিরূপে বিবেচিত অস্বস্তিবোধ লিপিবদ্ধ করার নথি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার আগে লন্ডনেও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এরকম রেজিস্ট্রি। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী লিখে রাখা এবং সেগুলোর প্রকৃতি, সত্যাসত্য তদন্ত করে দেখা ছাড়াও অগ্রজ্ঞান কতটা নির্ভুল, তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। সবার ধারণা, এরকম কেন্দ্র বিশেষ করে প্রকৃতিক দুর্যোগের সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে।

অবশ্য এর সমস্যাও আছে অনেক। রেকর্ড করা ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা খুব বেশি হয়ে গেলে নির্দিষ্ট বিপর্যয়ের সাথে সেগুলোকে ঠিকমত শনাক্ত করা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে সত্যিকারের সতর্কবাণীকেও অনেক সময় ভুয়া ধরে নেয়া হবে। নীতিগতভাবে এখানে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী কাম্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত।

নস্ত্রাদামাস প্রাকৃতিক বিপর্যয় ; বিশেষ করে ভূমিকম্পের ওপর অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলো করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। সেসবের কিছু আধুনিক এবং কিছু দুই হাজার বছরের চেয়েও বেশি পুরনো চীনা জ্ঞাননির্ভর। ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের ব্যাপারে একাধারে অগ্রজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মেধার সমন্বয়ে গবেষণা চলছে বিশেষ করে জাপান ও ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বিখ্যাত পুরুষ ও নারীদের আসন্ন নিশ্চিত বিপদ সম্পর্কে সময় থাকতে সতর্ক করা এবং তাদের উপযুক্ত পদক্ষেপ সময়মত অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার ইতি

টেনে দিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তা অগ্রাহ্য করলে পরিণতি বেশিরভাগ সময়ই জুলিয়াস সিজারের মতো হয়। আধুনিক আমেরিকান ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করা হবে। বলেছিলেন, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অর্থাৎ মানুষের তা ঠেকানোর কোনো উপায় ছিল না।

পুলিশ বা নিরাপত্তা সংস্থাগুলো কীভাবে শনাক্ত করবে কোনটা নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী ? কোনটা ভুয়া হুমকি, কোনটা আসল ? কেনেডি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত বিশ্বস্ত পূর্বাভাসের মতো ব্যাপারগুলোর কথাই ধরা যাক। ঘটনা যদি সত্যিও হয় ; যার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, সে যদি না শোনে, তাকে নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে কীভাবে রাজি করানো সম্ভব ?

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে। তাঁকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল তাঁর শিখ দেহরক্ষীদেরকে প্রত্যাহার করে অন্যদেকে নিয়োগ করার জন্য। তিনি কানে তোলেননি। শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার তাই হয়েছে।

কর্তৃপক্ষকে কিছু লোককে খুঁজে বের করতে হবে ; সম্ভবত প্রিমোনিশন (Premonitions) রেজিস্ট্রির সাহায্যে, যাদের অকৃত্রিম অগ্রজ্ঞানশক্তি আছে। যার ওপর আস্থা রাখা যায়। এডগার কেসির মতো মোহাবস্থায় (trance) গিয়ে অথবা জিন ডিকসনের মতো টেলিপ্যাথি (telepathy), উপলব্ধি (Revelations) অন্তর্দৃষ্টি (visions) আর কম্পনের (vibrations) সাহায্যে তারা লোকজনকে আগে থেকে সতর্ক করতে পারেন।

যদিও আমি মনে করি না তেমন মানুষ বেশি পাওয়া যাবে। আমি নিজেকেও তাদের একজন মনে করি না। কারণ মাঝেমধ্যে এমন পরিস্থিতি এসেছে ; হয়ত কারো সংস্পর্শে আসতেই টের পেয়েছি তার ভাগ্যে খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি। ফলে অনুভূতিটা তাকে জানিয়ে সতর্ক করতে পারিনি।

ভাবীকথন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে একটা অবকাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে আরো কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর কোনো উপায় আছে কি ? তেমন একটা নেই। তবে আমার মনে হয়, এসব নিয়ে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, হিসেবি লেখালেখি যাঁরা করেন, উৎসাহ জোগানোর জন্য নামকরা কিছু প্রতিষ্ঠান তাঁদেরকে দু-একটা বাৎসরিক পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের দ্য রেজিস্ট্রি অব প্রিমোনিশনস এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোকে বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য না হয়ে প্রাইভেট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের অভিজ্ঞতা আর প্রত্যাশার ক্ষেত্রে আর কিছু করা যায় কি ?